# বরেণ্য দশ মনীষী : জীবন ও অবদান

[পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশের নিকট অতীতের সর্বজন শ্রদ্ধেয় বরেণ্য দশজন মহামনীষীর অনুসরণীয় জীবন ও অসাধারণ কীর্তিগাঁথার সংক্ষিপ্ত কিন্তু চমৎকার বিবরণ সম্বলিত দারুণ সুখপাঠ্য একটি রচনা]


মাওলানা মুহাম্মাদ হাসান সিদ্দীকুর রহমান
সিনিয়র মুদাররিস : জামি‘আ রাহমানিয়া আরাবিয়া মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
খতীব : লেক সার্কাস জামে মসজিদ, কলাবাগান, ঢাকা



প্রকাশনায়
**দারুল কুতুব**
উত্তরা, ঢাকা–১২৩০



বরেণ্য দশ মনীষী : জীবন ও অবদান


মাওলানা মুহাম্মাদ হাসান সিদ্দীকুর রহমান

প্রকাশক
মুহাম্মাদ মাশহুদুর রাহমান
উত্তরা, ঢাকা-১২৩০

প্রকাশকাল
মুহাররাম ১৪৪৩ হিজরী
আগস্ট ২০২১ ঈসায়ী



**[সর্বস্বত্ব লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত]**



পরিবেশনা
**হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী**
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯১৪-৭৩৫৬১৫

**রাহমানিয়া লাইব্রেরী**
সাত মসজিদ সুপার মার্কেট
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
মোবাইল : ০১৬১৬-৮৮২৪০৯

**মূল্য : দুইশত টাকা মাত্র**

# লেখকের আরয

حَامِدًا وَّمُصَلِّيًا وَّمُسَلِّمًا أَمَّا بَعْدُ

আলহামদুলিল্লাহ। গত কয়েক বছর ধরে পাক ভারত উপমহাদেশের বরেণ্য মহামনীষীদের মালফূযাত তথা মুখনিঃসৃত মহামূল্যবান বাণীসমূহের বঙ্গানুবাদ সম্মানিত পাঠকবৃন্দের খিদমতে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এ ক্ষেত্রে আমার সফলতা বা ব্যর্থতার বিচারের দায়িত্ব মুহতারাম পাঠকদের উপরেই থাকল।

যে সব আকাবিরের মালফূযাত অনুবাদ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে, তাঁদের প্রত্যেকের সংক্ষিপ্ত জীবনী আমি সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের শুরুতে সংযুক্ত করে দিয়েছি। কারণ ছাহেবে মালফূযাতের পরিচয় জানা থাকলে মালফূযাত হৃদয়ঙ্গম করা অধিক অর্থবহ হয়।

এমন ছয়জন মহামনীষী বা আকাবিরে সিত্তা হলেন–

১. হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ.
২. হযরত মাওলানা আব্দুল কাদের রায়পুরী রহ.
৩. হযরত মাওলানা আব্দুল গণী ফুলপুরী রহ.
৪. হযরত মাওলানা ক্বারী মুহাম্মাদ তায়্যিব ছাহেব রহ.
৫. হযরত মাওলানা মাসীহুল্লাহ খান জালালাবাদী রহ.
৬. হযরত মাওলানা সিদ্দীক আহমাদ বান্দাভী রহ.

এর বাইরে আমি আরো চারজন মহামনীষীর সংক্ষিপ্ত জীবনী ও অবদান বক্ষ্যমাণ সংকলনে সংযুক্ত করেছি। তাঁরা হলেন :

১. হযরত মাওলানা মুহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী হুযূর রহ.
২. হযরত মাওলানা হেদায়াতুল্লাহ ছাহেব (মুহাদ্দিস ছাহেব হুযূর রহ.)
৩. মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক ছাহেব রহ.
৪. শাইখুল ইসলাম আল্লামা তাকী উসমানী হাফিযাহুল্লাহু তা'আলা

تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ বা এই হল পূর্ণ দশ।

এখানে এ বিষয়টা মনে রাখা জরুরী যে, যাঁদের জীবনী এখানে উল্লেখ করা হয়েছে তাঁদের প্রায় সকলেরই স্বতন্ত্র বিস্তারিত জীবনীগ্রন্থ উর্দূ বা বাংলা ভাষায় আছে।



এখানে বিন্দুতে সিন্ধু ভরার মত অত্যন্ত সংক্ষেপে কর্মব্যস্ত মানুষের ব্যস্ততার প্রতি লক্ষ্য রেখে তাঁদের জীবনের চুম্বক অংশগুলোই শুধু তুলে আনা হয়েছে।

আর তারতীব বা বিন্যাসের ক্ষেত্রে বয়সের দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। যিনি এই দশজনের মধ্যে বয়সে সবার চেয়ে বড় যেমন হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ. জন্ম : ১২৪৪ হিঃ তাঁর জীবনী সর্বপ্রথম উল্লেখ করা হয়েছে। আর যিনি বয়সে সর্বকনিষ্ঠ যেমন আল্লামা তাকী উসমানী ছাহেব দা. বা. জন্ম : ১৩৬২ হিঃ তাঁকে সর্বশেষে উল্লেখ করা হয়েছে। বিন্যাসের এ পদ্ধতি অবলম্বনের কারণ হল যাতে করে تَفْضِيْلُ الْبَعْضِ عَلَى الْبَعْضِ বা একের উপর অন্যকে প্রাধান্য দানের আপত্তি থেকে নিরাপদ থাকা যায়।

সর্বশেষে বলতে চাই: আলোচিত সব মনীষীই আমাদের মাথার মুকুট। আমাদের অনুসরণীয় আকাবির। বর্তমান চরম ফিত্না ফাসাদের যুগে আমরা তাঁদের যে কোন একজনকেও যদি সত্যিকারভাবে অনুসরণ করতে পারি তাহলে সেটাই আমাদের নাজাতের ওসীলা হবে ইনশাআল্লাহ। এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। وَإِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللهِ

কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে চাই:

أُولٰئِكَ آبَائِيْ فَجِئْنِيْ بِمِثْلِهِمْ
إِذَا جَمَعَتْنَا يَا جَرِيْرُ الْمَجَامِعُ

তাঁরাই মোদের পূর্বসূরি যাঁদের নিয়ে গর্ব করি
কোন্ মুখেতে বড়াই কর লওতো দেখি তাঁদের জুড়ি

পাঠকবৃন্দের নিকট বিনীত অনুরোধ : যে কোন ভুলের জন্য আমাকে দায়ী মনে করে মেহেরবানী করে জানালে চির কৃতজ্ঞ থাকব। এবং পরবর্তী সংস্করণে শুধরে নিব ইনশাআল্লাহ।

তারিখ
০১/০১/১৪৪৩ হিঃ
১১/০৮/২০২১ ইং

**মুহাম্মাদ হাসান সিদ্দীকুর রহমান**
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

# সূচিপত্র


| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| **১** | |
| **কুতুবুল ইরশাদ ফকীহুন নফস হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ.** | |
| জন্ম | ১৩ |
| নাম ও বংশপরিচয় | ১৩ |
| ছেলেবেলার অবস্থা | ১৪ |
| একটি ঘটনা | ১৪ |
| শিক্ষা-দীক্ষা | ১৫ |
| প্রসিদ্ধ শিক্ষকবৃন্দ | ১৬ |
| বিবাহ ও পবিত্র কুরআনের হিফয | ১৬ |
| সন্তানাদি | ১৭ |
| বাইআত ও খিলাফত | ১৭ |
| ইমামে রাব্বানী আপন শাইখের দৃষ্টিতে | ১৭ |
| খলীফা ও ছাত্রবৃন্দ | ১৮ |
| ছাত্রদের মধ্যে কয়েকজনের নাম | ১৯ |
| বিনয় ও নম্রতা | ১৯ |
| ক্ষমার গুণ | ২০ |
| মারেফতের সমুদ্র | ২১ |
| সুন্নাতের অনুসরণ ও আত্মবিলোপের বিশেষ অবস্থা | ২২ |
| ইন্তিকাল | ২২ |
| ফকীহ হিসেবে হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ.-এর অবস্থান এবং তাঁর সংকলিত ফাতাওয়ায়ে রশীদিয়্যাহ | ২৪ |
| হযরতওয়ালা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ.-এর তাফাক্কুহের ব্যাপারে হযরত মাওলানা কাসেম নানূতভী রহ.-এর সাক্ষ্য | ২৭ |
| কুতুবুল ইরশাদ হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ.-এর মূল্যবান অসিয়্যতসমূহ | ২৮ |





| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| **২** | |
| **হযরত মাওলানা আব্দুল কাদের রায়পুরী রহ.** | |
| জন্ম | ২৯ |
| বংশ পরিচিতি | ২৯ |
| পিতৃ পরিচয় | ২৯ |
| মুহতারামা আম্মা | ৩০ |
| প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন | ৩১ |
| ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে দিল্লী ভ্রমণ | ৩১ |
| স্বীয় শাইখ মাওলানা শাহ আব্দুর রহীম ছাহেব রহ.-এর সান্নিধ্যে | ৩১ |
| রায়পুর খানকায় অবস্থানকালে হযরতের সীমাহীন ত্যাগ স্বীকার | ৩২ |
| মাওলানা আব্দুল কাদের রায়পুরী রহ. এর রাজনৈতিক অভিমত... | ৩৩ |
| হযরতের গুরুত্বপূর্ণ সফরসমূহ | ৩৩ |
| হযরতের পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশ সফর | ৩৪ |
| হযরতের চট্টগ্রাম সফর | ৩৫ |
| হযরত শাহ আব্দুল কাদের রায়পুরী রহ. এর বিনয় ও নম্রতা | ৩৫ |
| জীবনাবসান | ৩৬ |
| দৈহিক গঠন | ৩৭ |
| **৩** | |
| **হযরত মাওলানা আব্দুল গণী ফুলপুরী রহ.** | |
| জন্ম ও শৈশব | ৩৮ |
| প্রাথমিক শিক্ষা | ৩৮ |
| দ্বীনী শিক্ষা | ৩৯ |
| উচ্চতর শিক্ষা | ৩৯ |
| শিক্ষক জীবন | ৩৯ |
| হযরত থানভী রহ. এর হাতে বাইআত | ৪০ |
| মাদরাসা প্রতিষ্ঠা | ৪০ |
| হযরতের অত্যাশ্চর্য ত্যাগ | ৪০ |
| হযরতের সরলতার ব্যাপারে থানভী রহ. এর ঐতিহাসিক মন্তব্য | ৪১ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| আল্লাহর রাস্তায় জীবন কুরবান করার অদম্য স্পৃহা | ৪১ |
| হযরতের গোস্বা | ৪২ |
| পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব | ৪২ |
| হযরত হাকীমুল উম্মতের রহ. সঙ্গে সম্পর্ক | ৪৩ |
| রচনাবলী | ৪৪ |
| হযরতওয়ালা ফুলপুরী রহ. এর খলীফাগণের নামের তালিকা | ৪৫ |
| ইন্তিকাল | ৪৬ |

**④**

**হযরত মাওলানা মুহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী হুযূর রহ.**

| | |
|---|---|
| জন্ম ও বংশ পরিচয় | ৪৭ |
| বাল্যশিক্ষা | ৪৭ |
| হযরত হাফেজ্জী হুযূরের বিশিষ্ট উস্তাযবৃন্দ | ৪৮ |
| স্থানীয় উস্তাযবৃন্দ | ৪৮ |
| পানিপথের উস্তাযবৃন্দ | ৪৮ |
| সাহারানপুরের উস্তাযবৃন্দ | ৪৮ |
| দারুল উলূম দেওবন্দের উস্তাযবৃন্দ | ৪৮ |
| জীবনের গতিপথ পরিবর্তনকারী একটি ঘটনা | ৪৯ |
| মাযাহিরুল উলূম মাদরাসায় ভর্তি | ৪৯ |
| হিন্দুস্তান হতে দেশে প্রত্যাবর্তন | ৫০ |
| হাফেজ্জী হুযূর রহ. সম্পর্কে থানভী রহ. এর মন্তব্য ও ভবিষ্যদ্বাণী | ৫০ |
| হাফেজ্জী হুযূর নামকরণের কারণ | ৫১ |
| দ্বীনী মাদরাসা প্রতিষ্ঠা | ৫১ |
| কয়েকটি মাদরাসার নাম | ৫১ |
| হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ. এর কয়েকজন বিশিষ্ট ছাত্র | ৫৩ |
| হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ. এর কয়েকজন বিশিষ্ট খলীফা | ৫৪ |
| হাফেজ্জী হুযূর রহ. এর ইবাদত বন্দেগী | ৫৫ |
| হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ. এর কতিপয় অনুপম স্বভাব-বৈশিষ্ট্য | ৫৬ |
| ইন্তিকাল ও দাফন | ৫৭ |





| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|

**⑤**

**হাকীমুল ইসলাম হযরত মাওলানা ক্বারী মুহাম্মাদ তায়্যিব ছাহেব কাসেমী রহ.**

| | |
|---|---|
| জন্ম ও বংশ পরিচয় | ৫৯ |
| ইলম অর্জন | ৬০ |
| শিক্ষকতা | ৬০ |
| নায়েবে মুহতামিমের দায়িত্ব | ৬১ |
| মুহতামিম পদে | ৬১ |
| দারুল উলূমের নির্মাণকাজ | ৬২ |
| আধ্যাত্মিক অবস্থান | ৬২ |
| খিতাবাত ও বয়ান | ৬২ |
| রচনাবলী | ৬৪ |
| ওফাত | ৬৫ |

**⑥**

**মাসীহুল উম্মাত হযরতওয়ালা মাসীহুল্লাহ খান জালালাবাদী রহ.**

| | |
|---|---|
| জন্ম ও শৈশব | ৬৬ |
| শিক্ষা জীবন | ৬৭ |
| হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ.-এর সাথে বিশেষ সম্পর্ক | ৬৯ |
| শিক্ষকতা জীবন | ৭০ |
| তাসনীফী খেদমত | ৭১ |
| তাসাওউফের সাথে সম্পর্ক | ৭২ |
| দেশ বিদেশে সফর | ৭৩ |
| আচার ব্যবহার | ৭৪ |
| খলীফাগণ | ৭৪ |
| বাহ্যিক অবয়ব | ৭৫ |
| স্ত্রী ও সন্তানগণ | ৭৫ |
| ওফাত | ৭৬ |

বিষয় পৃষ্ঠা

৭

## হযরত মাওলানা হেদায়াতুল্লাহ (মুহাদ্দিস ছাহেব)


| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| নাম ও উপাধি | ৭৮ |
| পিতৃবংশ | ৭৮ |
| মাতৃবংশ | ৭৮ |
| শুভ জন্ম | ৭৮ |
| মুহাদ্দিস ছাহেব হুযূরের উস্তাযবৃন্দ | ৭৯ |
| দারুল উলূম দেওবন্দে হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব রহ. এর উস্তাযগণ | ৭৯ |
| হযরতের সমসাময়িক কয়েকজন সহপাঠী | ৮০ |
| আসাতিযায়ে কিরামের দৃষ্টিতে হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব রহ. | ৮০ |
| মুহাদ্দিস ছাহেব রহ. হযরত মাদানীর দৃষ্টিতে | ৮০ |
| শাইখুল আদব মাওলানা এযায আলী রহ. এর দৃষ্টিতে | ৮১ |
| হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব রহ. এর কর্মজীবন | ৮১ |
| অন্যান্য অবদান | ৮২ |
| হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব রহ. যে সব কিতাব দরস দিয়েছেন | ৮২ |
| হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব রহ. এর বিশিষ্ট ছাত্র ও শিষ্যবৃন্দ | ৮৩ |
| হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব রহ. এর ইলমী মাকাম | ৮৪ |
| ভিনদেশী উলামায়ে কিরামের মন্তব্য | ৮৪ |
| বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় আলেমদের অভিমত | ৮৫ |
| শিক্ষকবৃন্দের দৃষ্টিতে হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব রহ. এর ইলমী মর্যাদা | ৮৬ |
| হযরত যফর আহমাদ উসমানী রহ. এর দৃষ্টিতে | ৮৬ |
| হযরত ছদর ছাহেব হুযূর রহ. এর দৃষ্টিতে | ৮৬ |
| হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ. এর দৃষ্টিতে | ৮৭ |
| হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব রহ. এর পারিবারিক জীবন | ৮৭ |
| শুভ বিবাহ | ৮৭ |
| সন্তান-সন্ততি | ৮৭ |
| হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব রহ. এর অসাধারণ গুণাবলী | ৮৮ |
| ইন্তিকাল, জানাযা ও দাফন | ৮৮ |




বিষয় পৃষ্ঠা

৮

## মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক ছাহেব হক্কী রহ.


| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| পবিত্র জন্ম | ৯০ |
| সম্মানিতা পিতা | ৯০ |
| সম্মানিত মাতা | ৯০ |
| বিসমিল্লাহ | ৯০ |
| পবিত্র কুরআন হিফয | ৯১ |
| মাযাহিরুল উলূম মাদরাসায় অধ্যয়ন | ৯১ |
| মাওলানা শাহ আবরারুল হক ছাহেব রহ. এর বিশিষ্ট উস্তাদগণ | ৯১ |
| মাওলানা শাহ আবরারুল হক ছাহেব রহ. এর অধ্যাপনা বা কর্মজীবন | ৯৩ |
| মাযাহিরুল উলূমে নিয়োগ প্রাপ্তি | ৯৩ |
| আশরাফুল মাদারিস হারদূয়ীতে অবস্থান | ৯৪ |
| মুহিউস সুন্নাহ হারদূয়ী হযরত ও মজলিসে দাওয়াতুল হক | ৯৪ |
| বড়দের চোখে হারদূয়ী হযরত রহ. | ৯৫ |
| মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. | ৯৫ |
| মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ বানূরী ছাহেব রহ. | ৯৫ |
| ডাঃ মুহাম্মাদ আব্দুল হাই ছাহেব আরেফী রহ. | ৯৬ |
| হযরত হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. এর মুজাযে সোহবত বাবা নাজম আহসান ছাহেব নেগরামীর মন্তব্য | ৯৬ |
| আশরাফুল মাদারিস করাচীর মুহতামিম হযরত মাওলানা মুফতী রশীদ আহমাদ ছাহেব রহ. এর অভিমত | ৯৬ |
| হারদূয়ী হযরত সম্পর্কে তাঁর উসতায কুতুবুল আকতাব শাইখুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া ছাহেব রহ. এর বাণী | ৯৭ |
| হারদূয়ী হযরতের বিশিষ্ট উসতায ফকীহুল উম্মাত হযরত আকদাস মুফতী মাহমূদ হাসান গাঙ্গুহী রহ. এর উক্তি | ৯৭ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| মুহিউস সুন্নাহ হযরত হারদূয়ী রহ. এর অবদান ও বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ | ৯৭ |
| ইন্তিকাল | ৯৮ |
| খলীফা ও মুজাযীন | ৯৮ |
| বাংলাদেশে হযরত ওয়ালা হারদূয়ী রহ. এর কয়েকজন বিশিষ্ট খলীফা | ৯৮ |

৯

**আরেফ বিল্লাহ হযরত মাওলানা সিদ্দীক আহমাদ বান্দাভী রহ.**

| | |
|---|---|
| জন্ম ও বংশ পরিচয় | ১০১ |
| পিতার ইন্তিকাল | ১০১ |
| শৈশবে ঘরের দ্বীনী হালত | ১০১ |
| প্রাথমিক শিক্ষা-দীক্ষা | ১০২ |
| শিক্ষার ধাপ | ১০২ |
| সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ | ১০৩ |
| হাকীমুল উম্মাত হযরত থানভীর রহ. খানকায় উপস্থিতি | ১০৪ |
| হযরত থানভী রহ.এর নিকট বাইআতের দরখাস্ত | ১০৪ |
| মুরশিদ তো হযরত থানভীই কিন্তু পরোক্ষভাবে | ১০৪ |
| বাইআত ও খেলাফতের তারিখ ও সন | ১০৫ |
| নিজ শাইখের দৃষ্টিতে হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ.-এর মর্যাদা | ১০৫ |
| হযরত বান্দাভী রহ. এর খলীফাবৃন্দ | ১০৭ |
| অসুস্থতা ও ইন্তিকাল | ১০৭ |
| জানাযার নামায ও দাফন | ১০৮ |

১০

**শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী ছাহেব দা. বা.**

| | |
|---|---|
| জন্ম এবং নাম ও বংশ | ১০৯ |
| সম্মানিত পিতা ও শ্রদ্ধেয় দাদা | ১০৯ |
| প্রাথমিক শিক্ষা এবং পাকিস্তানে হিজরত | ১১০ |
| শিক্ষা ও দীক্ষা | ১১০ |





| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| বাইআত ও সুলূক | ১১১ |
| কীর্তিসমূহ | ১১১ |
| দরস ও তাদরীস/তাসনীফ ও রচনা | ১১১ |
| বরেণ্য মনীষীদের দৃষ্টিতে আল্লামা তাকী উসমানী | ১১৩ |
| সফরসমূহ এবং ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যসমূহ | ১১৪ |
| অতুলনীয় খতীব | ১১৫ |
| সারকথা | ১১৫ |
| পদ ও দায়িত্বসমূহ | ১১৬ |

১

# কুতুবুল ইরশাদ ফকীহুন নফস হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ.

(১২৪৪ হিঃ – ১৩২৩ হিঃ
১৮২৯ – ১৯০৫ ইং)

## জন্ম

৬ যিলকদ ১২৪৪ হিজরী মুতাবিক ১৮২৯ ঈসায়ী সোমবার গাঙ্গুহ নামক ছোট শহরে ঐ ঘরে যা শাইখুল মাশায়িখ হযরত মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস গাঙ্গুহী রহ.-এর খানকাসংলগ্ন ছিল।

## নাম ও বংশপরিচয়

রশীদ আহমাদ বিন মাওলানা হেদায়েত আহমাদ বিন কাযী পীর বখশ।

মাতা এবং পিতা উভয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেযবান হযরত আবূ আইউব আনসারী রাযি.-এর বংশধর। ১২৫২ হিজরীতে যখন হযরত রহ.-এর বয়স মাত্র সাত বছর, তখন তাঁর সম্মানিত পিতা মাত্র ৩৫ বছর বয়সে গোরখপুরে ইন্তিকাল করেন। দাদা কাযী পীর বখশ হযরতকে লালন-পালন করেন।

হযরতের মামা ছিলেন চারজন : (১) মাওলানা মুহাম্মাদ নাকী ছাহেব। যিনি হযরতের শ্বশুরও। (২) মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী ছাহেব। (৩) মাওলানা আব্দুল গণী ছাহেব। (৪) মৌলবী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব। যিনি হযরত রহ. থেকে মাত্র আট বছরের বড় ছিলেন।

(তালীফাতে রশীদিয়্যাহ)



## ছেলেবেলার অবস্থা

হযরত ছেলেবেলা থেকেই খোদাভীরু, উদার-হৃদয়, ইবাদতগুযার, উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। জিদ, হঠকারিতা, গোড়াঁমিকে তিনি প্রকৃতিগতভাবেই ঘৃণা করতেন। তাঁর মধ্যে ইবাদতের শখ, আখেরাতের চিন্তার প্রতিক্রিয়া ছেলেবেলা থেকেই প্রকাশ পাচ্ছিল।

এ সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্যে তাঁর ছেলেবেলার সমস্ত অবস্থা উল্লেখ করা উদ্দেশ্য নয়। এ জন্য তাযকিরাতুর রশীদ গ্রন্থ থেকে নমূনা হিসেবে একটি ঘটনা উল্লেখ করা হচ্ছে।

## একটি ঘটনা

হযরত রহ.-এর বয়স তখন মাত্র সাড়ে ছয় বছর। ঐ সময় একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। একদিন তিনি বৈকালিক ভ্রমণের উদ্দেশ্যে ময়দানে চলে গিয়েছিলেন। সন্ধ্যাকালীন শীতল বাতাসে দেহ-মন জুড়িয়ে যাচ্ছিল। হযরতের বয়স যদিও কম ছিল, কিন্তু ঐ সময় থেকেই তাঁর মধ্যে ইবাদত-বন্দেগীর দারুণ স্পৃহা ছিল। এ জন্য তিনি দ্রুত কদম ফেলে ফিরে আসলেন। হাতে ফুলের দুটি তোড়া ছিল। ঘরে পৌঁছেই বললেন : আম্মাজান! জলদি এগুলো ধরুন, আমি নামাযের জন্য যাচ্ছি। দ্রুত মসজিদে গিয়ে দেখলেন যে, জামা'আত দাঁড়িয়ে গেছে। উযূর জন্য গেলেন। দেখলেন যে, লোটা শূন্য। ফলে পানি উঠানোর জন্য বালতি কুয়ার মধ্যে ফেললেন। মন ছিল তাঁর নামাযে আর হাত ছিল দড়িতে। ধ্যান ছিল জামা'আতে শরীক হওয়ার দিকে। হঠাৎ করে দড়িতে পা জড়িয়ে যাওয়ায় ধপাস করে কুয়ায় গিয়ে পড়লেন।

হযরতের মামা মুহাম্মাদ শফী ছাহেবের বর্ণনা : যেহেতু বালতি ও দড়ি তাঁর সাথেই কুয়ায় পড়ে গেছে, এ জন্য আল্লাহর কুদরত বালতিকে উল্টো করে হযরতকে তার উপর বসিয়ে দেয়। এভাবে তিনি বালতির সাথেই পানির উপর সাঁতার কাটতে থাকলেন।

যাই হোক, ফলাফল এটাই যে, মহান আল্লাহ তাঁর হিফাযত করেছেন। যখন তাঁর কুয়ায় পড়ে যাওয়ার দুর্ঘটনা ঘটে, তখন মাগরিবের নামায এক রাকাত হয়ে গিয়েছিল। সালাম ফেরানো শেষে লোকজন কুয়ার দিকে দৌড়ে গেল। হযরত রহ.-এর দাদী ছাহেবার ভাই ফয়েয

আলী ছাহেব বললেন : মনে হয় রশীদ আহমাদ পড়ে গেছে। সবাই হতবাক হয়ে একে অপরের মুখের দিকে তাকাতে লাগল। ভেতর থেকে আওয়াজ আসল : "ঘাবড়াবেন না, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ আছি।" যখন তাঁকে বের করা হলো, তখন জানা গেল যে, পায়ের ছোট আঙুলে হাল্কা চোট লেগেছে মাত্র।

এ ঘটনা দ্বারা হযরত রহ.-এর দৃঢ়তা ও অবিচলতা, বিপদে ঘাবড়ে না যাওয়া, মহান আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল ও ভরসা, ইবাদাতের জন্য কষ্ট করা এবং কোনো অভিযোগ মুখে না আনা ইত্যাদি ব্যাপারগুলো দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে গেল।

এগুলো হলো ঐ সব গুণ, যা সাধারণ মানুষদের অনেক মুজাহাদা ও মেহনত করে অর্জন করতে হয়। কিন্তু এগুলো হযরতের মধ্যে তাঁর ছেলেবেলাতেই বিদ্যমান ছিল।

## শিক্ষা-দীক্ষা

হযরত গাঙ্গুহী রহ. যৌবনের প্রারম্ভেই স্বীয় মেঝ মামা মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী ছাহেবের নিকট ফারসী ভাষা পড়েন। যিনি ফারসী ভাষার সর্বজন স্বীকৃত উসতায ছিলেন।

কোনো কোনো বর্ণনা দ্বারা জানা যায় যে, তিনি ফারসীর কিছু অংশ মাওলানা মুহাম্মাদ গাউছ ছাহেবের নিকটও পড়েছেন। ফারসী থেকে ফারেগ হওয়ার পর হযরত রহ.-এর আরবী ভাষা শেখার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। ফলে তিনি সরফ ও নাহুর প্রাথমিক কিতাবগুলো মাওলানা মুহাম্মাদ বখশ রামপুরী রহ.-এর নিকট পড়েন এবং এই উসতায থেকেই তিনি 'হিযবুল বাহর' ও 'দালায়িলুল খাইরাত' এর অনুমতি হাসিল করেন।

অতঃপর এই স্নেহশীল উসতাযের পরামর্শের উপর আমল করত: উলূমে আরবীয়্যাতে পূর্ণতা সাধনের উদ্দেশ্যে দিল্লী সফর করেন। যা তদানীন্তন সময়ে ছিল ইলম ও আদবের প্রধান কেন্দ্র।

এখানে বিভিন্ন উসতাযের দরসে তিনি উপস্থিত হন। কিন্তু কোনো স্থানেই মন বসেনি। হৃদয় পরিতৃপ্ত হয়নি।



অবশেষে উসতাযুল কুল হযরত মাওলানা মামলূক আলী ছাহেব রহ.-এর দরসে পৌঁছলে হৃদয়-মনে প্রশান্তি নেমে আসে। এটা **১২৬১** হিজরীর ঘটনা। আর এখানেই কাসিমুল উলূম ওয়াল খাইরাত হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম নানূতবী রহ.-এর সাথে তাঁর বন্ধুত্বের সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। তিনিও মাওলানা মামলূক আলী ছাহেব রহ.-এর নিকট ইলম শিখতেন।

হযরত রহ. নিজ সাথী-সঙ্গী ও সতীর্থদের মধ্যে সব সময় শীর্ষে থাকতেন। আল্লাহপ্রদত্ত যোগ্যতার কারণে শিক্ষকবৃন্দ তাঁর দিকে বিশেষ খেয়াল রাখতেন। কখনো সবকে অনুপস্থিত থাকলে খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য স্বয়ং শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত হতেন।

আর পবিত্র হাদীস তিনি কুদওয়াতুল উলামা, যুবদাতুস সুলাহা হযরত মাওলানা শাহ আব্দুল গণী মুজাদ্দিদী ছাহেব মুহাজিরে মাদানী রহ.-এর নিকট পড়েছেন।

হযরত শাহ ছাহেব রহ. অত্যন্ত উঁচু পর্যায়ের মুহাদ্দিস ছিলেন। সুনানে ইবনে মাজার টীকা 'ইনজাহুল হাজাহ' হযরত শাহ ছাহেব রহ. এরই লেখা।

## প্রসিদ্ধ শিক্ষকবৃন্দ

১। ফারসীতে মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী ছাহেব রহ. (সম্পর্কে আপন মামা) ও মৌলভী মুহাম্মাদ গাউছ ছাহেব রহ.।

২। আরবীতে উসতাযুল কুল হযরত মাওলানা মামলূক আলী ছাহেব রহ.।

৩। হাদীসে হযরত মাওলানা শাহ আব্দুল গণী মুজাদ্দিদী ছাহেব মুহাজিরে মাদানী রহ.

## বিবাহ ও পবিত্র কুরআনের হিফয

একুশ বছর বয়সে তাঁর সম্মানিত দাদাজান তাঁর বিবাহ তাঁর আপন মামাতো বোন মুহতারামা খাদীজা রহ.-এর সাথে করিয়ে দেন।

বিবাহের পরপরই এক বছরের কম সময়ের মধ্যেই নিজে নিজে কুরআনে কারীম হিফয করে ফেলেন এবং ঐ বছরই তারাবীহতেও শুনিয়ে দেন।

## সন্তানাদি

১২৭৪ হিজরীর রবীউছ ছানী মাসে প্রিয় কন্যা সাফিয়্যা খাতুনের জন্ম হয়। ১২৭৮ হিজরীর জুমাদাস ছানিয়ায় প্রিয় পুত্র হাকীম মাসউদ আহমাদ জন্মগ্রহণ করেন। ১২৮৭ হিজরীর রজব মাসে মৌলভী মাহমূদ আহমাদ জন্মগ্রহণ করেন। যিনি যৌবনকালেই ইন্তিকাল করেন।

(তালীফাতে রশীদিয়্যাহ)

## বাইআত ও খিলাফত

সায়্যিদুত তায়িফাহ, কুতুবুল আলম হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ. [ইন্তিকাল ১৩১৭ হি.] এর হাতে বাইআত হন। এরপর তো তাঁর উপরই জীবন উৎসর্গ করেন।

বাইআতের সময় দীর্ঘ অবস্থানের ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু একটানা ৪২ দিন অবস্থান হয়ে যায়। ৮ম দিন হযরত হাজী ছাহেব রহ. বললেন : "মিঞা মৌলভী রশীদ আহমাদ! আল্লাহ তা'আলা আমাকে যে নেয়ামত দিয়েছেন সেটা আমি আপনাকে দিয়ে দিলাম। আগামীতে এটাকে বাড়ানো আপনার কাজ।"

বিয়াল্লিশতম দিনে বিদায়ের সময় হযরত হাজী ছাহেব রহ. নসীহত করলেন : আপনার নিকট কেউ বাইআতের জন্য আসলে তাকে বাইআত করে নেবেন। হযরত গাঙ্গুহী রহ. আরো বলেন : আমার নিকট আবার কে দরখাস্ত করবে? হযরত হাজী ছাহেব রহ. বললেন : "যেটা বলছি সেটা করবেন"। (তালীফাতে আশরাফিয়্যাহ)

## ইমামে রাব্বানী আপন শাইখের দৃষ্টিতে

মাওলানা আব্দুল মুমিন বর্ণনাকারী। একবার জনৈক ব্যক্তি হযরত হাজী ছাহেব রহ.-এর নিকট অভিযোগ করে বলল : হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ. আলেম হওয়া সত্ত্বেও তাঁর মধ্যে সুন্দর



ব্যবহার পাওয়া যায় না!! এর প্রত্যুত্তরে হযরত হাজী ছাহেব রহ. বলেছিলেন : "মিঞা! গনীমত মনে কর যে মাওলানা লোক বসতিতে থাকেন। আমার রশীদ তো মালাকূতিয়্যতের স্তরে পৌঁছে গিয়েছিল। যদি আল্লাহ তা'আলা তাঁর মাধ্যমে মানুষের সংশোধনের কাজ না নিতেন, তাহলে আল্লাহ জানেন যে কোন পাহাড়ের চূড়ায় বসে থাকত। ইলমী খেদমত এবং অন্য একটি বড় কাজ তাঁর থেকে নেওয়া আল্লাহ পাকের মঞ্জুর ছিল এ জন্য কোমর ধরে নিচে নামানো হয়েছে এবং লোক বসতির মধ্যে তাঁকে রাখা হয়েছে।" (তালীফাতে রশীদিয়্যাহ)

এতদ্ব্যতীত যদি ঐ সব চিঠি দেখা হয় যা হযরত হাজী ছাহেব রহ. হযরত গাঙ্গুহী রহ.-এর নামে পাঠিয়েছেন এবং অনেক উঁচু উপাধিতে ভূষিত করেছেন। তাহলেও বোঝা যাবে যে, হযরত গাঙ্গুহী রহ.-এর মর্যাদা হযরত হাজী ছাহেব রহ.-এর দৃষ্টিতে কত উঁচু ছিল।

দু-একটি উদাহরণ লক্ষ্য করুন : ১। "ফকীর ইমদাদুল্লাহ উফিয়া আনহুর পক্ষ থেকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত বরকতওয়ালা স্নেহাস্পদ মৌলভী রশীদ আহমাদ ছাহেব আম্মাত ফুয়ূযুহুম এর খেদমতে"!!

২। ফকীর ইমদাদুল্লাহ উফিয়া আনহুর পক্ষ থেকে উলূমে শরীয়ত ও তরীকতের ঝর্ণাধারা আমার স্নেহের মাওলানা রশীদ আহমাদ ছাহেব মুহাদ্দিছে গাঙ্গুহী সাল্লামাহুল্লাহু তা'আলার খিদমতে"!!

(মাকাতীবে রশীদিয়্যাহ)

## খলীফা ও ছাত্রবৃন্দ

এখানে মাত্র কয়েকজন খলীফা ও শিষ্যের নাম উল্লেখ করা হচ্ছে। বিস্তারিত বিবরণ 'তাযকিরাতুর রশীদ' গ্রন্থে দেখা যেতে পারে।

খলীফাদের মধ্যে ৩১ জনের নাম 'তাযকিরাতুর রশীদে' লিপিবদ্ধ আছে।

১। হযরত মাওলানা খলীল আহমাদ ছাহেব সাহারানপুরী রহ.

২। হযরত মাওলানা মাহমূদ হাসান ছাহেব দেওবন্দী রহ.

৩। হযরত মাওলানা আব্দুর রহীম ছাহেব রায়পুরী রহ.

৪। হযরত মাওলানা সিদ্দীক আহমাদ ছাহেব রহ.

৫। মাওলানা মুহাম্মাদ রওশন খান ছাহেব রহ.

৬। হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ সিদ্দীক ছাহেব মুহাজিরে মাদানী রহ.

৭। হযরত মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ.

৮। হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক ছাহেব রহ.

৯। হযরত মাওলানা হাফেয মুহাম্মাদ সালিহ ছাহেব রহ.

১০। হযরত মাওলানা কুদরতুল্লাহ ছাহেব রহ.

**ছাত্রদের মধ্যে কয়েকজনের নাম**

১। মাওলানা হাকীম জামীলুদ্দীন ছাহেব নাগীনভী রহ.

২। মাওলানা হাকীম নাসীরুদ্দীন মিরাঠী রহ.

৩। মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল কারীম পাঞ্জাবী রহ.

৪। মাওলানা মুহাম্মাদ সিদ্দীক আহমাদ রহ.

৫। মাওলানা হামেদ হাসান দেওবন্দী রহ.

৬। মাওলানা মুহাম্মাদ হাসান ছাহেব মুরাদাবাদী রহ.

৭। মাওলানা সাদিকুল ইয়াকীন ছাহেব রহ.

৮। মাওলানা হাফেয আহমাদ ছাহেব রহ.
মুহতামিম দারুল উলূম দেওবন্দ

৯। মাওলানা হাবীবুর রহমান উছমানী রহ.

১০। মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া ছাহেব কান্ধলভী রহ. শাইখুল হাদীস যাকারিয়া রহ.-এর পিতা। প্রমুখ।

(তাযকিরাতুর রশীদ, তালীফাতে রশীদিয়্যাহ)

## বিনয় ও নম্রতা

হযরত রহ.-এর বিনয় এত বেশি ছিল যে, সাধারণ মুসলমানদের মাধ্যমে নিজের জন্য দু'আ করাতেন এবং বলতেন : "মানুষের সুধারণার কারণে নাজাতের আশা রাখি"। "من آنم کہ من دانم" অর্থাৎ "আমি জানি আমি কেমন"। বেশ কিছু চিঠিতে তিনি এভাবে লিখেছেন : "আমাকে দু'আর মধ্যে অবশ্যই শামিল রাখবে আর আল্লাহ করুন যেন তোমার ধারণা অনুযায়ী আমার সাথে আল্লাহ পাকের আচরণ হয়।"



একবার মাওলানা হাকীম মুহাম্মাদ হাসান ছাহেব নিজ কলবের অবস্থার কিছু অভিযোগ এর কথা বললেন যে, আমার তো কোনো উপকার ও প্রতিক্রিয়া অনুভূত হয় না। মনে চায় যে, এসব ছেড়ে দিই।

হযরত রহ. তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন : "মিয়া! কাজ করতে থাক, হিম্মত হারিয়ো না। চলমান কাজ ছাড়ার কথা কে বলেছে? অনেক কিছুই হচ্ছে"।

তখন ঐ হাকীম ছাহেব আরয করলেন : "হযরত! কীভাবে আমি প্রশান্তি লাভ করব যখন আমি দেখতে পাচ্ছি কলবের মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া নেই"!

ঐ সময় হযরত রহ.-এর চোখে অশ্রু চলে আসে এবং ধরা গলায় বলেন : আল্লাহর বান্দা! তোমার নিজ মুরব্বীর কথার উপর ভরসা নেই? আমাকে দেখ না, সাধারণ মুসলমানদের সুধারণার উপর বেঁচে আছি।

মানুষ হযরতের সথে যত বেশি সম্মান ও মহব্বতের আচরণ করত হযরতের বিনয় ও নম্রতা তত বেশি বেড়ে যেত। আর এভাবে দু'আ করতেন : "হে আল্লাহ! আমি কেমন তা তো আপনি জানেন। কিন্তু আমার সাথে মানুষের সুধারণা অনুযায়ী আপনি আচরণ করুন"।

## ক্ষমার গুণ

মাওলানা সিরাজ আহমাদ ছাহেব একবার চেয়েছিলেন মৌলভী আহমাদ রেযা খানের গালিগালাজের দাঁতভাঙা জবাব দেওয়ার জন্য। বিভিন্নভাবে চেষ্টা করার পরও হযরত এর অনুমতি দেননি। বরং বললেন: "এসবের উত্তর দিয়ে কী লাভ? শুধু সময় নষ্ট করা ছাড়া আর কিছু নয়। সে (তোমার) কথা মানবে এই আশা করা বৃথা।"

এমন পরিস্থিতিতে হযরতের কোনো কোনো খাদেম উত্তর লেখার আগ্রহ প্রকাশ করলে হযরত তাদের আটকে দিয়েছেন এবং বলেছেন : "মানুষ যে পরিমাণ সময় কারো সমালোচনায় ব্যয় করে ঐ সময়টুকু যদি আল্লাহ আল্লাহ করে, তাহলে কতই না উপকার হতো"।

(তাযকিরাতুর রশীদ)

গালিগালাজ ও কদর্য লেখার মাধ্যমে যে পরিমাণ কষ্ট তিনি মৌলভী আহমাদ রেযা খানের মাধ্যমে পেয়েছেন, এত কষ্ট অন্য কারো মাধ্যমে পাননি। কিন্তু আল্লাহর কসম! হযরত গাঙ্গুহী রহ.-এর মুখ থেকে সারাজীবনেও কখনো এমন কোনো কথা শোনা যায়নি, যার দ্বারা এটা জানা যায় যে, হযরত তাকে নিজের দুশমন মনে করেন।

ঐ সময় মৌলভী আহমাদ রেযা খানের কুষ্ঠরোগ হয়েছিল এবং রক্ত দূষিত হয়ে পড়েছিল। অনেকেই এটা ভেবে আনন্দিত হলো যে, হক্কানী উলামায়ে কেরামকে গালি দেওয়ার শাস্তি দুনিয়াতেই প্রকাশ পেয়ে গেল। কিন্তু যখন একজন হযরতের খেদমতে আরয করল যে, "ব্রেলভী মৌলভী কুষ্ঠরোগী হয়ে গেছে" তখন হযরত ঘাবড়ে গেলেন এবং বললেন : "মিঞা! কারো বিপদে আনন্দিত হওয়া অনুচিত। আল্লাহ ভালো জানেন কার তাকদীরে কী লেখা আছে।"

একদিন হযরত ডাক মারফত আসা পত্রসমূহ শোনার উদ্দেশ্যে বসলেন। সর্বপ্রথম পত্র যেটা পড়া হলো, সেটা ছিল বোম্বে থেকে আসা একটি কার্ড, যাতে লেখা ছিল : "মৌলভী হেদায়েত রাসূলকে জনৈকা বিবাহিতা নারীকে বিবাহ করার অপরাধে আদালত হতে গ্রেফতার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে"। কোনো কোনো শ্রোতা এ সংবাদ শুনে খুশী হলেন, যেহেতু এ লোক হযরত রহ. এর ঘোর বিরোধী ছিল। কিন্তু হযরত রহ.-এর পবিত্র যবানে সঙ্গে সঙ্গে বের হলো : ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

## মারেফতের সমুদ্র

মাওলা নগরের রঈস সায়্যিদ তাহির ছাহেব কসম খেয়ে বলেন : একদিন আমি আমার মুরশিদ হযরত মাওলানা ফযলে রহমান ছাহেব গঞ্জমুরাদাবাদী রহ.-এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। বুযুর্গানে দ্বীনের আলোচনা হচ্ছিল। ইত্যবসরে কোনো একজন হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ.-এর হালত জিজ্ঞেস করলেন। আমার খুব মনে আছে। হযরত মাওলানা ফযলে রহমান ছাহেব রহ. বলেছিলেন :



"মাওলানা রশীদ আহমাদ রহ.-এর হালত সম্পর্কে কী জিজ্ঞেস কর! উনি তো মারেফতের সমুদ্র পান করে ফেলেছেন অথচ সামান্য ঢেকুরও তোলেননি অর্থাৎ আত্মতৃপ্তিতে ভোগেননি"।

## সুন্নাতের অনুসরণ ও আত্মবিলোপের বিশেষ অবস্থা

সুন্নাতে নববীর অনুসরণ এবং শরীয়তের আনুগত্য, যা হযরতের তবিয়ত বনে গিয়েছিল এরই ফলাফল ছিল যে, দশ বছর পর উপস্থিত ব্যক্তিও হযরতকে ঐ অবস্থার উপরই দেখত যে অবস্থায় দশ বছর পূর্বে দেখেছে।

শরীয়তের অনুসরণের ক্ষেত্রে এত বেশি মযবুতি ও দৃঢ়তার এটাও ফলাফল ছিল যে, তাঁর অস্তিত্ব ও তাঁর চলাফেরা ও ওঠাবসাই সুন্নাতে নববীর আশেকদের জন্য বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ছিল।

এটাই সেই পরশ পাথর ছিল, যা দেখে বড় বড় আলেমগণ গর্দান ঝুঁকিয়ে দিয়েছেন এবং হাজার হাজার মানুষের হেদায়েত নসীব হয়েছে।

দেওবন্দের দস্তারবন্দী জলসায় আছরের নামাযের সময় মানুষের ভিড় ও মুসাফাহার আধিক্যের দরুন তাড়াহুড়া সত্ত্বেও যখন তিনি জামাআতে শরীক হলেন, তখন কিরাআত আরম্ভ হয়েছিল। সালাম ফেরানোর পর দেখা গেল যে, তাঁর উদাস চেহারায় বিষণ্ণতার গভীর ছাপ। তিনি ব্যথাভরা কণ্ঠে বলছিলেন : আফসোস! বাইশ বছর পর আজ তাকবীরে উলা ছুটে গেল! (তাযকিরাতুর রশীদ)

## ইন্তিকাল

**১৩২৩** হিজরীর **১২** বা **১৩** জুমাদাল উলার রাত্রে হুজরা মুবারকে নফল নামায আদায় করছিলেন। আল্লাহ তা'আলার নিকট মুনাজাতে মশগুল ছিলেন। ইত্যবসরে দুই আঙুলের মধ্যে কোনো বিষাক্ত প্রাণী দংশন করে। মুনাজাতে বিভোর থাকার ফলে সাময়িকভাবে অনুভূত হয়নি। কিন্তু সুবহে সাদিকের পর দুই আঙুল ও কাপড়ের মধ্যে রক্তের লাল দাগ দেখা যায়। জায়নামাযও রক্তে ভেজা ছিল। এই জখমই

মৃত্যুরোগের ভূমিকা হয়ে গেছে। কষ্ট বাড়তে থাকল। এর মধ্যে তীব্র জ্বরের হামলা হলো। অবশেষে ১৩২৩ হিজরীর জুমাদাল উখরা মুতাবিক ১৯০৫ ঈসায়ী সালের ১১ আগস্ট পবিত্র জুমু'আর দিন জুমু'আর আযানের পরপরই দুপুর সাড়ে বারোটা বাজে নিজ প্রভুর সাথে গিয়ে মিলিত হন। হযরত মোট আটাত্তর বছর সাত মাস তিন দিন হায়াত পেয়েছেন।

উত্তরসূরিদের মধ্যে ছাহেবজাদা মাওলানা হাকীম মাসউদ আহমাদ ছাহেব, নাতি সাঈদ আহমাদ বিন ছাহেবযাদা মাহমূদ আহমাদ ছাহেব মরহুম এবং ছাহেবযাদী সাফিয়্যা খাতুন ছিলেন।

রূহানী সন্তানদের সংখ্যা গণনা করা অসম্ভব। যাঁরা আজ পূর্ব হতে পশ্চিমে তথা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন।

আল্লাহ তা'আলা হযরতের উপর কিয়ামত পর্যন্ত রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করুন। আমীন।



## ফকীহ হিসেবে হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ.-এর অবস্থান এবং তাঁর সংকলিত ফাতাওয়ায়ে রশীদিয়্যাহ

–হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ.
মুফতীয়ে আযম পাকিস্তান

হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ. দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই দারুল উলূমের শূরার সদস্য। এবং দারুল উলূমের প্রতিষ্ঠাতাদের সাথে মাদরাসার কল্যাণ ও উন্নতির কাজে তিনি সব সময় উদ্যোগী ছিলেন।

১২৯৭ হিজরীতে হযরত কাসিমুল উলূম ওয়াল খাইরাত কাসেম নানূতভী রহ.-এর ইন্তিকালের পর মাদরাসার সকল দায়িত্বশীলদের নজর হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ.-এর দিকে নিবদ্ধ হয়। এবং তাঁকেই মাদরাসার প্রধান মুরব্বী বানানো হয়।

হযরত গাঙ্গুহী রহ.-এর এখানে ফতোয়ার আধিক্য ছিল। আর এখান থেকেই দারুল উলূম দেওবন্দের ফতোয়ার প্রাথমিক যুগ আরম্ভ হয়। আর ফিকহ-ফতোয়ার অধ্যায়ে ঐ যুগের পুরো জামা'আতের মধ্যে মহান আল্লাহ হযরত গাঙ্গুহী রহ.-কে বাছাই করে নিয়েছেন। ঐ যুগের সমস্ত উলামা মাশায়িখ ফতোয়ার ক্ষেত্রে হযরত গাঙ্গুহী রহ.-এর ফতোয়ার উপর আস্থা রাখতেন। আমি অধম আমার মুরশিদ হযরত হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ.-এর নিকট থেকে নিজে শুনেছি যে, হযরত কাসেম নানূতভী রহ. হযরতওয়ালা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ.-কে এ যুগের আবূ হানীফা রহ. বলে আখ্যায়িত করতেন।

আর আমার মুরশিদ হযরত হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ.-এর দৃষ্টিভঙ্গিও হযরত গাঙ্গুহী রহ.-এর ফতোয়ার ব্যাপারে এমনই ছিল।

আমার উসতাযে মুহতারাম, শাইখু মাশায়িখিল আছর, দারুল উলূম দেওবন্দের সাবেক ছদরে মুদাররিস, হযরাতুল আল্লাম মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মাদ আনওয়ার শাহ ছাহেব কাশ্মীরী রহ. বলতেন : এখন থেকে এক শতাব্দী পূর্ব পর্যন্ত এই মানের ফকীহুন নফস উলামায়ে কেরামের জামা'আতে নজরে পড়ে না।

হযরত শাহ ছাহেব রহ.-এর পবিত্র যবানে "ফকীহুন নফস" শব্দটি পরবর্তী যুগের ফকীহদের মধ্যে হয়ত 'আল বাহরুর রায়েক'-এর লেখকের ব্যাপারে শুনেছি অথবা হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ.-এর ব্যাপারে। এমনকি আল্লামা ইবনে আবিদীন শামী রহ.-এর জ্ঞান-গভীরতার স্বীকৃতি প্রদান করা সত্ত্বেও হযরত আনওয়ার শাহ ছাহেব রহ. তাঁকে "ফকীহুন নফস" বলতেন না।

যাই হোক, দারুল উলূম দেওবন্দের ফতোয়ার প্রাথমিক যুগ 'ফাতাওয়ায়ে রশীদিয়্যাহ'-এর মাধ্যমে আরম্ভ হয়। কিন্তু অত্যন্ত আফসোসের কথা যে, হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ.-এর ফতোয়ার অনুলিপি সংরক্ষণ করার কোনো ব্যবস্থাই শুরুর যুগে তো ছিল না। পরবর্তীতে সংক্ষিপ্ত এবং অসম্পূর্ণ কিছু ব্যবস্থা হলেও ঐ সব ফতোয়া প্রচার করার এবং হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ.-এর পুনরায় নজর বুলানোর সুযোগ হয়নি।

হযরতওয়ালা রহ.-এর ইন্তিকালের পর দেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রেরিত পত্রাবলিকে একত্রিত করে এ ফতোয়া সংকলন করা হয়েছে।

আর ইতোমধ্যে একটি সমস্যা এটাও দেখা দেয় যে, ১৩১৪ হিজরীতে (ইন্তিকালের ৯ বছর পূর্বে) হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ.-এর বাহ্যিক দৃষ্টিশক্তি অনবরত পানি পড়ার কারণে নষ্ট হয়ে যায়। নিজে লেখাপড়া থেকে অপারগ হয়ে গিয়েছিলেন। ঐ সময় অধিকাংশ পত্র এবং ফতোয়ার উত্তর হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া ছাহেব কান্ধলভী রহ. (শাইখুল হাদীস যাকারিয়া রহ.-এর আব্বা) লিখতেন। যার মধ্যে হযরত গাঙ্গুহী রহ. মাঝে মধ্যে কিছু কথা লেখাতেন। আবার কখনো বিষয়বস্তু বলে দিতেন যে, এ বিষয়ে লেখ। এ জন্য হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ.-এর ফতোয়ার যে পর্যায়ের নির্ভরযোগ্যতা হাসিল হওয়ার কথা ছিল, সেটার মধ্যে একটি বিশেষ সীমারেখা পর্যন্ত কমতি থেকে যায়।

'ফাতাওয়ায়ে রশীদিয়্যাহ' নামে যে তিন খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে কিছু কিছু মাসআলা এমনও আছে, যেগুলোর ব্যাপারে হযরত



গাঙ্গুহী রহ.-এর খাস শাগরেদ, মুরীদ ও খলীফাগণ হযরতওয়ালার ফাতাওয়া প্রকাশিত ফতওয়ার বিপরীত বলে ব্যক্ত করে থাকেন।

এটার কারণ সম্ভবত এই যে, "ফাতাওয়ায়ে রশীদিয়া" কিতাবে যে ফাতাওয়া ছাপা হয়েছে, সেটা হয়তো হযরত রহ.-এর প্রথম জীবনের মত ছিলো। পরবর্তীতে মত পরিবর্তন হয়েছে। পরবর্তী ও চূড়ান্ত মত সেটাই, যার কথা হযরতের খেদমতে অবস্থানকারী বড় বড় আলেমগণ ব্যক্ত করেছেন। উদাহরণস্বরূপ : দারুল হরবে (শত্রুকবলিত দেশ) সুদের ব্যাপারে 'ফাতাওয়ায়ে রশীদিয়্যাতে' ইমামে আযম আবূ হানীফা রহ.-এর প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী দারুল হরবে কাফেরদের থেকে সুদ নেওয়াকে নাজায়েয লিখেছেন। কিন্তু হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ.-এর একাধিক খলীফা এবং হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী রহ. থেকে আমি বহুবার শুনেছি যে, হযরত গাঙ্গুহী রহ.-এর ফতোয়া এ ক্ষেত্রে ছাহেবাঈন (ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ রহ.) ও অধিকাংশ ইমামের মতানুযায়ী ছিল। এবং এ কারণেই হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ. হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী রহ.-এর পুস্তিকা 'তাহযীরুল ইখওয়ান'-এর উপর স্বাক্ষর করেননি। কেননা, ঐ বিষয়বস্তুর ব্যাপারে হযরতের রহ. ভিন্ন মত ছিল।

এমনিভাবে سماع موتی বা মৃতব্যক্তি কবরে জীবিত মানুষের কথা শুনতে পায় কি না এ ব্যাপারে 'ফাতাওয়ায়ে রশীদিয়্যাহ'তে যে বিষয়বস্তু ছাপা হয়েছে, আমার উসতায ও মুরব্বী হযরত মাওলানা মুফতী আযীযুর রহমান ছাহেব রহ. (সাবেক প্রধান মুফতী, দারুল উলূম দেওবন্দ) হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ.-এর ফতোয়া এ মতের বিপরীত বলতেন।

আল্লাহ তাআলাই প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি অবগত।

সারকথা এটাই যে, দারুল উলূম দেওবন্দের প্রাথমিক যুগে ফতোয়ার আসল ভিত্তি হযরত গাঙ্গুহীই রহ. ছিলেন।

(দ্র : ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ। করাচী মুদ্রণ, পৃষ্ঠা : ৮৫, দ্বিতীয় খণ্ড, ইমদাদুল মুফতিয়্যীন)

## হযরতওয়ালা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ.-এর তাফাক্কুহের ব্যাপারে হযরত মাওলানা কাসেম নানূতভী রহ.-এর সাক্ষ্য

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী রহ. বলতেন : হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম নানূতভী রহ. বলেন : "বর্তমান যুগে যদি কেউ এই কসম খায় যে, আজ আমি কোনো ফকীহকে অবশ্যই দেখব, তাহলে সে ঐ সময় পর্যন্ত স্বীয় কসম থেকে অব্যাহতি পাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহীর রহ. সাথে সাক্ষাৎ না করবে।"

হযরত নানূতভী রহ.-এর এ কথাটির উদ্দেশ্য হলো : আমাদের এই অঞ্চলে শুধু হযরত রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ. 'ফকীহ' বলার উপযুক্ত। অন্য কেউ নয়। (মালফূযাতে হাকীমুল উম্মত রহ.)



## কুতুবুল ইরশাদ হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ. -এর মূল্যবান অসিয়্যতসমূহ

### হামদ ও সালাতের পর

এটি একটি আম (সাধারণ) অসিয়্যত। সবাই পড়বেন। অন্যকে পড়ে শোনাবেন এবং সবাই আমল করবেন।

- নিজ সন্তানসন্ততি, স্ত্রী ও সকল বন্ধুকে গুরুত্বের সঙ্গে অসিয়্যত করছি যেন তারা শরীয়তের অনুসরণকে খুব জরুরী বিষয় মনে করে শরীয়ত অনুসারে আমল করে। দুনিয়ার বদ রসম বা কুপ্রথাসমূহের পেছনে পড়া খুবই খারাপ কাজ।
- পানাহার ও খাদ্যের স্বাদের পেছনে লেগে থাকা দ্বীন-দুনিয়ার খারাবীর মূল। এর থেকে খুব সতর্ক থাকবে।
- নিজ সামর্থ্যের বাইরে গিয়ে কাজ করার পরিণতি হলো অপদস্থ হওয়া। দ্বীন-দুনিয়া উভয় জগতে এর খেসারত দিতে হবে।
- মানুষের সাথে দুর্ব্যবহার করা মহান আল্লাহর মারাত্মক অসন্তুষ্টির একটি উপলক্ষ। এমন মানুষ দুনিয়াতেও লাঞ্ছিত হয়। আর আখেরাতেও দারুণ গঞ্জনার শিকার হবে। সকলের সাথে নরম ব্যবহার অপরিহার্য।
- মন্দ কাজ অল্প হলেও মন্দ। আর ভালো কাজ অল্প হলেও ভালো।
- লৌকিকতাপূর্ণ কাজ আনন্দ-বেদনার বিদআত থেকে মুক্ত হয় না। এর থেকে খুব সাবধান থাকবেন।
- মানুষ বা আত্মীয়-স্বজনের কটাক্ষ কিংবা সমালোচনার দরূন নিজ সামর্থ্যের অতিরিক্ত কাজ করা অথবা শরীয়ত পরিপন্থী বা বিদআতী কাজ করা নির্বুদ্ধিতা। দ্বীন-দুনিয়ায় এর পরিণতি মারাত্মক।
- শরীয়ত অপচয়ের মারাত্মক নিন্দা করেছে। কুরআনে কারীমে অপচয়কারীকে শয়তানের ভাই আখ্যায়িত করা হয়েছে।
- আমার ইন্তিকাল হয়ে গেলে সামর্থ্য অনুসারে ঈসালে সাওয়াব করবেন। সামর্থ্যের অতিরিক্ত কিছু একেবারেই করবেন না। শরীয়তবিরোধী কোনো লৌকিকতার আশ্রয় নেবেন না। যা কিছু হবে সুন্নাত অনুযায়ী হবে। (তাযকিরাতুর রশীদ, খণ্ড : ২, পৃ : ৩৪১)

## ②

# হযরত মাওলানা আব্দুল কাদের রায়পুরী রহ.

(১২৯০ হিঃ – ১৩৮২ হিঃ
১৮৭৩ ইং – ১৯৬২ ইং)

### জন্ম

১৮৭৩ খৃস্টাব্দ মোতাবিক ১২৯০ হিজরীর কিছু পরে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন।

### বংশ পরিচিতি

হযরত মাওলানা আব্দুল কাদের রায়পুরী রহ. এর বংশধর প্রথমত পশ্চিম পাঞ্জাবের ক্যাম্বেলপুর জেলার তহুহা মুহাররাম খাঁ তহসিল তলাগঙ্গে বসবাস করতেন।

তিনি জন্মগতভাবে রাজপুত ছিলেন। তাঁর গোত্রের নাম ছিল জাটজীপ। এ বংশ উক্ত অঞ্চলে খুব পরিচিত ও প্রসিদ্ধ ছিল।

তিনি স্বয়ং কখনো কখনো উল্লেখ করতেন যে, তিনি হিন্দুস্তানী বংশোদ্ভূত এবং তাঁর পূর্ববর্তী বংশধরগণ দ্বীনের বিশিষ্ট বুযুর্গগণের তাবলীগী মেহনত ও প্রচেষ্টায় ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন।

### পিতৃ পরিচয়

হযরতের সম্মানিত পিতার নাম হাফেয আহমাদ (ইবনে মাওলানা মুহাম্মাদ আকরাম) তিনি কুরআনে মাজীদের তুখোড় হাফেয ছিলেন। পবিত্র কুরআন মুখস্ত ও তিলাওয়াতের প্রতি তাঁর গভীর মনোযোগ ও



আকর্ষণ ছিল। তিনি সবসময় পবিত্র কুরআন পাঠে মনোনিবেশ করতেন এবং তিলাওয়াতে ব্যস্ত থাকতেন। স্বীয় জায়গা-জমি ও ক্ষেত-খামারে যাওয়ার পূর্বে পাঁচ পারা তিলাওয়াত করে নিতেন।

তিনি পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে তারতীলের প্রতি অধিক গুরুত্ব দিতেন। ক্ষেতের চতুর্দিকে ছাত্ররা উপস্থিত থাকত। যেখানেই একটু অবসর পেতেন, সেখানেই শিক্ষার্থীদের পূর্বপাঠ শুনতেন। যতই দুর্বল ও কম মেধাবী ছাত্র হোক না কেন, তাদের পিছনে পর্যাপ্ত পরিমাণ শ্রম দিতেন।

তিনি অসংখ্য হাফেযে কুরআন তৈরী করেছেন। সুবহে সাদিকের সাথে সাথে ফজরের নামায শুরু করতেন। নামাযের মধ্যে ক্বিরাআত এতই লম্বা ও দীর্ঘ করতেন যে, আযানের পর লোকেরা ঘুম থেকে জাগ্রত হত এবং পাক-পবিত্র হয়ে নামাযের জামাআতে শরীক হত।

কুরআনে কারীম হিফয পরবর্তী সংরক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ, আয়ত্বকরণ ও স্মরণে তিনি অসাধারণ পারদর্শিতা অর্জন করেন। এজন্য বড় বড় হাফেযে কুরআন ব্যক্তিরাও তাঁর ভুল ধরতে গিয়ে নিজেরাই ভুলের শিকার হতেন।

### মুহতারামা আম্মা

হযরতের আম্মাও অত্যন্ত বুযুর্গ নারী ছিলেন। তিনি অধিক পরিমাণে যিকির ও ওয়াযীফা আদায় করতেন। বৃদ্ধ বয়সেও তিনি ইসমে যাতের যিকির ১২ হাজার বার পাঠ করতেন।

হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ. বলতেন : আমি আমার আম্মাকে বলতামঃ আম্মা! আপনি এত বন্দেগী করেন কেন? এত নীরব ও ঝামেলামুক্ত পরিবেশে থাকেন কেন? প্রতি উত্তরে তিনি বলেনঃ বেটা! এ আর কতটুকু?

১৯৩০-৩১ ঈসায়ী ১৩৪৮-৪৯ হিজরীতে এ রত্মগর্ভা রমণী ইন্তিকাল করেন।

## প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন

হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ. স্বীয় চাচা হাফেয মুহাম্মাদ ইয়াসীন ও মাওলানা কালীমুল্লাহর নিকট প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন। উভয় চাচা খেয়ূড় নামক মহল্লায় বসবাস করতেন। উক্ত মাওলানা কালীমুল্লাহ রহ. এর নিকট তিনি কুরআন মাজীদ হিফয (মুখস্থ) করেন। তখন ঢেডিয়ার নিকটবর্তী ভরত শরীফ ও ঝাউরিয়া নামক স্থানে দুটি প্রসিদ্ধ দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। উভয় মাদরাসায় তিনি মাওলানা খলীলুল্লাহ রহ. এর নিকট জ্ঞান অর্জন করেন।

মাওলানা খলীলুল্লাহ রহ. অত্যন্ত মুখলিস ও ছাহেবে নিসবত বুযুর্গ ছিলেন। তিনি একমাত্র আল্লাহ পাককে রাযী-খুশী করার জন্য বিনা বেতনে শিক্ষকতা করতেন।

পবিত্র হারামাইন শরীফাইনের সফরে মক্কা-মুকাররমা থেকে মদীনা মুনাওয়ারা পর্যন্ত পদব্রজে ভ্রমণ করেন।

## ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে দিল্লী ভ্রমণ

হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ. ১৮৯৮ খৃস্টাব্দ থেকে ১৯০২ খৃস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে ইলমে দ্বীন হাসিলের উদ্দেশ্যে দিল্লীতে গমন করেন।

দিল্লীতে অধ্যয়নকালে তিনি মাদরাসার পক্ষ থেকে সরবরাহকৃত খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করতেন না। তিনি অভ্যাস অনুযায়ী মসজিদের এক কিনারে লুকিয়ে ইবাদতে মগ্ন থাকতেন। তখন কোন কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি ভিতরে প্রবেশ করে অনেক পীড়াপীড়ি করে বাধ্যতামূলকভাবে হযরতকে কিছু খাওয়াতেন।

## স্বীয় শাইখ ও মুরশিদ হযরত মাওলানা শাহ আব্দুর রহীম ছাহেব রহ.-এর সান্নিধ্যে

কুতুবুল আলম হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ. এর অন্যতম প্রধান খলীফা হলেন হযরত মাওলানা আব্দুর রহীম রায়পুরী রহ.। হযরত মাওলানা আব্দুল কাদের রায়পুরী রহ. আফযালগড় থেকে মাওলানা আব্দুর রহীমের রহ. নিকট পত্র প্রেরণ করেন। তন্মধ্যে উল্লেখ



করেন যে, আমি বাইআত হওয়ার উদ্দেশ্যে আপনার নিকট আগমন করতে ইচ্ছুক। প্রতি উত্তরে তিনি লিখেন: "হাদীস শরীফে এসেছে اَلْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ অর্থাৎ "যার নিকট পরামর্শ চাওয়া হবে তাকে আমানতদার হতে হবে।" (তিরমিযী শরীফ ২:১০৫) আমি তোমাকে জানাচ্ছি যে, আমি তেমন কিছু নই। তোমার মধ্যে তো যথেষ্ট তলব আছে। আমার মধ্যে তাও নেই। তুমি বরং আমার শাইখ মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ. এর নিকট চলে যাও।"

আমার শাইখের এ পত্র পাঠে আমি হতবাক হয়ে পড়ি যে, ইখলাস ও আত্মবিলোপ কাকে বলে? কিন্তু আমি সিদ্ধান্ত নেই আমাকে অবশ্যই হযরত শাহ আব্দুর রহীম রায়পুরী রহ. এর আস্তিন ধরতে হবে এবং তাঁরই সান্নিধ্যে থাকতে হবে।

ফলশ্রুতিতে আমি পুনরায় শাইখের নিকট পত্র লিখি। সেখানে উল্লেখ করি যে, "আমার জানা আছে আপনি যা কিছু পেয়েছেন তা কেবল হযরত গাঙ্গুহী রহ. থেকেই পেয়েছেন। কিন্তু আমার অন্তরের প্রবল ইচ্ছা ও আকাংখা হল আমি আপনার নিকটেই বাইআত হব। আমার থাকা-খাওয়ার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার নিজের"।

আমার শাইখ হযরত মাওলানা শাহ আব্দুর রহীম রায়পুরী রহ. এ পত্র পাঠ করে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। এবং উপস্থিত মুরীদ ও ভক্তদেরকে পত্রটি দেখান। অতঃপর তিনি বলেন: "দেখো, একেই বলে 'তালিব' বা সত্যসন্ধানী"।

আলহামদুলিল্লাহ আমি ১৩২৩ হিজরী থেকে ১৩৩৭ হিজরী পর্যন্ত আমার শাইখের ইন্তিকালের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত একটানা ১৪ বছর সফরে-হযরে তথা আবাসে-প্রবাসে তাঁর সান্নিধ্যেই কাটিয়ে দেই।

## রায়পুর খানকায় অবস্থানকালে হযরতের সীমাহীন ত্যাগ স্বীকার

রায়পুর খানকায় অবস্থান কালে হযরত মাওলানা আব্দুল কাদের রায়পুরী রহ. যে কুরবানী ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন, তার দৃষ্টান্ত কেবল প্রাচীনতম পীর মাশায়িখের জীবন ও ইতিহাসেই পাওয়া যায়।

হযরত রহ. বলতেন: আমি রায়পুর পৌঁছার পর সারাদিন বাগানের মধ্যে বিচরণ করতাম এবং কোন্ গাছের পাতা ভক্ষণ করে জীবন ধারণ করব তা নিয়ে ভাবতাম। হযরত বলতেন: টানা দশটি বছর এভাবে অতিবাহিত হয়েছে যে, আমরা যারা মুরীদ ও হযরত রায়পুরী রহ. এর খানকায় অবস্থান করতাম, তাদের কপালে সারাদিনে কোন স্থান থেকে একটি মাত্র রুটি জুটেছিল। তাও আবার স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে কাঁচা ছিল।

হযরত আরো বলতেন: শুষ্ক রুটি খাওয়ার কারণে আমার পেটের মধ্যে ব্যথা অনুভূত হতে থাকে। মাঝে মাঝে গড় গড় শব্দ হত।

## হযরত মাওলানা আব্দুল কাদের রায়পুরী রহ. এর রাজনৈতিক অভিমত ও মতাদর্শ

হযরত মাওলানা আব্দুল কাদের রায়পুরী রহ. স্বীয় মুরশিদ হযরত মাওলানা শাহ আব্দুর রহীম রায়পুরী রহ. এর পদাংক অনুসরণ করতেন। হযরত আব্দুর রহীম রায়পুরী রহ. স্বীয় রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা, সংগ্রামী প্রেরণা ও ইংরেজদের সাথে শত্রুতার ক্ষেত্রে হযরত শাইখুল হিন্দের পক্ষে ছিলেন। তাই তিনি স্বীয় সুযোগ্য উত্তরসূরী হযরত আব্দুল কাদের রায়পুরী রহ. কে নসীহত করে বলেন: "তুমি শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদ হাসান দেওবন্দীর পক্ষ সমর্থন করবে। রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করবে।"

## হযরতের গুরুত্বপূর্ণ সফরসমূহ

দ্বীনী, দাওয়াতী ও ইসলাহী কাজে হযরত রায়পুরী রহ. দেশ-বিদেশের বহু অঞ্চল সফর করেন। এসব সফরের দ্বারা লক্ষ লক্ষ বনী আদম উপকৃত হন। দুনিয়ামুখী মানুষগুলো হয় আখেরাতমুখী। বাজারমুখী মানুষ হয় মসজিদমুখী। হযরতের এইসব সফরের মধ্যে ভারতের উত্তর প্রদেশ, উত্তর প্রদেশের রাজধানী লক্ষ্ণৌ, ভারতের রাজধানী দিল্লী, বেরেলী, রামপুর, সাহারানপুর ও মুরাদাবাদ এর সফরগুলো উল্লেখযোগ্য।



আর দেশের বাইরেও তিনি অনেক সফর করেন। এর মধ্যে হারামাইন শরীফাইনে একাধিকবার সফর করেন। হযরতের সর্বশেষ হজ্জের সফর ছিল শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়্যা কান্ধলভী রহ. এর মেয়ের পক্ষ থেকে বদলী হজ্জের উদ্দেশ্যে ১৩৬৯ হিজরী মোতাবিক ১৯৫০ খৃস্টাব্দে।

এ ছাড়া ১৯৪৭ ঈসায়ীতে দেশ ভাগের পর তিনি বহুবার পাকিস্তান সফর করেন। বিশেষত পবিত্র রামাযান মাস তিনি পাকিস্তানেই বেশি কাটাতেন। এ সময় দূর-দূরান্ত থেকে শত-সহস্র মানুষ পঙ্গপাল এর মত ছুটে আসত।

দেশ বিভক্তির পর হযরতের সর্বপ্রথম পাকিস্তান সফর হয় ১৩৬৮ হিজরী মোতাবিক ১৯৪৯ খৃস্টাব্দে। আর পাকিস্তানে সর্বশেষ সফর হয় ১৩৮২ হিজরী মোতাবিক ১৯৬২ খৃস্টাব্দে।

## হযরতের পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশ সফর

হযরত রায়পুরী রহ. পূর্ব পাকিস্তান তথা বর্তমান বাংলাদেশেও একবার সফর করেছিলেন। ১৯৫৩ খৃস্টাব্দে সায়্যিদ মুহাম্মাদ জামীল সাহেব পূর্ব পাকিস্তানের একাউন্টেন্ট জেনারেল ছিলেন। জামীল সাহেব হযরত ওয়ালা রায়পুরী রহ. কে আন্তরিকভাবে ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন। তিনিই হযরতকে পূর্ব পাকিস্তান সফরের আমন্ত্রণ জানান এবং বারবার পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। হযরতও তাঁর সে দাওয়াত কবূল করেন।

১৯৫৩ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে হযরত সফর আরম্ভ করেন। প্রথমে দিল্লী থেকে কলিকাতা আগমন করেন। সেখানে ২/৩ দিন অবস্থান করে উড়োজাহাজে ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে অবতরণ করেন। মাগরিব নামাযের নিকটবর্তী সময়ে জাহাজ ঢাকা পৌঁছায়। জাহাজ থেকে অবতরণ করে জামাআত এর সাথে মাগরিবের নামায আদায় করেন। অত:পর সরাসরি সায়্যিদ জামীল সাহেবের বাসভবনে চলে যান।

ঢাকাতে খান বাহাদুর হাজী শেখ রশীদ আহমাদ সাহেবের বড় ছেলে হাজী মতীন আহমাদ সাহেব বসবাস করতেন। হযরত ঢাকা সফরে এসে

তাঁকে বাইআত করেন। তিনি চট্টগ্রামে বেড়াতে যাওয়ার জন্য হযরতকে আমন্ত্রণ জানান।

## হযরতের চট্টগ্রাম সফর

হাজী মতীন সাহেবের দাওয়াত হযরত কবূল করেন। ফলে একটি ছোট প্রতিনিধি দল নিয়ে হযরত চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন।

হযরতের চট্টগ্রাম আগমনের সংবাদ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লে দলে দলে লোক ভীড় জমাতে থাকে। চট্টগ্রামে মোট তিন দিন অবস্থান করেন।

ঐতিহ্যবাহী হাটহাজারী মাদরাসার মুহতামিম বিশিষ্ট বুযুর্গ হযরত মাওলানা আব্দুল ওয়াহহাব ছাহেবের রহ. দাওয়াতে হযরত মাদরাসায় উপস্থিত হন। এ ভ্রমণ কার যোগে হয়েছিল। মাদরাসায় ২ ঘন্টা অবস্থান করেন।

অতঃপর ঐতিহাসিক পটিয়া মাদরাসায় মুফতী আযীযুল হক ছাহেব রহ. এর দাওয়াতে রেল যোগে সেখানে উপস্থিত হন। প্রায় ৩ ঘন্টা সেখানে অবস্থান করেন।

উভয় মাদরাসায় ছাত্র সংখ্যা এবং শিক্ষা ও থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা দেখে হযরত রহ. অত্যন্ত আনন্দিত হন। পূর্ব বাংলায় হযরত মোট ১৫ দিন অবস্থান করেন। এখান থেকে বিমান যোগে পাকিস্তান এবং লাহোরে প্রত্যাবর্তন করেন। ঢাকা ও চট্টগ্রামে হযরতের উপস্থিতিতে মানুষের ভীড় লেগেই থাকত।

## হযরত শাহ আব্দুল কাদের রায়পুরী রহ. এর বিনয় ও নম্রতা

শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়্যা কান্ধলভী রহ. তাঁর আত্মজীবনী “আপবীতী”তে (২: ২৬৬) বলেন: আমি এই ঘটনাও লিখিয়েছি যে, হযরত আব্দুল কাদের রায়পুরী রহ. একবার থানাভবন যান। হযরত হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. বলেন: “ আমি তো রায়পুরে হযরত আব্দুর রহীম রায়পুরী রহ. এর খেদমতে হাযির হয়েছিলাম। আপনার কথা তো মনে পড়ছে না।” প্রতি উত্তরে হযরত আব্দুল কাদের



রায়পুরী রহ. বলেন: হযরত! আমাকে আপনার কী করে মনে থাকবে? সেখানে তো আমার কোন অবস্থান ও মর্যাদাই ছিল না। এতটুকু হয়ত মনে থাকতে পারে যে, হযরত আব্দুর রহীম রায়পুরী রহ. এর কাছে পাতলা জামা ও লুঙ্গী পরিহিত একজন খাদেম বারবার আসা-যাওয়া করত। হযরত থানভী রহ. বলেন, “ হাল্কা মনে পড়ছে।” হযরত রায়পুরী রহ. বলেন: “সেই হলাম আমি।”

একবার এক ব্যক্তি থানাভবন থেকে অসন্তুষ্ট হয়ে আসে এবং হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ. এর সামনে বেআদবীর সাথে থানাভবনের কথা উঠায়। হযরত রায়পুরী রহ. বলেন: “হযরত থানভী আমারও শাইখ।” এ কথা শুনে লোকটি চুপ হয়ে যায়।

শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ. এর প্রতি হযরত রায়পুরী রহ. এর ছিল অসাধারণ ভক্তি ও ভালবাসা। যে মজলিসে হযরত মাদানীর কোন সমালোচক বা বিরোধী লোক থাকত, সেখানে হযরত আরো বেশি আবেগদীপ্ত ভঙ্গিমায় হযরত মাদানী রহ. এর গুণাবলীর আলোচনা করতেন।

হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ. তাবলীগ জামাআতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা ইলিয়াস কান্ধলভী রহ. এর বিশেষ ভক্ত ছিলেন। ‘হযরত দেহলভী’ ছাড়া অন্য কোন নামে কখনো তাঁকে উল্লেখ করতেন না। নিজের খাদেমদেরকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে হযরত দেহলভী রহ. এর খেদমতে পাঠাতেন এবং নিজেও অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে নিযামুদ্দীন মারকাযে যেতেন। কয়েকদিন সেখানে অবস্থানও করতেন।

## জীবনাবসান

১৩৮২ হিজরীর ১৪ই রবীউল আউয়াল মোতাবিক ১৯৬২ খৃস্টাব্দের ১৬ই আগস্ট বৃহস্পতিবার মহান আল্লাহর এই ওলী পাকিস্তানের লাহোরে ইন্তিকাল করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৯০ (নব্বই) বছর।

আল্লাহ পাক কিয়ামত পর্যন্ত হযরতের কবরে রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করুন। আমীন।

## দৈহিক গঠন

হযরতওয়ালা রায়পুরী রহ. এর বিশিষ্ট খলীফা হযরত মাওলানা আনোয়ারী ছাহেব রহ. হযরতের শারীরিক গঠন বর্ণনা করে লিখেন: "হযরতের দেহের উচ্চতা মধ্যম মানের ছিল। চেহারা উজ্জল ছিল। কপালের উপর তারার মত চমকাতো। দাঁত মুক্তার মত সাদা দেখাত। যখন হাসতেন তখন দারুণ সুন্দর দেখাতো। তিনি অধিকাংশ সময় খামুশ থাকতেন।

জীবনের শেষ দিনগুলোতে অধিকাংশ সময় চোখ বন্ধ রাখতেন। মনে হত যেন নীরবে পাঠ দান করছেন। চোখ বড় কিন্তু সুন্দর ছিল। যে তাঁকে দেখতো, তার অন্তর দুরু দুরু করত। তথাপি তাঁকে খুব ভালবাসত"।

## তথ্যসূত্র

**১**। সাওয়ানিহে শাইখ আব্দুল কাদের রায়পুরী বা শাইখ আব্দুল কাদের রায়পুরী রহ. এর জীবনী।

মূল: মুফাক্কিরে ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. অনুবাদ: মাওলানা শাহ আব্দুল হালীম হুসাইনী (মাকতাবাতুল আযহার)

**২**। 'আপবীতী' বা শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়্যা ছাহেব কান্ধলভী রহ. এর আত্মজীবনী। অনুবাদ : মাওলানা মুহাম্মাদ অছিউর রহমান ছাহেব (থানভী লাইব্রেরী)



৩

# হযরত মাওলানা আব্দুল গণী ফুলপুরী রহ.

(১২৯৩ হি: – ১৩৮৩ হি:
১৮৭৫ ইং – ১৯৬৩ ইং)

বিশিষ্ট খলীফা : হাকীমুল উম্মাত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত
হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.

## জন্ম ও শৈশব

হযরত মাওলানা আব্দুল গণী ফুলপুরী রহ. ১২৯৩ হিজরীতে ভারতের আযমগড়ে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি নিজ পীর ও মুরশিদ হযরত হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. থেকে তের বছরের ছোট ছিলেন। তিনি আযমগড় জেলার ছাঁউ গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। কিন্তু যেহেতু জীবনের অধিকাংশ সময় ফুলপুরে অতিবাহিত করেছেন। এ জন্য 'ফুলপুরী' নামে তিনি প্রসিদ্ধ হয়েছেন।

## প্রাথমিক শিক্ষা

তিনি প্রথমে গ্রামেরই একটি প্রাইমারী স্কুলে ভর্তি হন। ভর্তির মাত্র ২/৩ দিন পরেই তাঁর সম্মানিত দাদা তাঁর মুহতারাম আম্মাকে স্বপ্নের মধ্যে নির্দেশ দেন: "তুমি আব্দুল ওয়াহহাব [ফুলপুরী রহ.-এর আব্বা] কে বলে দাও সে যেন এই শিশুকে দ্বীনী তথা ধর্মীয় শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করে।"

তাঁর দাদা ছাহেবে নিসবত বুযুর্গ ছিলেন। মাওলানা আব্দুস সুবহান ছাহেব রহ. এর নিকট বাইআত ছিলেন। তাঁর বাইআতের সিলসিলা চারটি মাধ্যমের পরে হযরত মির্যা মাযহার জানে জানাঁ রহ. এর সঙ্গে গিয়ে মিলিত হয়।

## দ্বীনী শিক্ষা

হযরতওয়ালা ফুলপুরী রহ.-এর পিতা জনাব আব্দুল ওয়াহহাব ছাহেব তাঁর এই কলিজার টুকরার দ্বীনী শিক্ষা দীক্ষার জন্য জৌনপুরের মাওলানা আবুল খাইর রহ.-এর নিকট পাঠিয়ে দেন। যিনি হযরত সায়্যিদ আহমাদ শহীদ রহ.-এর খলীফা মাওলানা সাখাওয়াত আলী রহ. এর ছেলে ছিলেন।

হযরতওয়ালা ফুলপুরী রহ. মাওলানা আবুল খাইর মাক্কী রহ.-এর নিকটে দুই বৎসর দ্বীনী শিক্ষা অর্জন করার পর মাওলানা সায়্যিদ আমীনুদ্দীন নাসীরাবাদী রহ.-এর খেদমতে তাশরীফ নিয়ে যান।

## উচ্চতর শিক্ষা

অতঃপর জামিউল উলূম কানপুরে মিশকাত শরীফ পর্যন্ত শিক্ষা অর্জন করেন।

ইত্যবসরে একদিন হযরত হাকীমুল উম্মত থানভী রহ. কানপুর শহরে আগমন করেন। ঐ সময় থেকেই তাঁর অন্তরে হযরত থানভী রহ. এর ভক্তি ও ভালবাসা বদ্ধমূল হয়ে যায়। ফলশ্রুতিতে তিনি শিক্ষা জীবন শেষে হযরতওয়ালা থানভীর রহ. নিকটে বাইআত হওয়ার পাক্কা ইচ্ছা করেন।

হযরতওয়ালা ফুলপুরী রহ. এর যেহেতু মা'কূলাত তথা যুক্তি বিদ্যার প্রতি তীব্র আকর্ষণ ছিল, তাই তিনি রামপুরের বড় মাদরাসায় গমন করেন। যা ঐ যুগে মানতিক (যুক্তিবিদ্যা) ও ফালসাফা (দর্শন) এর প্রসিদ্ধ ও বিশেষ মারকায ছিল।

## শিক্ষক জীবন

শিক্ষা জীবন শেষে তিনি সীতাপুরের মাদরাসায়ে আরাবিয়্যায় কিছু দিনের জন্য পাঠ দানের ধারাবাহিকতা চালু করেন। এরপর জৌনপুরে আনুমানিক পাঁচ বছর পর্যন্ত সদরে মুদাররিস বা প্রধান শিক্ষক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।



## হযরত থানভী রহ. এর হাতে বাইআত

ঐ সময়েই তিনি হযরত হাকীমুল উম্মত থানভী রহ.-এর সাথে আযমগড় জেলার 'সারায়ে মীর' শহরে গমন করেন। সেখানে হযরত থানভীর রহ. বয়ান হয়। ঈদগাহ ময়দানেই ১৩৩৮ হিজরীতে তিনি হযরত থানভীর রহ. হাতে বাইআত হন।

## মাদরাসা প্রতিষ্ঠা

১৩৪৪ হিজরীতে তিনি হযরত হাকীমুল উম্মত থানভী রহ.-এর পরামর্শে ফুলপুরে 'রওযাতুল উলূম' নামে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। যার ভিত্তি হযরত থানভী রহ. নিজ পবিত্র হাতে রেখেছেন। এবং ইরশাদ করেন যে, "ফুলপুরের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এ মাদরাসার নাম 'রওযাতুল উলূম' (জ্ঞানসমূহের বাগান) রাখলাম।"

১৩৪৯ হিজরীতে হযরতওয়ালা ফুলপুরী রহ. সারায়ে মীর থানায় 'মাদরাসায়ে বাইতুল উলূম' নামে আরো একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। হযরত থানভী রহ. এ মাদরাসার অভিভাবকত্বও কবূল করেছিলেন। আর এ মাদরাসার নামও হযরত থানভীই রহ. ঠিক করেছেন। এ প্রেক্ষিতে হযরত থানভী রহ. বলেন : "সারায়ে (সরাই) এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে এ মাদরাসাটির নাম 'বাইতুল উলূম' (জ্ঞানসমূহের ঘর) বা 'দারুল উলূম' রাখতে চাই। কিন্তু 'বাইতুল উলূমে, যেহেতু নম্রতা তুলনামূলক ভাবে বেশি; এ জন্য ঐ মাদরাসাটির নাম 'বাইতুল উলূম' রাখছি ہر کجا پستی است آب آنجا رود তথা যেখানেই নিম্নভূমি আছে সেখানেই পানি যাবে। আল্লাহ তা'আলা এ প্রতিষ্ঠানকে দারুল উলূম বানিয়ে দিন।"

## হযরতের অত্যাশ্চর্য ত্যাগ

হযরত মাওলানা ফুলপুরী রহ. এ মাদরাসার সার্বিক ব্যবস্থাপনার সাথে সাথে নিজ বাসা ফুলপুর হতে পাঁচ মাইল দূরে ছোট শহর সারায়ে মীরে দৈনিক গমন করতেন। আর যদি কখনো সেখানে পূর্ণ দিন অবস্থান করার ইচ্ছা থাকত তবে বাসা হতে আটা, লবণ, ঘি ইত্যাদি নিয়ে গিয়ে আলাদা ভাবে রান্না করতেন এবং খেতেন। মাদরাসার লবণ পর্যন্ত তিনি

কখনো নেননি। শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলা কে রাযী-খুশী করার জন্য দৈনিক দশ মাইল সফর করতেন।

## হযরতের সরলতার ব্যাপারে থানভী রহ. এর ঐতিহাসিক মন্তব্য

তাঁর সরলতার ব্যাপারে স্বয়ং হযরত থানভী রহ. বলেছেন : "মৌলভী আব্দুল গণী মাশাআল্লাহ সিপাহী মানুষ, যোগ্যতাসম্পন্ন পাহলোয়ান ব্যক্তি। তার উপর ইলমী ও আমলী যোগ্যতা তো আছেই। কিন্তু তাঁর বাহ্যিক বেশভূষায় একেবারেই বুঝা যায় না যে তিনি কোন বড় ব্যক্তিত্ব! আসলে এটা হল যিকিরের প্রতিক্রিয়া। যিকির অদ্ভুত জিনিস। সমস্ত ইসলাহ বা সংশোধন এর দ্বারাই হয়ে থাকে। মৌলভী আব্দুল গণী কত সহজ সরল ভাবে চলাফেরা করেন। বুঝাই যায় না যে তিনি এত বড় আলেম!! যিকির কৃত্রিমতা কে সম্পূর্ণ উড়িয়ে দেয়। মৌলভী ঈসা ছাহেব খুব সুন্দর পোশাক পরিধান করেন। সৌন্দর্য চর্চায় সমস্যা কি? এটা তো সৌন্দর্য। আর হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে–

اَللّٰهُ جَمِيْلٌ وَيُحِبُّ الْجَمَالَ

অর্থাৎ "আল্লাহ তা'আলা নিজে সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্যকে পসন্দ করেন।" (তিরমিযী শরীফ ২:২১)

এটা ঐ সময় পর্যন্ত যতক্ষণ হাকীকত উন্মোচিত না হয়। কিন্তু যখন হাকীকত বা প্রকৃত বাস্তবতা উন্মোচিত হয়ে যায়, তখন "আল্লাহ সুন্দর ও তিনি সৌন্দর্য কে পসন্দ করেন" এর মাধ্যমে প্রমাণ পেশ করা হয়। এখন এই মৌলভী আব্দুল গণীর অবস্থা দেখুন! আচকান এবং ঘড়ি সবকিছু ভুলে গেছে। গরীবদের বেশভূষা হয়ে গেছে"।

## আল্লাহর রাস্তায় জীবন কুরবান করার অদম্য স্পৃহা

হযরতওয়ালা ফুলপুরী রহ. জীবনের শুরু হতেই আল্লাহর পথে স্বীয় জীবন কুরবান করার অদম্য স্পৃহা লালন করতেন। এই স্পৃহা তাঁকে সব সময় অস্থির করে রাখত।

এই পবিত্র চেতনার কারণেই তিনি নিজের ফুলপুরের মাদরাসায় একজন প্রসিদ্ধ উসতাযকে উল্লেখযোগ্য বেতনে দশ বছর পর্যন্ত রাখেন



এবং তাঁর কাছে লাঠি চালনা বিদ্যার নিয়ম কানূন রপ্ত করেন। একজন উসতাযের নিকট কুস্তিও শিখেছিলেন। এজন্য তাঁর শারীরিক শক্তি ছিল প্রচন্ড।

একবার হযরত হাকীমুল উম্মত থানভী রহ. তাঁর লাঠি চালনা দেখে মন্তব্য করেন : "যখন আপনি লাঠির কৌশল দেখাচ্ছিলেন, তখন আমার জোশ আসছিল।"

অন্য একবার হযরত থানভী রহ. বলেন : "আমাদের মৌলভী আব্দুল গণী হাজারো মানুষের সাথে মুকাবালা করার জন্য একাই যথেষ্ট। আর যদি আমাদের কখনো ফৌজের প্রয়োজন হয় তবে আমাদের ফৌজ তো আযমগড়েই আছে।"

## হযরতের গোস্বা

দ্বীনে ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ড হতে দেখলে তাঁর মেযাজ সাংঘাতিক বিগড়ে যেত। গোস্বার জোশে দ্বীন বিরোধীদের তুমুল সমালোচনা করতেন।

একবার জনৈক মৌলভী ছাহেব হযরত থানভী রহ.-এর নিকট তাঁর গোস্বার ব্যাপারে অভিযোগ করেন। তখন হযরত থানভী রহ. বলেন : "আমার লোকদের মধ্যে একজন গরম মানুষেরও প্রয়োজন আছে। নতুবা শত্রু আমাদেরকে খেয়ে ফেলবে।"

## পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব

তিনি নিজের কাপড় সর্বদা বাসায় ধৌত করাতেন। প্রয়োজনের খাতিরে ধোপার নিকট কখনো কাপড় দেয়া হলে পরবর্তী সময়ে এটাকে বাসায় পুনরায় ধুয়ে ব্যবহার করতেন এবং বলতেন : "আমি এ আমলের ব্যাপারে ফতোয়া দিচ্ছি না। এটা আল্লাহ তা'আলার সাথে আমার বিশেষ মু'আমালা। যখনই আমি এর বিপরীত করি তখনই যিকিরের মধ্যে আমার যবান বন্ধ হয়ে যায়। এ জন্য আমি আমার নফসের ব্যাপারে এই ইহতিমাম করি।"

## হযরত হাকীমুল উম্মতের রহ. সঙ্গে সম্পর্ক

হযরত হাকীমুল উম্মত থানভী রহ. এর নিকট তাঁর বিশেষ মর্যাদা ছিল। সামনের ঘটনাগুলোই এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

**ঘটনা নং-১** একবার হযরতওয়ালা ফুলপুরী রহ. থানাভবনে উপস্থিতির ব্যাপারে হযরত থানভী রহ.-এর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করলে হযরত থানভী রহ. লিখেন:

اے آمدنت باعث صد شادی ما

অর্থাৎ "আপনার আগমন আমার শত আনন্দের উপলক্ষ হোক"।

আরেকবার হযরত থানভী রহ. লিখলেন :

اجازت چہ معنی بلکہ اشتیاق

অর্থাৎ "আপনাকে আমি আমার এখানে আসার ব্যাপারে অনুমতি কী দিব আমি তো বরং আপনার আগমনের জন্য উম্মুখ হয়ে আছি।"

**ঘটনা নং-২** আরেকবার হযরত ফুলপুরী রহ. পূর্ব অবগতি ব্যতীত থানাভবনে হাযির হলেন। ঐ সময় হযরত হাকীমুল উম্মত রহ. শোয়া অবস্থায় ছিলেন। হযরত ফুলপুরী রহ. কে দেখে আনন্দের আতিশয্যে কয়েক কদম অগ্রসর হয়ে তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন–

نعمت غیر مترقبہ

অর্থাৎ "অপ্রত্যাশিত নেয়ামত"।

আরেকবার উপস্থিতির অনুমতির প্রেক্ষিতে বললেন :

بیا بیا وفرود آ کہ خانہ خانہ تست

অর্থাৎ "আসুন আসুন এ ঘর তো আপনারই ঘর"।

**ঘটনা নং-৩** একবার হযরত শাইখুল হিন্দ মাহমূদ হাসান রহ. হযরত হাকীমুল উম্মতের রহ. নিকট পত্র লিখলেন : "দারুল উলূম দেওবন্দে পড়ানোর জন্য একজন মানুষ পাঠিয়ে দিন।" এর পরিপ্রেক্ষিতে হযরত থানভী রহ. হযরত ফুলপুরী রহ. কে জিজ্ঞেস করলেন: আমি আপনাকে দেওবন্দ মাদরাসার জন্য নির্বাচিত করে পাঠাতে চাই। আপনার কত টাকা বেতন হলে ভাল হয়? প্রতিউত্তরে হযরত ফুলপুরী রহ. আরয করলেন : হযরত! চনাবুট চাবিয়ে পড়াব। এর উপর হযরত থানভী রহ. লিখলেন : "আমারও দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে আপনি এমনটিই করবেন"।



**ঘটনা নং-৪** একবার হযরত থানভী রহ. কোন একটি মজলিসে অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিষয় বয়ান করলেন। অতঃপর জিজ্ঞেস করলেন : আজকের বিষয়বস্তু কে লিখেছেন? হযরত খাজা আযীযুল হাসান রহ. উত্তর দিলেন : হযরত ফুলপুরী রহ. লিপিবদ্ধ করেছেন। তখন হযরত হাকীমুল উম্মত রহ. বললেন :

ہاں حق بہ حق دار رسد

অর্থাৎ "হ্যাঁ পাওনা পাওনাদারের নিকটেই পৌঁছেছে।"

আরেকবার হযরত থানভী রহ. বললেন : আমি কোন ভণিতা ছাড়া বলছি : "আযমগড় ওয়ালাদের সাথে আমার খাস মহব্বত আছে। মৌলভী আব্দুল গণী আসার দ্বারা আমার মধ্যে এক খাস কাইফিয়্যাত বা বিশেষ অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে"।

## রচনাবলী

**১. উসূলুল উসূল বা মারিফাতে ইলাহিয়্যাহ :** এ কিতাবটি তিনি হযরত হাকীমুল উম্মত রহ.-এর নির্দেশে ১৩৪৯ হিজরীতে লিখেছেন। যার মধ্যে হযরত থানভী রহ.-এর অমূল্য ফুয়ূয ও আধ্যাত্মিক চিকিৎসা ব্যবস্থাপনাসমূহ পুস্তিকার আকৃতিতে একত্রিত করে দিয়েছেন।

হযরত থানভী রহ. এ কিতাবটিকে থানাভবনে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছিলেন এবং হযরত ফুলপুরীকে এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ লেখার নির্দেশ দিয়ে সেটার নামও ঠিক করে দেন 'হুসূলুল উসূল'।

**২. মায়িয়্যাতে ইলাহিয়্যাহ :** এ কিতাবে বলা হয়েছে যে, মহান আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য শুধু যিকির-ফিকির আর ইলম ও কিতাব দর্শন যথেষ্ট নয় বরং এর জন্য আল্লাহওয়ালা বুযুর্গের সাহচর্যও জরুরী। ১৩৮০ হিজরীতে কিতাবটি করাচীতে প্রকাশিত হয়।

**৩. সিরাতে মুসতাকীম :** আল্লাহ তা'আলার পরিচয় ও ভালবাসার উপর একটি ইলহামী কিতাব।

**৪. 'মালফূযাত'** বা তাঁর বিভিন্ন মজলিসের বাণীসমূহের সংকলন। যেগুলাকে তিনি অক্ষরে অক্ষরে সংশোধনের উদ্দেশ্যে শ্রবণ করেছেন।

যা সংকলন করেছেন তাঁর বিশিষ্ট খলীফা হযরত মাওলানা শাহ হাকীম মুহাম্মাদ আখতার ছাহেব রহ.

**৫. বারাহীনে কাতি'আহ :** এই কিতাবে ওয়াহদানিয়্যাত বা মহান আল্লাহর একত্ববাদ, রিসালাত এবং কিয়ামত সম্পর্কীয় জ্ঞানগর্ভ আলোচনা আছে।

## হযরতওয়ালা ফুলপুরী রহ. এর খলীফাগণের নামের তালিকা

১. মৌলভী নুসরাত আলী ছাহেব রহ. মুদাররিস মাদরাসায়ে কানযুল উলূম ফয়যাবাদ ইউ পি।

২. হযরত মাওলানা মুফতী রশীদ আহমাদ ছাহেব রহ.। (বিশ্বখ্যাত ফাতাওয়াগ্রন্থ আহসানুল ফাতাওয়ার সংকলক।) মুহতামিম ও মুফতী দারুল ইফতা ওয়াল ইরশাদ নাযেমাবাদ করাচী।

৩. হাফেয আব্দুল ওলী ছাহেব বাহরাইচী রহ.

৪. হাফেয আব্দুর রহমান নেপালী রহ.

৫. হাফেয মুহাম্মাদ নাযীর ছাহেব আযমগড়ী রহ.

৬. আব্দুল হাফিয ছাহেব লক্ষীমপুরী রহ. ইউ পি

৭. মৌলভী সাইয়্যেদ বিশারাত আলী ছাহেব রহ.। নায়েবে নাযেম মজলিসে দাওয়াতুল হক হারদূঈ ইউ পি ভারত।

৮. আরেফবিল্লাহ হযরত মাওলানা শাহ হাকীম মুহাম্মাদ আখতার ছাহেব রহ. করাচী-পাকিস্তান।



## ইন্তিকাল

১৩৮৩ হিজরীর ২১ রবীউল আউয়াল মোতাবেক ১৯৬৩ খ্রীস্টাব্দের ১২ই আগস্ট সোমবার থানভী বাগানের অন্যতম ফুল হযরত মাওলানা আব্দুল গণী ফুলপুরী রহ. ইন্তিকাল করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল হিজরী বর্ষ হিসেবে ৯০ (নব্বই) বছর।

হযরত হাকীমুল উম্মত থানভীর রহ. বিশিষ্ট খলীফা, ফুলপুরী রহ.-এর অন্তরঙ্গ বন্ধু জনাব ডাক্তার আব্দুল হাই আরেফী রহ. তাঁর জানাযার নামায পড়ান।

করাচীর পাপোশনগর কবরস্থানে তিনি চিরনিদ্রায় আরাম করছেন।

আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর কবরে রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করুন। আমীন।

## তথ্যসূত্র

১. বাযমে আশরাফ কে চেরাগ পৃঃ ১০৪ হতে ১০৭ পর্যন্ত।
লেখক : হযরত প্রফেসর আহমাদ সাঈদ ছাহেব রহ.

২. মারিফাতে ইলাহিয়্যাহ
হযরত মাওলানা শাহ হাকীম মুহাম্মাদ আখতার ছাহেব রহ. কর্তৃক লিখিত ফুলপুরী রহ. এর সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য। পৃঃ ২১ হতে ৬৬ পর্যন্ত।

④

# হযরত মাওলানা মুহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী হুযূর রহ.

(১৩১৩-১৪০৭ হিঃ
১৮৯৩-১৯৮৭ ইং)

## জন্ম ও বংশ পরিচয়

আলেমকুল শিরোমণি, ওলীয়ে কামেল, সময়ের শ্রেষ্ঠ বুযুর্গ, হযরত মাওলানা মুহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী হুযূর রহ. হিজরী ১৩১৩ মুতাবিক ১৮৯৩ ইং সনে বাংলাদেশের নোয়াখালী জেলার রায়পুর থানার অন্তর্গত লুধুয়া গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত ধার্মিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁর আব্বার নাম হযরত মুন্সী ইদরীস ছাহেব রহ.। দাদার নাম মাওলানা আকরামুদ্দীন মিয়াজী রহ.। হযরতের দাদা ছিলেন বালাকোটের শহীদ সৈয়দ আহমাদ বেরেলভী রহ. এর অন্যতম খলীফা হযরত ইমামুদ্দীন রহ. এর বিশিষ্ট খলীফা।

হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ. এর মাতা ছিলেন একজন বিখ্যাত আবিদা ও তাপসী নারী। এই নারী নামাযের সময় সেজদাবস্থায় ইন্তিকাল করেন। মোটকথা, পিতার বংশ ও মাতার বংশ উভয় দিক দিয়েই হাফেজ্জী হুযূর রহ. দ্বীনদার অভিজাত বংশের মানুষ ছিলেন।

## বাল্যশিক্ষা

শৈশবে হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ. নিজের একমাত্র চাচা প্রখ্যাত আলেম মাওলানা ইউনুস ছাহেবের নিকট বিসমিল্লাহর সবক গ্রহণ



করেন। হাফেজ্জী হুযূর রহ. সম্পর্কে তাঁর এই চাচার মন্তব্য হল : "আল্লাহ পাক আমার ভাইকে একটি চাঁদ দান করেছেন"।

এই সময় হাফেজ্জী হুযূর রহ. ঈশ্বরচন্দ্র পন্ডিত নামক জনৈক হিন্দু শিক্ষকের নিকট পাঠশালায় গিয়ে বাংলা পাঠ আরম্ভ করেন। বালক হাফেজ্জী সম্পর্কে পন্ডিত মহাশয়ের মন্তব্য ছিল : "এই ছেলে বেঁচে থাকলে একজন মহাপুরুষ হবে"।

## হযরত হাফেজ্জী হুযূরের বিশিষ্ট উস্তাযবৃন্দ

**স্থানীয় উস্তাযবৃন্দ :**

১। হযরত মাওলানা উসমান গণী ছাহেব রহ.

২। হযরত মাওলানা আব্দুর রহমান ছাহেব রহ.

**পানিপথের উস্তাযবৃন্দ :**

১। হযরত কারী আব্দুস সালাম ছাহেব রহ.

২। হযরত হাফেয ক্বারী আখলাক হুসাইন ছাহেব

৩। হযরত ক্বারী মুহিউল ইসলাম ছাহেব রহ.

৪। হযরত ক্বারী সদরুদ্দীন ছাহেব রহ.

**সাহারানপুরের উস্তাযবৃন্দ :**

১। হযরত মাওলানা এনায়েত ইলাহী ছাহেব

২। হযরত মাওলানা আব্দুর রহমান কামেলপুরী

৩। হযরত মাওলানা আব্দুল লতীফ ছাহেব রহ.

৪। হযরত মাওলানা আসআদুল্লাহ ছাহেব রহ. (নাযেম ছাহেব)

৫। হযরত মাওলানা ক্বারী আব্দুল মালেক ছাহেব প্রমুখ।

**দারুল উলূম দেওবন্দের উস্তাযবৃন্দ :**

১। যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ.

২। শাইখুল ইসলাম ক্বারী মুহাম্মাদ তৈয়ব ছাহেব রহ.

৩। হযরত মাওলানা রাসূল খান ছাহেব রহ.

৪। হযরত মাওলানা বদরে আলম মিরাঠী রহ.

৫। হযরত মাওলানা এযায আলী ছাহেব রহ.

৬। হযরত মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ. প্রমুখ।

শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া ছাহেব রহ. এর নিকট হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ. যদিও কোন কিতাব পড়েননি, কিন্তু তবুও হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ. তাঁকে নিজের উসতাযের মতই সম্মান ও শ্রদ্ধা করতেন।

## জীবনের গতিপথ পরিবর্তনকারী একটি ঘটনা

ছোট্ট বয়সে হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ. একবার বাইতুল খালায় গেলে ময়লা ঢিলা কুলুখের সঙ্গে এক খন্ড কাগজ দেখতে পেলেন। তাতে লেখা ছিল 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম"। সঙ্গে সঙ্গে হুযূরের সমস্ত শরীর শিউরে উঠল। তিনি কাল বিলম্ব না করে ঐ কাগজটি উঠিয়ে ধুয়ে মুছে পরিস্কার করে সেটাতে আতর মেখে নিজ হেফাজতে রেখে দিলেন। এই ছোট্ট ঘটনাটি কিশোর মুহাম্মাদুল্লাহর যিন্দেগীর মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল।

তিনি মনে মনে কঠিন সিদ্ধান্ত নিলেন। কুরআন শিক্ষার জন্য যত কষ্টই হোক তিনি করতে প্রস্তুত। যেই ভাবা সেই কাজ। এরপর হল শুধু ইতিহাস আর ইতিহাস। সেই ভারতের হরিয়ানা রাজ্যের পানিপথ যাত্রা। প্রথম মঞ্জিল চাঁদপুর। অতঃপর বরিশাল ও খুলনা হয়ে যশোর উপস্থিতি। এরপর পাগলা কুকুরের কামড়ে আক্রান্ত হওয়া। সুদূর ভারতের কাছুর হাসপাতালে ভর্তি। ইরানী ডাক্তারের বদান্যতা। সুস্থ হয়ে পানিপথ উপস্থিতি। হিফয সম্পন্ন করণ।

## মাযাহিরুল উলূম মাদরাসায় ভর্তি

পানিপথ মাদরাসা হতে অত্যন্ত সফলতার সাথে হিফযুল কুরআন শেষ করার পর হাফেজ্জী হুযূর রহ. ঐ সময় হিন্দুস্তানের বিখ্যাত দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সাহারানপুর মাযাহিরুল উলূম মাদরাসায় গিয়ে ভর্তি হন।



সেখানে তিনি কুরআন, হাদীস, ফিক্‌হ, তাফসীর, যুক্তিবিদ্যা, তর্কশাস্ত্র, ইত্যাদি বিষয়ে অত্যন্ত সাফল্যজনকভাবে পড়াশোনা করেন এবং এই প্রতিষ্ঠান থেকেই মাদরাসা শিক্ষার সর্বোচ্চ শ্রেণী দাওরায়ে হাদীস পাস করেন।

## হিন্দুস্তান হতে দেশে প্রত্যাবর্তন

লেখাপড়ার উদ্দেশ্যে হিন্দুস্তান যাওয়ার পর হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ. সেখানে মোট ১১ বছর ৬ মাস অবস্থান করেন। ৩ বছর পানিপথে, সেখান থেকে মাযাহিরুল উলূম সাহারানপুরে ৭ বৎসর অবস্থান করে দাওরায়ে হাদীস পাস করে উচ্চতর শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে আযহারে হিন্দ মাদারে ইলমী দারুল উলূম দেওবন্দে গমন করেন। সেখানে তিনি একাধিক বিষয়ের উপর উচ্চতর পড়াশোনায় এক বছর ব্যয় করেন। এটা ১৯১৮ ঈসায়ী বর্ষের কথা। দেওবন্দ মাদরাসা হতে উচ্চতর ডিগ্রী লাভের পর তিনি আধ্যাত্মিক সাধনার উদ্দেশ্যে হাকীমুল উম্মাত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. এর খেদমতে চলে যান এবং সেখানে টানা ৬ মাস থাকার পর দেশে ফিরে আসেন। এই হল ১১ বছর ৬ মাসের বিবরণী।

## হাফেজ্জী হুযূর রহ. সম্পর্কে হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. এর মন্তব্য ও ভবিষ্যদ্বাণী

হাকীমুল উম্মাত হযরত থানভী রহ. এর বিশিষ্ট মুরীদ ও খাদেম মাওলানা আব্দুল আযীয ছাহেব রহ. একবার হযরত থানভী রহ. কে জিজ্ঞেস করলেন: হযরত! আপনার ইন্তিকালের পর আমরা কার নিকট যাব? উত্তরে হযরত হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ. এর প্রতি দিক নির্দেশনা প্রদান করে বলেছিলেন: "আমার মুজায ও খলীফাদের মধ্যে সব থেকে স্বল্পবাক স্বল্পাহারী এবং অধিক ইবাদতগুযার মৌলভী মুহাম্মাদুল্লাহর মত আর কেউ নেই"।

আরেকবার হযরত হাকীমুল উম্মাত রহ. স্বীয় কাশফ বা অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে অবগত হয়ে হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ. এর দিকে ইঙ্গিত করে

উপস্থিত লোকদেরকে বললেন : "আল্লাহ তাআলা এর মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজ সমাধা করাবেন"।

সম্ভবত: খেলাফত আন্দোলনের মাধ্যমে অর্জিত অবিস্মরণীয় অবদানের প্রতিই হযরত হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. এর ইশারা ছিল।

## হাফেজ্জী হুযূর নামকরণের কারণ

হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ. এর নাম ছিল 'মাওলানা মুহাম্মাদুল্লাহ'। কিন্তু আওয়াম খাওয়াস তথা সর্বশ্রেণীর মানুষের নিকট তিনি 'হাফেজ্জী হুযূর' নামেই পরিচিত ছিলেন। তাঁর এই উপাধিটি এতই প্রসিদ্ধ হয়েছিল যে, তাঁর মূল নামটিই চাপা পড়ে যায়। এই উপাধিটির কারণ সম্পর্কে হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ. কে প্রশ্ন করা হলে উত্তরে তিনি বলেছিলেন: একদিন মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (ছদর ছাহেব হুযূর রহ.) উপস্থিত সকলকে ডেকে বললেন : তোমরা সবাই ওনাকে হাফেজ্জী-হাফেজ্জী বলে ডাক, এই নামটা আমার নিকট কেমন উদাম উদাম লাগে। তোমরা বরং 'হাফেজ্জী' নামের সঙ্গে 'হুযূর' যুক্ত করে "হাফেজ্জী হুযূর" বলে ডাকবে। সেই থেকেই সবাই আমাকে "হাফেজ্জী হুযূর" বলে ডাকা শুরু করল। এই হল "হাফেজ্জী হুযূর" নামকরণের ইতিহাস।

## দ্বীনী মাদরাসা প্রতিষ্ঠা

হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ. তাঁর অপর দুই মুখলিস সঙ্গী জনাব শামসুল হক ফরিদপুরী ছদর ছাহেব হুযূর (রহ.) ও মাওলানা আব্দুল ওয়াহহাব পীরজী হুযূর রহ. কে সঙ্গে নিয়ে হিন্দুস্তান থেকে দেশে ফিরে ঢাকা ও ঢাকার বাইরে একাধিক দ্বীনী মাদরাসা ক্বায়িম করেন। যেসব মাদরাসায় আজ অজস্র তালিবে ইলম ইলমে দ্বীনের শারাবান তাহুরা পান করছে।

## কয়েকটি মাদরাসার নাম

১। বাগেরহাট জেলার কচুয়া থানাস্থ গজালিয়া গ্রামে তাঁরা তিন বন্ধু একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন।



২। ঐতিহ্যবাহী বড়কাটারা আশরাফুল উলূম হুসাইনিয়া মাদরাসা।
স্থাপিত ১৩৫১ হিঃ।

বিখ্যাত দানশীল ব্যক্তি হাফেয মুহাম্মাদ হুসাইন ছাহেব রহ. এর নিজস্ব জায়গায় মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠিত বলে এর নামে "হুসাইনিয়া" যুক্ত করা হয়।

৩। লালবাগ জামি'আ কুরআনিয়া আরাবিয়া।
প্রতিষ্ঠা ১৩৭০ হি: মুতাবিক ১৯৫০ ইং।

অল্প সময়েই এই মাদরাসার তালীম তারবিয়্যত তথা শিক্ষা-দীক্ষার সুনাম সুখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। জামি'আ কুরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগ মাদরাসা বর্তমানে উপমহাদেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় একটি কওমী মাদরাসা। আজ পর্যন্ত হাজার হাজার ছাত্র এখান থেকে দ্বীনী শিক্ষা লাভ করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। এবং অত্যন্ত সুচারুভাবে ধর্মীয় দায়িত্ব আঞ্জাম দিচ্ছেন।

৪। জামি'আ আরাবিয়া ইমদাদুল উলূম ফরিদাবাদ মাদরাসা।
প্রতিষ্ঠা ১৩৭৫ হি: মুতাবিক ১৯৫৬ ইং

হযরত হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. এর শাইখ হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ. এর নামানুসারে এই মাদরাসার নাম রাখা হয় "ইমদাদুল উলূম"। বর্তমানে এ মাদরাসাটি ঢাকার অন্যতম সেরা মাদরাসা। দাওরায়ে হাদীস জামাতেই সহস্রাধিক তালিবে ইলম হাদীসের সুধা পান করছে।

৫। জামি'আ নূরিয়া কামরাঙ্গীর চর (আশরাফাবাদ) মাদরাসা।
প্রতিষ্ঠাকাল : ১৩৮৫ হিঃ

হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ. এর শাইখ মিয়াজী নূর মুহাম্মাদ ঝিনঝানভী রহ. এর নামানুসারে এই মাদরাসার নাম রাখা হয় জামি'আ নূরিয়া।

এই মাদরাসা হল হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ. এর প্রাণের মাদরাসা। তাঁর বৃদ্ধ বয়সের চোখের পানির ফসল হল এই মাদরাসা। বর্তমানে

এ মাদরাসাটিও ঢাকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাদরাসা। নবীন-প্রবীণের সমন্বয়ে একঝাঁক দক্ষ শিক্ষক এখানে দরস ও তাদরীসের খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। এর বাইরেও হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ. সারা দেশে অসংখ্য মকতব, হিফযখানা ও মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা মুরব্বী ছিলেন।

## হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ. এর কয়েকজন বিশিষ্ট ছাত্র

১। হযরত মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ ছাহেব রহ. সাবেক মুহতামিম জামি'আ কুরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগ ঢাকা।

২। হযরত মাওলানা আজিজুল হক ছাহেব রহ. সাবেক শাইখুল হাদীস লালবাগ মাদরাসা ও জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।

৩। হযরত মাওলানা সৈয়দ ফজলুল কারীম রহ. পীর ছাহেব চরমোনাই, বরিশাল।

৪। হযরত মাওলানা আব্দুল মাজিদ ছাহেব ঢাকুবী হুযূর রহ. প্রবীণ মুহাদ্দিস লালবাগ মাদরাসা।

৫। হযরত মাওলানা ছালাহুদ্দীন ছাহেব রহ. সাবেক মুহাদ্দিস জামিয়া মাদানিয়া যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

৬। হযরত মাওলানা আমিনুল ইসলাম ছাহেব রহ. সাবেক খতীব লালবাগ শাহী মসজিদ, ঢাকা।

৭। হযরত মাওলানা আলী আসগার ছাহেব রহ. সাবেক প্রবীণ মুহাদ্দিস জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা।

৮। হযরত মাওলানা আব্দুল হাই পাহাড়পুরী রহ. সাবেক শাইখুল হাদীস জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।

৯। হযরত মাওলানা মুফতী মনসূরুল হক ছাহেব দা. বা. প্রধান মুফতী ও শাইখুল হাদীস, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।

১০। হযরত মাওলানা হিফযুর রহমান ছাহেব দা. বা. মুহতামিম ও প্রবীণ মুহাদ্দিস, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।



১১। হযরত মাওলানা আব্দুল্লাহ ছাহেব রহ. সাবেক মুহতামিম আজিমপুর ফাইযুল উলূম মাদরাসা।

১২। হযরত মাওলানা মুফতী উবাইদুল্লাহ ছাহেব মুফতী ও মুহাদ্দিস, জামি'আ আরাবিয়া ফরিদাবাদ, ঢাকা।

১৩। হযরত মাওলানা ইসমাঈল বরিশালী প্রবীণ মুহাদ্দিস নূরিয়া মাদরাসা, ঢাকা।

১৪। শাইখুল হাদীস মুফতী ফজলুল হক আমীনী ছাহেব রহ. সাবেক মুহতামিম লালবাগ মাদরাসা, ঢাকা।

১৫। হযরত মাওলানা মুফতী মুহিউদ্দীন ছাহেব রহ. প্রাক্তন শাইখুল হাদীস ও প্রধান মুফতী বড় কাটারা মাদরাসা, ঢাকা, প্রমুখ।

## হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ. এর কয়েকজন বিশিষ্ট খলীফা

১। হযরত মাওলানা সাইয়েদ আহমাদ ছাহেব রহ. নোয়াখালী।

২। হযরত মাওলানা ফাইযুর রহমান ছাহেব রহ. পেশ ইমাম, বড় মসজিদ মোমেনশাহী

৩। হযরত মাওলানা মুমিনুল্লাহ ছাহেব রহ. লক্ষীপুর

৪। হযরত মাওলানা নূরুল হক আজমী (জ্বিন হুযূর)

৫। হযরত মাওলানা আখতারুয যামান ছাহেব পাহাড়পুর, কুমিল্লা,

৬। জনাব হযরত প্রফেসর হামীদুর রহমান ছাহেব দা.বা. সাবেক সহকারী অধ্যাপক বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা। (অধম লেখকের আপন বড় চাচা)

৭। হযরত মাওলানা আইউব ছাহেব রহ. সাবেক পেশ ইমাম গ্রীণ রোড ষ্টাফ কোয়ার্টার জামে মসজিদ, ঢাকা।

৮। হযরত মাওলানা ইরশাদ আলী ছাহেব রহ. মাছনা মাদরাসা যশোর।

৯। হযরত মাওলানা ক্বারী বিলায়েত হুসাইন ছাহেব রহ. মুহতামিম নূরানী মাদরাসা মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।

১০। হযরত মাওলানা আব্দুল ওয়াহহাব ছাহেব রহ. প্রতিষ্ঠাতা নাদিয়াতুল কুরআন, ভাদুঘর, শহীদবাড়ীয়া।

১১। আলহাজ্ব মৌলভী আব্দুর রশীদ ছাহেব রহ. সিরাজগঞ্জ।

১২। হযরত মাওলানা আব্দুল হাই ছাহেব পাহাড়পুরী রহ. (ছোট জামাতা, হাফেজ্জী হুযূর রহ.)

১৩। হযরত মাওলানা উবাইদুল হক ছাহেব রহ. সাবেক খতীব বাইতুল মুকাররাম জাতীয় মসজিদ।

১৪। হযরত ক্বারী আহমাদুল্লাহ আশরাফ ছাহেব রহ. বড় ছাহেবজাদা হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ.

১৫। হযরত মাওলানা আব্দুল হক ছাহেব দা. বা. মুহাদ্দিস ও ইমাম মোমেনশাহী বড় মসজিদ।

## হাফেজ্জী হুযূর রহ. এর ইবাদত-বন্দেগী

**যিকির :** পীরে কামিল, যুগশ্রেষ্ঠ বুযুর্গ হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ. এর প্রিয় ইবাদত ছিল আল্লাহর যিকির। তিনি সব সময় যিকিরে নিমগ্ন থাকতেন। এমনকি তিনি ঘুমের মধ্যেও যিকির করতেন।

**কুরআন তিলাওয়াত :** পবিত্র কুরআনের সাথে ছিল হযরতের সুগভীর সম্পর্ক। তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় প্রতিদিন দশ পারা করে তিলাওয়াত করতেন।

**নামায :** নামাযের সঙ্গে ছিল হযরত হাফেজ্জী হুযূরের রহ. আত্মার বন্ধন। এটা একমাত্র যাঁরা হুযূরকে নিকট থেকে দেখেছেন তাঁরাই বলতে পারেন। সফরে-হযরে তথা প্রবাসে-আবাসে সময় পেলেই তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন। বৃদ্ধ বয়সে দুর্বল শরীরে তিনি কেমন করে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে নফল নামায আদায় করতেন তা আল্লাহই ভাল জানেন।

**হজ্ব :** হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ. জীবনে প্রায় ৪০ বারের বেশি হজ্ব করেছেন। হজ্বের সফরেই তিনি সর্বাধিক ইবাদতে নিমগ্ন থাকতেন। হজ্বের সফরে যে তিনি কী পরিমাণ ইবাদত বন্দেগী করতেন তা চোখে



না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। আরাফার মাঠে প্রচন্ড রৌদ্রের মধ্যে চোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থেকে দীর্ঘ মুনাজাত। এসব দৃশ্য যারা স্বচক্ষে দেখেছেন, তারা যেন আরবের মাটিতে অন্য এক হাফেজ্জীর সাক্ষাত পেয়েছেন।

## হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ. এর কতিপয় অনুপম স্বভাব-বৈশিষ্ট্য

**বিনয় :** হযরত অত্যন্ত বিনয়ী মানুষ ছিলেন। বিনয় ছিল তাঁর চরিত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। সারাজীবনে তাঁর কোন আচরণে অহংকার প্রকাশ পায়নি। হাকীমুল উম্মাত হযরত থানভী রহ. হাফেজ্জী হুযূর রহ. কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন : "আলহামদুলিল্লাহ : তোমার অন্তর থেকে অহংকার দূর হয়ে গেছে"।

হাফেজ্জী হুযূর রহ. কী পরিমাণ বিনয়ী ছিলেন তা বুঝার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, তিনি স্বীয় ছাত্র মুহাদ্দিস মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ ছাহেব রহ. এর দরসে মাঝে মাঝে ছাত্রদের কাতারে গিয়ে বসে পড়তেন। এমনকি অনেক সময় সবক পড়ানোর সময় কোন স্থানে খটকা লাগলে সরাসরি মুহাদ্দিস ছাহেব রহ. এর কাছে গিয়ে সমাধান করে ছাত্রদেরকে বলে দিতেন। আল্লাহু আকবার! কী পরিমাণ বিনয়ী হলে একজন মানুষ এমনটি করতে পারেন।

**পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা :** হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ. সব সময় খুব পরিচ্ছন্ন থাকতেন। প্রায় প্রতিদিনই গোসল করতেন এবং গোসলের সময় সাবান ব্যবহার করতেন। প্রতিদিন উযূর পূর্বে মিসওয়াক করতেন। তাঁর মুখ থেকে কখনোই দুর্গন্ধ আসত না। তিনি স্বীয় বিছানা, বসার স্থান, জায়নামায, ইবাদতখানা, বসতঘর, ইস্তিঞ্জাখানা ইত্যাদির পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে অত্যন্ত যত্নশীল ছিলেন।

**চলাফেরা :** হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ. এর চলার ধরনটি ছিল খুব সুন্দর। হাঁটা অবস্থায় তাঁকে দেখলে মনে হত যেন গভীর মনোযোগ ও সতর্কতার সাথে তিনি জমিনের উপর পা ফেলছেন। হুযূর সামনের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে হাঁটতেন। সব সময় পথের ডান দিক

দিয়ে চলতেন। পথ চলার সময় অপ্রয়োজনে ডানে-বামে তাকাতেন না। বরং দৃষ্টি নিচের দিকে রেখে যিকিরে ফিকিরে চলতেন।

হযরত পথ অতিক্রম করার সময় আশপাশের লোকেরা সবাই হযরতকে সালাম দিতে থাকত। অনবরত সালামের জবাব দিতেই হযরতকে ব্যস্ত থাকতে হত।

**কথা বলার ধরন :** হুযূর খুব নরম স্বরে কথা বলতেন। প্রতিটি কথায় থাকত আন্তরিকতার ছাপ। কথা বলতেন খুব কম। আর প্রয়োজনের কথাটিও অত্যন্ত সংক্ষেপে বলে যিকিরে মগ্ন হয়ে যেতেন।

হুযূর সাধারণত সরাসরি কাউকে নির্দেশ দিতেন না। যেমন 'আমাকে পানি দাও' এভাবে না বলে বলতেন, 'আমার পানির পিপাসা পেয়েছে'। অনুরূপভাবে অন্যান্য ক্ষেত্রেও আদেশসূচক কথা না বলে কথাটাকে অন্যভাবে ঘুরিয়ে বলতেন।

এর পাশাপাশি ছোট শিশুদের প্রতি ভালবাসা, ভারসাম্যপূর্ণ পানাহার করা, পরিবারের জন্য নিয়মিত বাজার করা, সাদাসিধে সুন্নাতী পোশাক পরিধান করা, নিয়মিত উন্নতমানের আতর ব্যবহার করা, ঘরের কাজে পরিবারকে সহায়তা করা ইত্যাদি ছিল হুযূরের অসাধারণ কিছু গুণ ও বৈশিষ্ট্য।

মোটকথা, তিনি ছিলেন একজন দায়িত্বশীল শিক্ষক। দায়িত্বশীল স্বামী, দায়িত্বশীল পিতা ও কোমলহৃদয় গৃহকর্তা।

## ইন্তিকাল ও দাফন

১৪০৭ হিজরীর ৮ রামাযানুল মুবারক, মুতাবিক ১৯৮৭ ঈসায়ী সালের ৭ মে রোজ বৃহস্পতিবার বেলা পৌনে তিনটায় বাংলাদেশের লক্ষ কোটি মানুষের অবিসংবাদিত রাহবার ও আধ্যাত্মিক মুরব্বী, আমীরে শরীয়ত হযরত মাওলানা মুহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী হুযূর রহ. আখেরাতের সফরে রওয়ানা হয়ে যান। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৫ বছর।



জাতীয় ঈদগাহে হুযূরের বড় ছেলে ক্বারী আহমাদুল্লাহ আশরাফ ছাহেবের ইমামতিতে নামাযে জানাযা সম্পন্ন হওয়ার পর হুযূরের প্রাণপ্রিয় প্রতিষ্ঠান নূরিয়া মাদরাসা সংলগ্ন মসজিদের দক্ষিণ পাশে মনোরম ছায়াঘেরা পরিবেশে হুযূরকে দাফন করা হয়।

আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর কবরে রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করুন। আমাদেরকে তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরী হওয়ার তাউফীক দান করুন। আমীন।

## তথ্যপঞ্জি

১। হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ.

লেখক : মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল হক ছাহেব (দা.বা.) বিশিষ্ট খলীফা : হযরত হাফেজ্জী হুযূর (রহ.)

২। হেদায়েতে মাজালিসে হাফেজ্জী হুযূর রহ. বা বেহেশতের পথ ও পাথেয় গ্রন্থের প্রথম পর্ব : হাফেজ্জী হুযূর রহ. এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি।

সংকলক : মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ ছাহেব রহ. খলীফা : হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ.।

৩। ছোটদের হাফেজ্জী হুযূর রহ.

লেখক : হাফেয মুহাম্মাদ খালেদ ছাহেব (দা.বা.) নাতীন জামাই : হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ.

প্রকাশনায় : মাকতাবাতুল আশরাফ, বাংলাবাজার, ঢাকা।

(৫)

# হাকীমুল ইসলাম হযরত মাওলানা ক্বারী মুহাম্মাদ তায়্যিব ছাহেব কাসেমী রহ.

(১৩১৫-১৪০৩ হিঃ
১৮৯৮-১৯৮৩ ইং)

## জন্ম ও বংশ পরিচয়

হযরত ক্বারী মুহাম্মাদ তায়্যিব ছাহেব রহ. ১৩১৫ হিঃ মুতাবিক ১৮৯৮ ঈসায়ী সনে ভারতের উত্তর প্রদেশের সাহারানপুর জেলার অন্তর্গত দেওবন্দে হযরত মাওলানা হাফেয মুহাম্মাদ আহমাদ বিন মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম নানূতভী রহ এর ঘরে জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি বংশীয়ভাবে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি.-এর বংশধর।

তাঁর সম্মানিত পিতা হাফেয মাওলানা আহমাদ ছাহেব রহ. টানা চল্লিশ বছর দারুল উলূম দেওবন্দের মুহতামিম (অধ্যক্ষ) এবং এ সময়েই চার বছর দাক্ষিণাত্যের হায়দারাবাদ রাজ্যের উচ্চ আদালতের মুফতী পদে সমাসীন ছিলেন।

তাঁর মুহতারাম দাদা হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম ছাহেব নানূতভী রহ. ইসলামী দুনিয়ার অতিপরিচিত প্রসিদ্ধ বুযুর্গ ব্যক্তি। বিশ্ববিখ্যাত হক্কানী রব্বানী আলেম। যিনি ১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দে ঐতিহাসিক দারুল উলূম দেওবন্দের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। যেটাকে বর্তমানে সমগ্র এশিয়া মহাদেশে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য করা হয়।

তাঁর দাদার অসংখ্য শিষ্য ও শিষ্যদের শিষ্য ভারত ও ভারতের বাইরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন। যাঁদেরকে "হালকায়ে দারুল উলূম" বলা হয়। এ জন্য এ খান্দানের সদস্যদেরকে সারা পৃথিবীতে অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধার চোখে দেখা হয়।



## ইলম অর্জন

১৩২২ হিজরীতে মাত্র সাত বছর বয়সে হযরত ক্বারী মুহাম্মাদ তায়্যিব ছাহেব রহ.কে দারুল উলূম দেওবন্দে ভর্তি করে দেয়া হয়। সমসাময়িক শীর্ষস্থানীয় বুযুর্গানে দ্বীনের উপস্থিতিতে এক আযীমুশ শান ইজতিমায় তাঁর মকতবের বিসমিল্লাহ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

মাত্র দুই বছরে কুরআন শরীফ, তাজবীদ ও ক্বিরাআতের পাশাপাশি হিফয সম্পন্ন করেন। পাঁচ বছরে ফার্সী, গণিত ও অংক কোর্স সম্পন্ন করেন। আর আট বছরে দারুল উলূম থেকে আরবীর নেসাব পুরো করেন। এভাবে ১৩৩৭ হিঃ মুতাবিক ১৯১৯ ইং সনে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শেষ করে তিনি 'সনদে ফযীলত' হাসিল করেন।

তাঁর ছাত্রযমানায় দারুল উলূমের সমস্ত শিক্ষক তাঁর সাথে বংশীয় আভিজাত্য ও তাঁর বাপ-দাদার নিসবতের কারণে অত্যাধিক স্নেহ ও মায়া করতেন। এবং তাঁর তালীম-তারবিয়্যত তথা শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে খুব বেশি লক্ষ্য রাখতেন।

হাদীসের খাস সনদ তিনি তদানীন্তন প্রসিদ্ধ আলেম ও উস্তাযদের থেকে অর্জন করেন। অনেক বুযুর্গের হিম্মত ও নেক দু'আ তাঁর সাথে ছিল।

বিস্ময়কর মেধার অধিকারী আল্লামাতুল আসর মাওলানা আনওয়ার শাহ ছাহেব কাশ্মীরী রহ. হাদীসশাস্ত্রে তাঁর উস্তায।

## শিক্ষকতা

প্রচলিত শিক্ষা কোর্স সম্পন্ন করার পর তিনি মহান আল্লাহর উপর ভরসা করে একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়্যতে দারুল উলূম দেওবন্দেই শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। অবাক করা মেধা, গভীর জ্ঞান, বংশীয় আভিজাত্য ও নিসবতের কারণে তালিবে ইলমদের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠে।

তিনি দরসে নিযামীর অন্তর্ভুক্ত ইলম ও ফনের বিভিন্ন বিষয়ে চমৎকার পাঠ দান করেন।

## নায়েবে মুহতামিমের দায়িত্ব

১৩৪১ হিজরীতে দারুল উলূমে শিক্ষকতার যমানাতেই তাঁর সামনে দারুল উলূমের নায়েবে মুহতামিম (প্রো ভাইস চ্যান্সলর)-এর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। যেটাকে তিনি নিজ মুরব্বীদের অভিলাষ ও নির্দেশ মনে করে কবূল করে নেন।

১৩৪১ হিঃ থেকে ১৩৪৭ হিঃ পর্যন্ত যতদিন তাঁর আব্বা হাফেয আহমাদ ছাহেব রহ. জীবিত ও দারুল উলূমের মুহতামিম ছিলেন, তিনি নায়েবে মুহতামিম (ভাইস প্রিন্সিপ্যাল) হিসেবে দারুল উলূমের ব্যবস্থাপনাগত বিষয়ে নিয়মতান্ত্রিকভাবে অংশ নিতে থাকেন।

## মুহতামিম পদে

১৩৪৮ হিজরীতে তাঁকে দারুল উলূমের মুহতামিম তথা অধ্যক্ষ পদে সমাসীন করা হয়। তাঁর ইহতিমামের যুগ অর্থাৎ ১৩৪৮ হিঃ থেকে ১৩৯৬ হিঃ পর্যন্ত প্রায় অর্ধশত বছরের সময়টাকে দারুল উলূমের স্বর্ণযুগ হিসেবে অভিহিত করা হয়। তিনি স্বীয় বংশীয় আভিজাত্য ও ব্যক্তিগত ইলম এবং ঈর্ষণীয় পাণ্ডিত্যের বদৌলতে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে পুরো দেশে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেন। তিনি দারুল উলূম দেওবন্দকে খ্যাতির তুঙ্গে পৌঁছে দেন। অনন্য সাধারণ ইন্তিযামী যোগ্যতার বলে তিনি দারুল উলূমকে উন্নতির চরম শিখরে আরোহন করান।

১৩৪৮ হিজরীতে যখন তিনি দারুল উলূমের ইহতিমামের বাগডোর স্বীয় স্কন্ধে তুলে নেন, তখন তার ইন্তিযামী শাখা ছিল মাত্র আটটি। বর্তমানে (১৯৮০ ইং) তা বেড়ে হয়েছে ২৪টি। ১৩৪৮ হিঃ সালে দারুল উলূমের বার্ষিক আমদানী ছিল পঞ্চাশ হাজার দুইশত বাষট্টি টাকা। ১৩৯০ হিজরীতে এসে তা দাঁড়িয়েছে সাড়ে বারো লক্ষ রূপীতে। ১৩৪৮ হিজরীতে ছাত্রসংখ্যা ছিল মাত্র ৪৮০ জন। বর্তমানে প্রায় ছয় হাজার। ১৩৪৮ হিজরীতে শিক্ষক সংখ্যা ছিল ১৮ জন। বর্তমানে শতাধিক। ১৩৪৮ হিজরীতে দপ্তর ও অন্যান্য বিভাগের কর্মচারী ছিল ৪৫ জন। বর্তমানে তা দুইশর কোটা ছাড়িয়ে গেছে। মোটকথা প্রত্যেক শাখা তাঁর সময়ে উন্নতি লাভ করেছে। এ জন্য তাঁর খেদমতের ব্যাপারে সকলে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।



## দারুল উলূমের নির্মাণকাজ

দারুত তাফসীর জাদীদ, দারুল ইফতা, দারুল কুরআন, মাতবাখ জাদীদ, বড় দুই তলা বিশিষ্ট দারুল ইকামাহ বা ছাত্রাবাস, মসজিদে ছাত্তাহ সংলগ্ন নতুন তিনটি দরসগাহ (পাঠদানকক্ষ) বৃদ্ধি তাঁর ইহতিমামের সোনালী যুগেই হয়েছে।

দারুল উলূমের কুতুবখানা বা লাইব্রেরী যা কলমী নুসখাসমূহের ভাণ্ডার, এর মধ্যে কিতাব সংখ্যা পূর্বে ছিল ছত্রিশ হাজার তিন শত ছত্রিশটি। আর বর্তমানে তা দুই লাখ ছাড়িয়ে গেছে।

## আধ্যাত্মিক অবস্থান

হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ. ১৩৪৯ হিজরীতে শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদ হাসান ছাহেব রহ.-এর নিকট বাইআত হন। কিন্তু মাত্র পাঁচ মাস পর শাইখুল হিন্দ রহ.-এর ইন্তিকাল হয়ে গেলে তিনি হাকীমুল উম্মাত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর সাথে ইসলাহী সম্পর্ক স্থাপন করেন। অতঃপর ১৩৫০ হিজরীতে মানাযিলে সুলূক অতিক্রম করার পর হযরতওয়ালা থানভী রহ. তাঁকে খেলাফত দানে ধন্য করেন। পরবর্তীতে হযরত থানভী রহ.-এর ইন্তিকালের পর তিনি হযরত মাওলানা আব্দুল কাদের রায়পুরী রহ.-এর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেন। তিনিও তাঁকে খেলাফত দান করেন।

## খিতাবাত ও বয়ান

ইলমী সিলসিলায় শিক্ষকতা ছাড়াও বিষয়ভিত্তিক খুতবাতেও তাঁর খোদাপ্রদত্ত অসাধারণ যোগ্যতা ও ভাষার পাণ্ডিত্য সর্বজন স্বীকৃত। ছাত্রযামানা থেকেই বিভিন্ন মাহফিলে তাঁর বক্তৃতা সাধারণ লোকেরা খুব উৎসাহ উদ্দীপনা সহকারে শুনত। গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা-মাসায়েলের উপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাগাতার বক্তৃতা দেওয়া এবং প্রত্যেক আলোচনায় দলীল উল্লেখ করতে তাঁর কোনো কষ্টই হতো না। কোনো বিষয়ে তত্ত্ব, শরীয়তের হুকুমের রহস্য উন্মোচন করা এবং নতুন উদ্ভাবিত বিষয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। তাঁর উস্তাযগণও বিষয়টি স্বীকার করতেন।

শিক্ষিত শ্রেণী ও সমাজের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গ তাঁর ইলমী ও প্রজ্ঞাপূর্ণ আলোচনায় বিশেষ সান্ত্বনা লাভ করতেন। আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটিতে তাঁর বক্তৃতার বিশেষ গ্রহণযোগ্যতা ছিল। হযরতের আলোচিত স্পষ্ট মতভেদ সম্বলিত বিষয়ভিত্তিক আলোচনা আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ স্ব-উদ্যোগে লিখিতভাবে প্রকাশ করেছে। যথা : 'ইসলাম ও বিজ্ঞান'। ভারতের এমন কোনো স্থান নেই—যেখানে তাঁর বক্তৃতার গুঞ্জন পৌঁছেনি।

১৩৫৩ হিজরীতে দ্বিতীয়বার হজ্বের সফরে হিন্দুস্তানের একজন সম্মানিত প্রতিনিধি হিসেবে সুলতান ইবনে সাউদ-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। সেখানে তিনি আরবীতে বক্তৃতা করেন।

এর জবাবে সুলতান কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বাণী দেন এবং দেশে ফেরার সময় হযরতকে শাহী পোশাক ও বেশকিছু মূল্যবান দ্বীনী কিতাব উপঢৌকন দেন। ওই সফরেই মদীনা মুনাওয়ারায় 'আল মাদরাসাতুশ শরীয়া'-এর বার্ষিক সভায় আরববিশ্বের প্রতিনিধিবৃন্দের উপস্থিতিতে তিনি আরবীতে বক্তৃতা দেন। যা উক্ত সভায় উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দের সমস্ত সদস্য কর্তৃক ব্যাপক প্রশংসিত হয়।

১৩৫৮ হিজরীতে তাঁর আফগানিস্তান সফর ইলমী খেদমতের ইতিহাসে এক অনন্য স্মরণীয় ঐতিহাসিক ঘটনা। তিনি দারুল উলূম ও আফগানিস্তান সরকারের মধ্যে শিক্ষা ও সৌজন্যমূলক সম্পর্ক স্থাপনের লক্ষ্যে এই সফর করেন। তিনি রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে আফগানিস্তান গমন করেন। ওখানকার ইলমী হালকাগুলো হযরতকে আন্তরিক সম্ভাষণ জানায়। কাবুলের 'আনজুমানে আদবী', জমইয়তে উলামায়ে আফগানিস্তান এবং (মজলিসে কানূনসায)সহ অন্যান্য দল থেকে তাঁকে বয়ান করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। তিনি ফারসী ভাষায় বয়ান করেন—যার দ্বারা উক্ত সভায় উপস্থিত সবাই খুবই প্রভাবিত হন।

এছাড়াও তিনি মধ্যপ্রাচ্য ব্যতীত অন্যান্য কয়েকটি রাষ্ট্র সফর করেন। সেখানেও উচ্চমানের বক্তৃতার মাধ্যমে শ্রোতাদেরকে বিমোহিত করেন।



সাধারণ শিক্ষা বিষয়ক খেদমতের ধারাবাহিকতায় আফগানিস্তান সরকারের আগ্রহে তিনি রাজধানী কাবুলের সমস্ত সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় ও পরামর্শ দেন যা আফগান সরকার ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করে। ১৩৫৯ হিজরীতে বেলুচিস্তান প্রদেশের গভর্ণর হযরতকে শিক্ষা সিলেবাস প্রস্তুত করার জন্য আহ্বান করেন। তিনি এতে সাড়া দেন এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সর্ববিষয় সম্বলিত উপকারী একটি নিসাব প্রস্তুত করে দেন।

## রচনাবলী

হযরতের রচিত গ্রন্থাবলীর সংখ্যা একশত পঁচিশ-এরও বেশি। এর মধ্য থেকে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নরূপ :

- আততাশাব্বুহ ফিল ইসলাম (দুই খণ্ডে সমাপ্ত)
- বিজ্ঞান ও ইসলাম
- তা'লীমাতে ইসলাম আওর মাসীহী আকওয়াম
- মাসআলায়ে যবান আওর হিন্দুস্তান
- দ্বীন ও সিয়াসত
- আসবাবে উরুজ ও যাওয়ালে আকওয়াম
- ইসলামী আযাদী কা মুকাম্মাল প্রোগ্রাম
- আল-ইজতিহাদ ওয়াত-তাকলীদ
- উসূলে দাওয়াতে ইসলাম
- কালিমাতে তাইয়্যেবাত (বুযুর্গানে দেওবন্দের জীবনচরিত বিষয়ক)
- ইসলামী মুসাওয়াত
- তাফসীরে সূরায়ে ফীল
- আত-তাইয়্যেবুস সামার ফী মাসআলাতিল কাযা ওয়াল কদর
- সফরনামায়ে আফগানিস্তান
- ইরফানে আরেফ
- মাকালাতে তাইয়্যেবাত
- ফিতরী হুকুমত

- তারীখে দারুল উলূম দেওবন্দ
- মাকালাতে আকাবিরে দেওবন্দ
- দাড়ি কী শরয়ী হাইসিয়ত
- শরয়ী পর্দা
- শানে রিসালাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
- ফালসাফায়ে নামায
- ইসলাম আওর ফিরকাওয়ারিয়ত
- মাশাহীরে উম্মাত
- রেওয়ায়াতুত তাইয়্যেব
- কালিমায়ে তাইয়্যেবাহ
- আফতাবে নবুওয়াত
- খুতবায়ে তাইয়্যেবাহ (শাহ আবাদ থেকে প্রকাশিত, ১৩০ পৃষ্ঠা সম্বলিত)

### ওফাত

২ শাওয়াল ১৪০৩ হিজরী মুতাবেক ১৭ জুলাই ১৯৮৩ সনে ৮৮ বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন। إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ

দেওবন্দের ঐতিহাসিক মাকবারায়ে কাসেমীতে তাঁকে দাফন করা হয়।

### তথ্যসূত্র

১। বায্‌মে আশরাফ কে চেরাগ
মূল : প্রফেসর আহমাদ সাঈদ রহ. পৃষ্ঠা ৭১-৭৪।
২। খুলাফায়ে হাকীমুল উম্মাত
মূল : ডা: হাফেয কারী ফুয়ূযুর রহমান
অনুবাদ : মাওলানা আব্দুল্লাহ আল মাসূম
পৃ: ১৮৪ হতে ১৮৯ পর্যন্ত।



৬

## মাসীহুল উম্মাত
## হযরতওয়ালা মাসীহুল্লাহ খান জালালাবাদী রহ.

(১৩২৯-১৪১৩ হি:
১৯১১-১৯৯২ হি:)

বিশিষ্ট খলীফা : হাকীমুল উম্মাত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত
হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.

### জন্ম ও শৈশব

মাসীহুল উম্মাত হযরত মাওলানা শাহ মুহাম্মাদ মাসীহুল্লাহ খান ছাহেব রহ. এর শুভ জন্ম ১৩২৯ বা ১৩৩০ হিজরীতে তাঁর পৈত্রিক নিবাস আলীগড় জেলায় হয়েছে।

বংশীয়ভাবে তাঁর সম্পর্ক শেরওয়ানী খান্দানের সাথে ছিল। এই বংশ বহুপূর্ব থেকে অনেক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। ঐসব বৈশিষ্ট্যের কারণে পাঠানদের মধ্যে শেরওয়ানীদের একটি বিশেষ মর্যাদা আছে। তাঁদের মধ্যে বড় বড় ধনী শাস্ত্রজ্ঞ এবং স্বনামধন্য লেখক ছাড়াও আহলুল্লাহ, ছাহেবে নিসবত বুযুর্গ ও রাতজাগা মাওলা-প্রেমিকও জন্মগ্রহণ করেছেন। যাঁদের এখানে সভ্যতা ও ভদ্রতা, উত্তম গুণাবলী ও সৎ স্বভাব ছোটবেলা থেকেই শিক্ষা দেয়া হত।

শেরওয়ানী বংশ ভারতবর্ষ বিজেতা সুলতান মাহমূদ গযনভী রহ. এর সাথে ভারতে এসেছিল। এবং সুবিধামত দেশের বিভিন্ন অংশে বসবাস শুরু করে। এই বংশের একটি শাখাই আলীগড় ও তার আশপাশের এলাকাকে নিজেদের বসবাসের স্থান বানান।

মাসীহুল উম্মাত হযরত মাওলানা শাহ মুহাম্মাদ মাসীহুল্লাহ ছাহেব রহ. এর লালন-পালন ও বেড়ে উঠা এই বংশেরই একটি অভিজাত পরিবারে হয়েছে। তাঁর সম্মানিত পিতার নাম ছিল আহমাদ সাঈদ খান।

যিনি অত্যন্ত দ্বীনদার ও পরহেযগার মানুষ ছিলেন। নিজ এলাকার যথেষ্ট প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। এত চমৎকার সংগঠক ছিলেন যে, কোন কাজে বড়রা অকৃতকার্য হয়ে পড়লে আর এলাকায় বিশৃংখলা ছড়িয়ে পড়লে পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য তাঁর ডাক পড়ত।

এমনিভাবে তাঁর সম্মানিতা মাতাও অত্যন্ত বিদূষী, নেককার, গরীব মানুষের প্রতি সহমর্মী মহিলা ছিলেন।

হযরতওয়ালা মাসীহুল উম্মাত রহ. জন্মগতভাবেই ওলী ছিলেন। শৈশব থেকেই সৌভাগ্যশীলতা ও আভিজাত্যের গুণাবলী তাঁর ভবিষ্যতে বড় কিছু হওয়ার ইঙ্গিতবাহী ছিল। ছোটকালেই তাঁর যিকির, কুরআনে কারীমের তিলাওয়াত, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পাবন্দী বরং নামাযের প্রতি ইশক প্রবল ছিল। এছাড়া তিনি অত্যাধিক নফল নামায, তাহাজ্জুদ ইত্যাদির ইহতিমাম করতেন এবং গুরুত্বের সাথে ধর্মীয় গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করতেন। যদ্দরূন তিনি তাঁর ছাত্রজীবনের প্রাথমিক অবস্থাতেই বিশেষ দ্বীনী ও ইলমী যোগ্যতার অধিকারী হয়ে গিয়েছিলেন।

আল্লাহ তা'আলা তাঁকে অল্প বয়সেই লাজুকতা, আদব ও সম্মান, গাম্ভীর্যতা জাতীয় উঁচু গুণসমূহে গুণান্বিত বানিয়েছিলেন। যে কারণে বড়রাও তাঁকে যথেষ্ট ইজ্জত ও সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতেন এবং তাঁকে সমীহ করতেন।

ایں سعادت بزور بازو نیست
تانہ بخشد خدائے بخشندہ

এই সৌভাগ্য বাহুবলে হয় না অর্জন
দান না করেন দয়াময় আল্লাহ যতক্ষণ।

## শিক্ষা জীবন

তিনি ক্বারী আব্দুল্লাহ ছাহেবের কাছ থেকে কুরআনে কারীমের তালীম হাসিল করেন। অতঃপর বেহেশতী যেওর এবং উর্দূর কিছু কিতাব নিজ মামা জনাব মুহাম্মাদ ইয়াকূব খান ছাহেবের কাছে পড়েন। আর ফার্সী ভাষার প্রাথমিক শিক্ষা আলীগড় শহরেই একজন শাস্ত্র বিশেষজ্ঞ উস্তাদ মিঞাজী আব্দুর রহমান এর নিকট থেকে শিখেন। এরপর আলীগড়েরই



একটি সরকারী স্কুলে তাঁকে ভর্তি করে দেয়া হয়। যেহেতু শুরু থেকেই তাঁর মনের ঝোঁক দ্বীনী তালীমের প্রতি ছিল, এজন্য তাঁর অন্তর ইংরেজী শিক্ষার প্রতি বিরাগভাজন ছিল।

তাঁর পরিচ্ছন্ন অন্তর এর থেকে বেশি আধুনিক শিক্ষা লাভের জন্য প্রস্তুত হয়নি। এজন্য তিনি স্কুলের শিক্ষার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়লেন। দিন দিন তাঁর এ রং আরো গাঢ় হতে লাগল।

ইংরেজী শিক্ষার প্রতি উদাসীনতার কারণে যদিও প্রাথমিক পর্যায়ে তাঁর পরম শ্রদ্ধাভাজন আব্বা কিছুটা চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন কিন্তু যখন হযরত নিজেই দ্বীনী তালীমের প্রতি তাঁর আন্তরিক আগ্রহের কথা প্রকাশ করেন, তখন তাঁর সম্মানিত পিতার সমস্ত পেরেশানী দূর হয়ে গেল। এবং শেষ পর্যন্ত ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষালাভের পর আব্বাজান মরহুম স্কুলের শিক্ষা থেকে সরিয়ে নিজ এলাকার মাদরাসায়ে ইসলামিয়া বিরলায় নিয়মতান্ত্রিক দরসে নিযামীর শিক্ষা আরম্ভ করিয়ে দেন। এ মাদরাসায় তিনি শরহেজামী জামাআত পর্যন্ত দ্বীনী শিক্ষা মাওলানা হাকীম মাহফূয আলী ছাহেব দেওবন্দী রহ. এর নিকট থেকে অর্জন করেন। আর এরই সাথে সাথে তাজবীদ শাস্ত্রে জামালুল কুরআন ইত্যাদি গ্রন্থও পাঠ করেন। অতঃপর মুফতী সাঈদ আহমাদ ছাহেব লাখনভী রহ. এর তত্ত্বাবধানে থেকে শরহে বিকায়া, জালালাইন শরীফ, মোল্লা হাসান ইত্যাদি কিতাবের তালীম খুব মেহনত ও পরিশ্রম করে তাঁর নিকট থেকেই অর্জন করেন।

একদিকে আল্লাহপ্রদত্ত মেধা ও বুদ্ধি অপরদিকে অকল্পনীয় পরিশ্রম ও অধ্যাবসায় ছাত্র জামানাতেই তাঁর ইলমী যোগ্যতায় শোভা বর্ধন করছিল। যে কারণে তাঁর ইলমী যোগ্যতা ছাত্রজামানাতেই মজবুত হয়ে গিয়েছিল। তিনি ছাত্র জামানাতেই এটার উপযুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন যে, যদি কখনো সম্মানিত শিক্ষক দরসে আসতে না পারতেন, তাহলে নিজ সাথীদেরকে শুধু তাকরার আর মুযাকারাই নয় বরং স্বতন্ত্রভাবে সবক পড়িয়ে দিতেন, যা দ্বারা তাঁর অসাধারণ যোগ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়।

পরবর্তীতে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দারুল উলূম দেওবন্দে পৌঁছে দেন। সেখানে তিনি ১৩৪৭ হিজরীতে জামাআতে মিশকাত শরীফে ভর্তি হন। টানা চার বছর তিনি দেওবন্দে অবস্থান করেন। প্রথম বছর

মিশকাত শরীফ, হেদায়া আউয়ালাইন ইত্যাদি কিতাবের তালীম হাসিল করেন। দ্বিতীয় বছর দাওরায়ে হাদীসের তাকমীল করেন। শেষের দুই বছর অন্যান্য শাস্ত্র শেখায় ব্যয় করেন। এভাবে টানা চার বছর তিনি পূর্ণ একাগ্রতার সাথে ইলম অর্জনে ব্যস্ত থাকেন।

## হাকীমুল উম্মাত হযরত থানভী রহ.-এর সাথে বিশেষ সম্পর্ক

হযরত হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. এর সাথে গায়েবানা সম্পর্ক ও ভক্তি তো তাঁর বেহেশতী যেওর ও মাওয়ায়েয ইত্যাদি অধ্যয়নের দ্বারা বাল্যকালেই হয়েছিল। তাইতো হযরত মাসীহুল উম্মাত রহ. এই পরম ভক্তিপূর্ণ সম্পর্কের প্রকাশ এভাবে করেছেন : "বড় বড় আলেমের সাথে আমার বারবার সাক্ষাত হয়েছে। এবং অনেক প্রসিদ্ধ সূফী ছাহেবের সান্নিধ্যেও বসার সৌভাগ্য হয়েছে। কিন্তু আমার দৃষ্টি মুরশিদ থানভী রহ. এর মত আর কাউকে পায়নি আর মনের এমন তীব্র টানও আর কারো প্রতি হয়নি।"

যে বছর হযরত দেওবন্দে ভর্তি হন ঐ বছরই হাকীমুল উম্মাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. এর সাথে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং ইসলাহী চিঠিপত্র আদান-প্রদানও আরম্ভ করে দেন। কিছুদিন পর ১ম বা ২য় বছর নিয়মতান্ত্রিকভাবে হযরত হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ.-এর হাতে বাইআত হন।

এভাবে ১৩৫১ হিজরীতে দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে পারিভাষিক সনদের সাথে সাথে বাতেনী তারবিয়াত তথা আধ্যাত্মিক দীক্ষার সনদও (খিলাফত) ঐ বছরই ২৫ শাওয়ালুল মুকাররাম ১৩৫১ হিজরীতে লাভ করেন।

সনদে ফযীলত ও সনদে খিলাফতের এই সম্মানের পাশাপাশি দ্বীনের ফয়েয হাসিলের দুর্নিবার চুম্বক আকর্ষণ এর কারণে অল্প বয়সেই তাঁর গণনা হযরত থানভী রহ. এর ঐ এগারো জন নির্ধারিত খলীফাদের মধ্যে হতে থাকল, যাঁদের উপর হযরত থানভী রহ. এর বিশেষ আস্থা ছিল।

জালালাবাদ থানা ভবনের পার্শ্বে হওয়ার কারণে থানাভবনের মতই এখানের লোকেরাও উলামায়ে কেরাম ও বুযুর্গানে দ্বীনের সীমাহীন



ইজ্জত-সম্মান করেন। বিশেষতঃ জালালাবাদের খান ছাহেবরা তো এ গুণে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। ফলশ্রুতিতে অত্র এলাকার মানুষের হযরত মাসীহুল উম্মাত রহ. এর সাথে বিশেষ সম্পর্ক হয়ে যায়। হযরতের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধায় তাঁদের অন্তর টইটম্বুর হয়ে উঠে।

এই ইখলাস ও মহব্বতের ফসলই আজ জামি'আ মিফাতাহুল উলূমের আকৃতিতে আপনাদের সামনে। যা শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই নয়, বরং উন্নত দীক্ষাকেন্দ্রও বটে। যার ভিত্তিপ্রস্তর হাকীমুল উম্মাত হযরত থানভী রহ. নিজেই ১৩৩৬ হিজরীর ৩রা মুহাররাম বুধবার রেখেছেন এবং আজীবন এর অভিভাবক ছিলেন।

## শিক্ষকতা জীবন

হযরত মাসীহুল উম্মাত রহ. দেওবন্দ থেকে ফারেগ হওয়ার পর নিজ এলাকা সারায়ে বিরলার মাদরাসায়ে ইসলামিয়ায় পাঠদানের খেদমত আরম্ভ করেন। ইতোমধ্যে আল্লাহ পাকের রহমতে এবং স্বীয় মুরশিদ হযরত থানভী রহ. এর ইচ্ছা অনুযায়ী হযরত মাসীহুল উম্মাত রহ. জালালাবাদ আগমন করেন।

হযরত থানভী রহ. ১৩৫৬ হিজরীতে হযরতকে মাদরাসা মিফতাহুল উলূমে প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেন। এরপর কী হল? তিনি তো ব্যস মাদরাসা মিফতাহুল উলূম জালালাবাদেই থেকে গেলেন। মাদরাসাকেই নিজ বিছানা বানিয়ে নেন। দিন-রাত দরস-তাদরীস, ওয়ায-তাকরীর, তাসনীফ-তালীফ বা গ্রন্থরচনা, মাদরাসার ইন্তিযাম ও ব্যবস্থাপনার খেদমতে মশগুল হয়ে গেলেন। এই জালালাবাদ কেই তিনি স্বীয় আবাসস্থল বানিয়ে নেন। যদ্দরুন মাদরাসায় এক নতুন রূহ পড়ে গেল। আর মিফতাহুল উলূম দিন-রাত তালীম তারবিয়ত তথা শিক্ষা-দীক্ষা এবং নির্মাণশিল্পে উন্নতির ধাপ অতিক্রম করে আজ এক বিশাল মহীরূহের রূপ ধারণ করেছে।

এখানে তিনি মীযান ইত্যাদি প্রাথমিক কিতাব থেকে আরম্ভ করে বুখারী শরীফ পর্যন্ত দরসে নিযামীর অনেক কিতাব একাই পড়িয়েছেন। আর যেই মেহনত ও গুরুত্বের সাথে তাফসীর, হাদীস ও ফিকহের

কিতাবের দরস দিতেন ঠিক অনুরূপভাবে সারফ, নাহু, মানতিক, ফালসাফা ও উর্দূর প্রাথমিক কিতাবও পড়াতেন।

কুরআনে মাজীদের সাথে তাঁর প্রেমের সম্পর্ক ছিল। ফলশ্রুতিতে কুরআনে মাজীদের সবক সব সময় নিজে পড়াতেন। তিনি ছাত্রদের বুঝ ও যোগ্যতা অনুযায়ী বক্তব্য রাখতেন এবং সবকের সময় অত্যাশ্চর্য মণি-মুক্তা ছড়িয়ে দিতেন। তাঁর দরসে উপস্থাপন ভঙ্গি ছিল দারুণ আকর্ষণীয়। সহজ সরল প্রাঞ্জল উপস্থাপনা ছিল তাঁর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। আওয়াজ ছিল খুব পরিষ্কার। আর থেমে থেমে কথা বলার কারণে শ্রোতাদের খুবই আনন্দ লাগত। প্রতিটি বাক্য বিশেষ ঢংয়ে শান্তভাবে উচ্চারণ করতেন এবং সব শ্রেণীর তালিবে ইলমদের পূর্ণ খেয়াল রাখতেন।

## তাসনীফী খেদমত

হযরতওয়ালা রহ. একদিকে যেমন দ্বীনের অনেক বড় আলেম ছিলেন অন্যদিকে একজন ক্ষুরধার লেখক ও কলামিষ্টও ছিলেন। যার অনুমান তাঁর রচনাবলী থেকে খুব সহজেই করা যায়। তাঁর রচনাবলীর সংখ্যা ৩৫টি, যা নিম্নরূপ :

১. শরীয়ত ও তাসাওউফ ১ম ও ২য় খন্ড
২. তালীমাতে ইসলামী ৫ খন্ডে
৩. তাকলীদ ও ইজতিহাদ
৪. প্রাচীন ফিকহের নতুন সংস্করণের ক্ষতিসমূহ
৫. ইহতিমাম ও শূরা
৬. শূরা হাইআতে হাকেমা নেহী হ্যায়
৭. আমীর ও মজলিসে শূরার শরয়ী পদমর্যাদা
৮. স্ট্রাইক (পুস্তিকা)
৯. মালফূযাতে স্ট্রাইক
১০. আলহজ্ব
১১. ইলমের ফযীলত (পুস্তিকা)
১২. ইলমের ফযীলত (ওয়ায)



১৩. নারী শিক্ষার ব্যাপারে বিভ্রান্তির অপনোদন
১৪. উসূলে তাবলীগ
১৫. মাদারিসে ইসলামিয়ার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পয়গাম
১৬. যিকরে ইলাহী
১৭. যিকরুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
১৮. ইসলাম ও সাধারণ নিরাপত্তা
১৯. আত তাওহীদুল হাকীকী
২০. খেতাবে মাসীহুল উম্মাত
২১. হায়াতুস সালিক
২২. যিয়াউস সালিক
২৩. মাওয়ায়েযে মাসীহুল উম্মাত ২ খন্ড
২৪. মালফূযাতে মাসীহুল উম্মাত ২ খন্ড
২৫. ফযলুল বারী ফী দারসিল বুখারী (অপ্রকাশিত)
২৬. জিহাদ আওর ইসলাহে নফস
২৭. ইওয়ানে তরীকত বা তরীকতের প্রাসাদ
২৮. মাকতূবাতে ছালাছাহ
২৯. আলজুমুআহ (পুস্তিকা)
৩০. জুমুআর ব্যাপারে আকাবিরের ফাতওয়া
৩১. আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সলরের প্রশ্নের উত্তর, ইত্যাদি।

## তাসাওউফের সাথে সম্পর্ক

এমনিতেই তো হযরতওয়ালা রহ. এর সমস্ত রচনাই অতুলনীয় এবং ইলমী তাহকীক ও সূক্ষ্মতার সুস্পষ্ট নমূনা, কিন্তু "শরীয়ত ও তাসাওউফ" গ্রন্থটির শানই আলাদা। যার মধ্যে তিনি প্রমাণ করেছেন যে, তাসাওউফ শরীয়তের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

সমস্ত উ'লূম ও ফুনূনের সাথে হযরতের বিশেষ সম্পর্ক ছিল। কিন্তু তারপরও তাসাওউফ শাস্ত্রের সাথে ছিল হযরতের সীমাহীন হৃদ্যতা। এটাই ছিল তাঁর জীবনের অবিস্মরণীয় অধ্যায়। এটাকেই তিনি নিজ জীবনের মিশন বানিয়ে নিয়েছিলেন। যে কারণে অনেক বড় বড় মনীষী তাঁকে তাসাওউফ শাস্ত্রের ইমাম বলেছেন। স্বয়ং হযরতের পরম শ্রদ্ধাভাজন উসতাদ হযরত মুফতী সাঈদ আহমাদ ছাহেব লাখনভী রহ. যিনি নিজেও একজন বড় আলেম ও সূফী হওয়ার পাশাপাশি হযরত হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. এর মুজাযে সোহবতও ছিলেন। তিনি আমাদের হযরত মাসীহুল উম্মাত রহ. কে শুধুমাত্র তাসাওউফের ইমাম হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন তাই নয় বরং নিজ যোগ্য এই শিষ্যের কাছে বাইআতও হয়েছেন এবং খেলাফতও লাভ করেছেন। এর দ্বারা অনুমান করা যায় যে, তিনি তাসাওউফের কত উঁচু আসনে সমাসীন ছিলেন।

## দেশ বিদেশে সফর

তাঁর স্বতন্ত্র আবাস যদিও জালালাবাদই ছিল কিন্তু দাওয়াত ও তাবলীগের উদ্দেশ্যে তিনি দেশের ভেতর এবং বাইরে বিভিন্ন অঞ্চলে সফর করেছেন। ফলশ্রুতিতে তিনি চন্ডিগড়, দিল্লী, হায়দারাবাদ, ব্যাঙ্গলোর, মহীশূর, কাশ্মীর, কর্ণাল ইত্যাদি এলাকায় সফর করেন। আর সেখানে ভক্তবৃন্দদের অনুরোধের প্রেক্ষিতে ওয়াযও করেছেন।

উপমহাদেশ ছাড়া আফ্রিকা মহাদেশ, বৃটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা, সিরিয়া, মিসর ও সৌদী আরবেও সফর করেছেন। পাকিস্তানে তো বহুবার তাশরীফ নিয়ে গেছেন।

এভাবে তাঁর ইলমী ও রূহানী ফয়েয এ সমস্ত দেশ ও অঞ্চলেও পৌঁছেছে। আর নিঃসন্দেহে সারা পৃথিবীতে তাঁর জন্য প্রাণ উৎসর্গকারী মানুষ এখনো বিদ্যমান। সফরের ব্যাপারে তিনি দারুণ কার্যকরী একটি উপদেশ দিতেন। তিনি বলতেন–

سفر میں جاؤ تو غصہ اور آرام گھر چھوڑ جاؤ

অর্থাৎ "সফরে গেলে গোস্বা ও আরামকে ঘরে রেখে যাও।"



## আচার ব্যবহার

তিনি তাঁর নামের অর্থগত দিক দিয়েও আপাদ-মস্তক "মাসীহ" এবং এর জীবন্ত নমূনা ছিলেন।

জানা নাই কত পেরেশান হৃদয় মানুষ তাঁর নিকট আসত এবং সান্ত্বনা ও সমবেদনার পাথেয় সঙ্গে নিয়ে ফিরে যেত। জানা নাই কত দুঃখী মানুষ তাঁকে স্বীয় দুঃখের কথা শুনিয়ে আরাম লাভ করত।

এসব বিষয়ের সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা তাঁর অন্তরে স্নেহ, ভালবাসা, সদ্ব্যবহার ও ভদ্রতা জাতীয় অসংখ্য গুণাবলী চূর্ণ করে ভরে দিয়েছিলেন। তার উপর অতিরিক্ত বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল এই যে, তাঁর কথাবার্তা খুব মিষ্টি মহব্বতপূর্ণ ও স্নেহসুলভ হত। বাক-ভঙ্গিতে কখনো কঠোরতা বা রূঢ়তা বুঝা যেত না। প্রচন্ড রাগের সময় সবচেয়ে শক্ত যে কথাটা বলতেন, সেটা হল "জংলী কবুতর"।

অশোভন বাক্য তো অনেক দূরের কথা। কখনো তিনি নিজ পুরো জীবনে কাউকে "আহমক" পর্যন্ত বলেননি। তাঁর অন্তর সব সময় বড়দের সম্মান এবং ছোটদের স্নেহে সিক্ত থাকত। তাঁর মেজাজ কঠোরতা, তিক্তকথা থেকে পবিত্র ছিল। তাকওয়া ও পরহেযগারী, বিনয় ও নম্রতা, সততা ও সাধুতা, ক্ষমা ও বদান্যতায় তিনি অনুকরণীয় ব্যক্তি ছিলেন। ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার গুণ তো কেমন যেন তাঁর বিশেষ অস্ত্র ছিল। এটা তাঁর এমন অস্ত্র ছিল যে, "ভাল ভাল" মানুষ এর আঘাত (?) থেকে বাঁচতে পারত না, বড় থেকে বড় বিরোধিতাকারী তাঁর এই অস্ত্রে ধরাশায়ী হয়ে যেত।

## খলীফাগণ

নিম্নে তাঁর কয়েকজন খলীফার নাম উল্লেখ করা হলো :

১. হাজী মুহাম্মাদ ফারূক-বায়তুল আশরাফ, বাগে হায়াত, সখ্খর
২. ডা. মুহাম্মদ তানভীর আহমাদ খান- লতীফাবাদ, হায়দারাবাদ
৩. ডা. আব্দুল গাফফার শেখ-সখ্খর
৪. কর্নেল আরশাদ ইয়ায-মুলতান রোড, লাহোর
৫. ডা. আকীলুদ্দীন আহমদ-বায়তুল আশরাফ, ৭৮ এ, মডেল টাউন, লাহোর।

৬. জনাব মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ ছাহেব
৭. মাওলানা ওকীল আহমাদ-বায়তুল আশরাফ, ৭৮ এ, মডেল টাউন, লাহোর
৮. খলীল আহমাদ ওকীল, করাচী
৯. ডা. মুহাম্মাদ সিরাজ, সারহাদ
১০. ই'জায আলী ছাহেব, সখ্খর

## বাহ্যিক অবয়ব

হযরত মাওলানা মাসীহুল্লাহ খান ছাহেবের মোট ১৪ জন খলীফা এ পর্যন্ত ইন্তেকাল করেছেন। আফ্রিকা, আমেরিকা ও বৃটেনে তাঁর মোট দশজন খলীফা আছেন। এ ছাড়া হিন্দুস্তানেও তাঁর খলীফা আছেন মোট আটজন এবং যাঁরা নতুনভাবে ইজাযত পেয়েছেন—তাঁরাও আটজন।

হযরতওয়ালার বাহ্যিক অবয়ব ও আকার-আকৃতির কথা আর কী লিখব! উচ্চতা মধ্যম পর্যায়ের। সূরত নিষ্পাপসুলভ, গায়ের বর্ণ সাদা লালমিশ্রিত, চিবুকে সুন্দর দাড়ি, পোশাকের ক্ষেত্রে কল্লিদার কুর্তা, মোগলী পায়জামা, শীতকালে তুলা ভরা কানটুপী, আর গ্রীষ্মকালে সব সময় পাঁচকল্লি টুপী, যা শুধুমাত্র দেখার সাথে সম্পর্ক রাখত, আর ব্যস।

কোন উর্দূ কবি বড় সুন্দর বলেছেন–

کتنے حسین لوگ تھے جو مل کے ایک بار
آنکھوں میں بس گئے دل وجاں میں سما گئے

কত সুদর্শন মানুষ ছিলেন যাঁকে একবার দেখা মাত্রই চোখে লেগে গেছে ও অন্তরে বসে গেছে।

## স্ত্রী ও সন্তানগণ

হযরতের দুটি বিবাহ হয়েছিল। প্রথম বিবাহ ছাত্র যমানাতেই হয়ে গিয়েছিল। তাঁর সম্মানিতা স্ত্রীও وَالطَّيِّبٰتُ لِلطَّيِّبِيْنَ বা "নেককার রমণীগণ নেককার পুরুষদের জন্য" (সূরা নূরঃ আয়াত নং ২৬) আয়াতের সুস্পষ্ট নমূনা ছিলেন। হযরত হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. এর নিকট বাইআত



ছিলেন। তাঁর থেকে চারজন ছেলে জন্মলাভ করে। ছোটকালেই যাঁদের ইন্তিকাল হয়ে গিয়েছিল। সম্মানিতা স্ত্রীর ইন্তিকালের পর তিনি দ্বিতীয় বিবাহ করেন। বর্তমান সমস্ত সন্তান এই স্ত্রীর গর্ভেই হয়েছেন। ইনিও প্রথমা স্ত্রীর ন্যায় নেকদিল, লজ্জাবতী, বিদূষী, নেকসীরত ও খুবসূরত নারী ছিলেন। তাঁর থেকে তিন কন্যা এবং এক পুত্র হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ সফিউল্লাহ খান ছাহেব (হযরত ভাইজান) জন্ম লাভ করেন। যিনি পরিপূর্ণ শিক্ষা মাদরাসা মিফতাহুল উলূম জালালাবাদেই সম্পন্ন করেন। ১৩৭৮ হিজরীতে এ মাদরাসা থেকেই ফারাগাতের সনদ লাভ করেন। এবং নিজ সম্মানিত পিতার স্নেহের ছায়ায় থেকে জাহেরী ও বাতেনী কামালাত অর্জন করেন। এক লম্বা সময় পর্যন্ত এই মাদরাসাতেই দরসে নিযামীর প্রাথমিক কিতাবাদী হতে শুরু করে হেদায়া পর্যন্ত দরস দিয়েছেন। ১৩৯৭ হিজরীতে হযরত মাসীহুল উম্মাত রহ. মাদরাসার ইহতিমাম ও ইনতিযামের দায়িত্ব তাঁর হাতে সোপর্দ করেন। যেটাকে তিনি অদ্যাবধি অত্যন্ত সুচারুরূপে আঞ্জাম দিয়ে চলেছেন।

"হযরতজী" মাসীহুল উম্মাত রহ. নিজ ইন্তিকালের এক বছর পূর্বে (পহেলা যিলকদ ১৪১২ হিজরীতে) তাঁকে "বাতেনী দৌলতের"ও আমানতদার বানিয়ে দিয়ে গেছেন। এবং তাঁকে খেলাফতের মর্যাদায় ভূষিত করেছেন।

## ওফাত

হযরত মাসীহুল উম্মাত রহ. নিজ জীবনের চুরাশিটি মানযিল অতিক্রম করেছিলেন। এই বৃদ্ধ মুসাফির চলতে চলতে অনেক ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। এখন তাঁর আরামের ভীষণ প্রয়োজন ছিল। এছাড়া শারীরিক অসুস্থতা দীর্ঘদিন থেকে কিছুতেই তাঁকে ছাড়ছিল না। রোগের কারণে খুব বেশি দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। অবশেষে ১৪১৩ হিজরীর ১৭ জুমাদাল উলা, মোতাবিক ১২ নভেম্বর ১৯৯২ ঈসায়ী পৃথিবীর সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে মহান আল্লাহর যিকিরে থাকা অবস্থায় এই পরিপূর্ণ সূর্য যা "সারায়ে বিরলা" থেকে অমিত তেজের সাথে উদিত হয়েছিল, জালালাবাদের মাটিতে ডুবে গেল। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

১৭ জুমাদাল উলার দিনটিও বড় অদ্ভুত একটি দিন ছিল। ঐ দিন এক আশেকে নবীর জানাযা খুব ধুম-ধামের সাথে বের হচ্ছিল। জানাযা বের হওয়া মাত্রই জমিন কেঁপে উঠল, আকাশ দুলে উঠল। মানুষদের মধ্যে ছিল অদ্ভুত প্রকৃতির নীরবতা। প্রায় আড়াই লক্ষের কাছাকাছি মানুষ একত্রিত হল। শোকের আতিশয্যে মানুষ স্রোতের মত আসছিল। পুরো ময়দান এক জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছিল। কবির ভাষায় এভাবে বলা যায় :

اگر یہ دیکھنا چاہو قیامت کس کو کہتے ہیں
اٹھو محفل سے باہر آؤ اپنی رہ گذر دیکھو

যদি দেখতে চাও কিয়ামত কাকে বলে? তাহলে মাহফিল থেকে উঠে বাইরে আস। স্বীয় চলাচলের পথটা একটু দেখ।

ঐ সময় এক অত্যাশ্চর্য অবস্থা ছিল। প্রত্যেকেই শেষ সাক্ষাতের জন্য উদগ্রীব আর প্রত্যেকেই কবর পর্যন্ত পৌঁছার জন্য পেরেশান দেখা যাচ্ছিল।

প্রায় চারটার দিকে দাফন কাফন সম্পন্ন হয়। আর জানাযার নামায হযরতের শেষ জীবনের খাদেম জনাব মাওলানা ইনায়েতুল্লাহ ছাহেব লন্ডনী পড়ান। সকলেই নিজ অন্তরে পাথর রেখে অশ্রুসিক্ত নয়নে হযরতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনপূর্বক এই নশ্বর দেহকে মাটির কাছে সমর্পণ করেন।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হযরত মাসীহুল উম্মাত রহ. এর পূর্ণ মাগফিরাত নসীব করুন। তাঁর দারাজাত বুলন্দ করুন এবং তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউসের উঁচু মাকাম দান করুন। আমীন, ছুম্মা আমীন।

### তথ্যসূত্র


১। মুফতী মুহাম্মাদ নাঈম ছাহেব এলাহাবাদী, সম্পাদক "মিফতাহুল খাইর" পত্রিকা জালালাবাদ, মুযাফফার নগর এর নিবন্ধ।

২। বাযমে আশরাফ কে চেরাগ, পৃ: ৪২-৪৩

৩। খুলাফায়ে হাকীমুল উম্মত পৃ: ২০৫ হতে ২০৭ পর্যন্ত।




## ৭

উপমহাদেশের অন্যতম হাদীস বিশারদ, আধ্যাত্মিক জগতের নীরব সাধক, উলামায়ে কেরামের মাথার মুকুট

# হযরত মাওলানা হেদায়াতুল্লাহ (মুহাদ্দিস ছাহেব)

রহমাতুল্লাহি আলাইহি

(১৩৩১-১৪১৬ হি:
১৯১৪-১৯৯৬ ইং)

### নাম ও উপাধি

হযরত রহ. এর বরকতময় নাম হল হেদায়েতুল্লাহ। আর হযরতের পবিত্র উপাধি ছিল "মুহাদ্দিস ছাহেব"।

### পিতৃবংশ

হযরতের পিতার নাম ছিল শাহ মুবারাকুল্লাহ। দাদার নাম ছিল শাহ কাসেম এরং পর দাদার নাম ছিল শাহ হাসান।

### মাতৃবংশ

হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব হুযূরের মাতার নাম হাসনা বানু। নানার নাম ছিল আব্দুল্লাহ পাটোয়ারী। পর নানার নাম নেয়ামতুল্লাহ পাটোয়ারী।

### শুভ জন্ম

হযরত ওয়ালা মুহাদ্দিস ছাহেব রহ. ১৯১৪ ইং সনের এক পবিত্র মুহূর্তে জন্মগ্রহণ করেন।

## মুহাদ্দিস ছাহেব হুযূরের উস্তাযবৃন্দ

শহীদ বাড়িয়া জামিআ ইউনুসিয়ায় যাঁদের কাছে পড়েছেন তাঁদের কয়েকজনের নাম :

১। মুজাহিদে আযম আল্লামা শামসুল হক ফরিদপুরী ছাহেব রহ.

২। হযরত মাওলানা মুহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী হুযূর রহ.

৩। হযরত মাওলানা আব্দুল ওয়াহহাব পীরজী হুযূর রহ.

৪। হযরত মাওলানা সফিউল্লাহ ছাহেব রহ.

৫। মাওলানা আব্দুল কারীম ছাহেব রহ. প্রমুখ

## দারুল উলূম দেওবন্দে হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব রহ. এর উস্তাযগণের মধ্যে কয়েকজন

১। শাইখুল ইসলাম মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ.

২। শাইখুল আদব মাওলানা এযায আলী ছাহেব রহ.

৩। ইমামুল মাকূলাত মাওলানা ইবরাহীম বলয়াভী রহ.

৪। হযরত মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ.

৫। হযরত মাওলানা মিয়া আসগার হুসাইন দেওবন্দী রহ.

৬। মাওলানা বশীরুদ্দীন খান রহ.

৭। মাওলানা রাসূল খান ছাহেব রহ.

৮। মাওলানা শামসুল হক আফগানী ছাহেব রহ.

৯। মাওলানা ইদরীস কান্ধলভী রহ.

১০। শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা ক্বারী তায়্যিব ছাহেব রহ.

এছাড়া হযরত মাওলানা যফর আহমাদ উসমানী ছাহেব রহ. (হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. এর প্রধান খলীফা ও ভাগিনা)-এর কাছেও থানাভবনে অবস্থানকালীন সময়ে দ্বিতীয়বার মিশকাত শরীফ পড়েছেন।



## হযরতের সমসাময়িক কয়েকজন সহপাঠী

১। হযরত মাওলানা মুফতী মুহিউদ্দীন ছাহেব রহ. (সাবেক মুফতী বড় কাটারা মাদরাসা, ঢাকা)

২। হযরত মাওলানা আব্দুল কাইউম ছাহেব চাটগামী। (সাবেক মুহাদ্দিস, হাটহাজারী মাদরাসা)

৩। হযরত মাওলানা হাবীবুর রহমান ছাহেব মোমেনশাহী।

৪। হযরত মাওলানা মুশাহিদ আলী ছাহেব সিলেটী।

৫। হযরত মাওলানা আব্দুল আযীয ছাহেব হাটহাজারী মাদরাসা, চট্টগ্রাম।

৬। হযরত মাওলানা নূরুল হক ছাহেব (সাবেক মুহাদ্দিস, জিরী মাদরাসা চট্টগ্রাম)

৭। হযরত মাওলানা রাহমাতুল্লাহ ছাহেব। (সাবেক উস্তায, বড় কাটারা মাদরাসা ঢাকা)

৮। হযরত মাওলানা তাফাযযুল হুসাইন ছাহেব (১ নম্বর হুযূর বড় কাটারা মাদরাসা ঢাকা)

৯। হযরত মাওলানা মীর ছাহেব রহ. পটিয়া মাদরাসা।

১০। হযরত মাওলানা সা'দুল্লাহ ছাহেব। (মুহাদ্দিস ছাহেব হুযূরের ভাই)

## আসাতিযায়ে কিরামের দৃষ্টিতে হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব রহ.

ঈর্ষণীয় পাণ্ডিত্য, অবাক করা মেধাশক্তি আর পরম সুন্দর আখলাকের কারণে হযরতের সকল উস্তাযগণ তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন।

## মুহাদ্দিস ছাহেব রহ. হযরত মাদানীর দৃষ্টিতে

দাওরার বছর অসুস্থতার দরুন হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব রহ. বার্ষিক পরীক্ষা দিতে পারেননি। তখন দ্বিতীয়বার দাওরা পড়তে চাইলেন। উস্তাযগণ বললেন : তোমার দ্বিতীয়বার দাওরা পড়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু হযরতের প্রবল আগ্রহ দেখে এক পর্যায়ে উস্তাযগণ অনুমতি

দিয়েছেন। তবে যেহেতু তিনি বার্ষিক পরীক্ষা দেননি, একারণে হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব মাদরাসা থেকে খানা পাওয়ার ব্যাপারে কিছুটা চিন্তিত ছিলেন। এক ছাত্র হযরত মাদানী রহ. কে বিষয়টা জানালে হযরত মাদানী মমতা মিশ্রিত কণ্ঠে বললেন : তাঁর খানা আমার যিম্মায় থাকল। এছাড়া হযরত মাদানী রহ. নিজ বাসা থেকেও এ প্রিয় ছাত্রের জন্য নিয়মিত দুধের ব্যবস্থাও করতেন।

## শাইখুল আদব মাওলানা এযায আলী রহ. এর দৃষ্টিতে

শাইখুল আদব হযরত মাওলানা এযায আলী ছাহেব রহ. হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব রহ. কে খুবই স্নেহ করতেন। একবার হযরত মুহাদ্দিস ছাহেবের ব্যাপারে কিছু হিংসুক ছাত্র এযায আলী রহ. এর কাছে নালিশ করলে তিনি এই বলে নাকচ করে দিলেন যে, "হেদায়েতুল্লাহর দ্বারা একাজ কখনোই হতে পারে না"।

হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব রহ. এর নিকট পাঠানো একটি পত্রে শাইখুল আদব রহ. লিখেন : "আপনার পত্র পেয়েছি। আমি তো আপনাদের কোন খেদমত করতে পারিনি। তবে এ কথা নিশ্চিত যে, যে ছাত্ররা দারুল উলূম দেওবন্দে যোগ্যতা ও গভীর একাগ্রতায় ইলম হাসিলে লিপ্ত থাকে, তাদেরকে দেখলে আমার খুব ভাল লাগে। আপনিও এমনি একজন ছিলেন। আমার আশা যে, কোন না কোন সময়ে আমার ঈমানের সাথে মৃত্যু নসীব হওয়ার জন্য আপনি আমাকে দু'আর মধ্যে স্মরণ করবেন"।

## হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব রহ. এর কর্মজীবন

উস্তাযবৃন্দ ও আপন মুরশিদ হযরত হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. এর দু'আ নিয়ে দেশে ফেরার পর দরস ও তাদরীসের মাধ্যমে হযরত পায় ৬০ বছরের বর্ণাঢ্য কর্মজীবন আরম্ভ করেন। দেশে ফিরে তিনি প্রথমে জামি'আ হুসাইনিয়া আশরাফুল উলূম বড়কাটারা মাদরাসায় যোগদান করেন। দীর্ঘ এক যুগ এখানে হাদীস ও অন্যান্য কিতাবের দরস দেয়ার পর ১৩৭০ হি: মোতাবিক ১৯৫০ ইং সালে লালবাগ জামি'আ কুরআনিয়া আরাবিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর আপন মুরব্বী হযরত ছদর ছাহেব রহ. এর সাথে এখানে আসেন। এখানে টানা ১৬ বছর



মুহতামিম বা অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালনসহ মোট ৩৪ বছর ইলমে নববীর খেদমত আঞ্জাম দেন। অবশেষে ১৯৮৪ ইং সাল থেকে ১৯৯৬ ইং সাল তথা আখেরাতের সফরে রওয়ানা হওয়ার আগ পর্যন্ত অর্থাৎ যিন্দেগীর শেষ ১২ বছর যাত্রাবাড়ী মাদরাসায় দরস তাদরীসের খেদমতে নিয়োজিত থাকেন।

## অন্যান্য অবদান

হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব রহ. মাদরাসা পরিচালনা ও পাঠদানের ব্যস্ততার সাথে সাথে আরো বেশ কিছু খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। তার মধ্যে একটি হল 'ইমামত'। তিনি বিভিন্ন মসজিদে ইমাম ও খতীব হিসেবে অত্যন্ত সুনামের সাথে এ দায়িত্বদ্বয় আঞ্জাম দিয়েছেন।

এছাড়া ফরিদাবাদ মাদরাসার প্রথম প্রতিষ্ঠাতা মুতাওয়াল্লী হযরত মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী রহ. এর ইন্তিকালের পর ১৯৬৯ ইং সাল হতে ১৯৯৬ সালে তাঁর ইন্তিকাল পর্যন্ত অত্যন্ত বিশ্বস্ততা ও নিষ্ঠার সাথে অত্র মাদরাসার মুতাওয়াল্লী পদে সমাসীন ছিলেন। এর সাথে সাথে তিনি তাঁর উস্তায হযরত ছদর ছাহেব রহ. এর নির্দেশে বেশ কিছু কলমী খেদমতও আঞ্জাম দিয়েছেন। القول الصحيح في ركعات التراويح তথা "তারাবীহ নামাযের রাকআতের ব্যাপারে সঠিক মত" হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব রহ. এর চমৎকার একটি রচনা। যার ভূমিকা লিখেছেন স্বয়ং ছদর ছাহেব রহ.। গ্রন্থটি উর্দূ ভাষায় রচিত। অনুরূপভাবে এমদাদিয়া লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত বাংলা কুরআন তরজমার সম্পাদকমন্ডলীর অন্যতম সদস্য ছিলেন হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব রহ.।

হযরত ছদর ছাহেব রহ. এর বিভিন্ন রচনার ক্ষেত্রেও তিনি সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন।

## হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব রহ. যে সব কিতাব দরস দিয়েছেন

১। মিশকাত শরীফ ১ম খন্ড

২। তিরমিযী শরীফ ১ম খন্ড

৩। বুখারী শরীফ

৪। মুসলিম শরীফ
৫। নাসায়ী শরীফ
৬। মুআত্তা মুহাম্মাদ
৭। শরহে আকায়িদ
৮। হেদায়া
৯। মাকামাতে হারীরী
১০। শরহে জামী
১১। মুখতাসারুল মাআনী
১২। শরহে বেকায়া
১৩। বাইযাবী শরীফ
১৪। নূরুল আনওয়ার
১৫। কানযুদ দাকায়িক
১৬। কুতবী
১৭। কাফিয়া ইত্যাদি।

## হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব রহ. এর বিশিষ্ট ছাত্র ও শিষ্যবৃন্দ

১। হযরত মাওলানা আব্দুল মাজীদ ঢাকুবী হুযূর রহ.

২। হযরত মাওলানা আব্দুল্লাহ ছাহেব রহ.

৩। হাফেয মাওলানা মুহসিন ছাহেব রহ.

৪। শাইখুল হাদীস আল্লামা আযীযুল হক ছাহেব রহ.

৫। হযরত মাওলানা সালাহুদ্দীন ছাহেব শায়েখজী হুযূর রহ.

৬। মাওলানা সৈয়দ ফযলুল করীম পীর ছাহেব চরমোনাই

৭। মাওলানা মাযহারুল হক ছাহেব রহ.

৮। মাওলানা মুফতী মনসূরুল হক ছাহেব (দা: বা:) প্রধান মুফতী ও শাইখুল হাদীস জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

৯। মাওলানা হিফযুর রহমান ছাহেব (দা: বা:) মুহতামিম ও মুহাদ্দিস জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ছাহেবযাদা মুহাদ্দিস ছাহেব রহ.



১০। মাওলানা আব্দুল মতীন বিন হুসাইন (দা: বা:) পীর ছাহেব ঢালকানগর।

১১। মুফতী আবুল হাসান মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ছাহেব। মুদীর মারকাযুদ দাওয়াহ আল ইসলামিয়া ঢাকা।

১২। মাওলানা মুফতী দেলাওয়ার হুসাইন ছাহেব মুহতামিম ও শাইখুল হাদীস জামি'আ ইসলামিয়া মিরপুর ঢাকা।

১৩। মাওলানা গোলাম মাওলা ছাহেব, মুহতামিম জামি'আ রশীদিয়া, গাজীপুর।

১৪। হাফেয মাওলানা যুবায়ের ছাহেব, শূরা সদস্য কাকরাইল তাবলীগী মারকায, ঢাকা।

১৫। মাওলানা নূরুল ইসলাম ওলীপুরী ছাহেব, দেশখ্যাত মুফাসসিরে কুরআন।

## হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব রহ. এর ইলমী মাকাম

### ভিনদেশী উলামায়ে কিরামের মন্তব্য :

১। বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা ইউসুফ বানূরী ছাহেব রহ. বলেন : "বর্তমানে কারো দরসে হাদীসের প্রতি আমার আস্থা হয় না। শুধুমাত্র হেদায়েতুল্লাহ ছাহেবের দরসে হাদীসের প্রতি আস্থা হয়"।

২। শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী ছাহেব হাফিযাহুল্লাহ বলেন : এশিয়া মহাদেশের সবচেয়ে বড় আলেম হলেন হযরত মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ ছাহেব।

৩। আরেফবিল্লাহ হযরত ওয়ালা শাহ হাকীম মুহাম্মাদ আখতার ছাহেব রহ. বলেন : হেদায়েতুল্লাহ ছাহেব জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ আলেম।

৪। মাওলানা ওসী আহমাদ নোমানী ছাহেব রহ. বলেন: "আমি এখানকার (পাকিস্তানের) বড় ছোট অনেক আলেমকে যাচাই করেছি। কিন্তু আমাদের হেদায়েতুল্লাহ ছাহেবের ধারে কাছেও কাউকে পাইনি"।

৫। মুফতী ওলী হাসান টুংকী রহ. বলেন: "তিনি অনেক বড় মানুষ। দেওবন্দে তাঁর তাকরারের মজলিস দরসগাহের রূপধারণ করত"।

৬। পাকিস্তানের খ্যাতনামা আলেম মাওলানা সালীমুল্লাহ খান ছাহেব একবার বলেছিলেন: "মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ ছাহেব রহ. কে তো আমাদের আকাবিরের মধ্যে গণ্য করা হয়"।

**বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় আলেমদের অভিমত :**

১। হযরত শাইখুল হাদীস আল্লামা আযীযুল হক ছাহেব রহ. বলেন: "হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব রহ. এর ইলমী মাকাম শুধু উচ্চ নয় বরং সর্বোচ্চ ছিল। তাঁর পড়ানোর পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত নিখুঁত, ছাত্ররা সবাই তাঁর কাছে কিতাব পড়ার দরখাস্ত করত"।

শাইখুল হাদীস ছাহেব রহ. আরো বলেন : "ইহতিমামের দায়িত্বের পাশাপাশি ইলমী উন্নতির পথ বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু কারী তৈয়ব ছাহেব এবং মাওলানা হেদায়াতুল্লাহ ছাহেবকে ইহতিমামের এ দায়িত্বের সাথে ইলমের যে মাকাম আল্লাহ পাক দান করেছেন তা আমাদের উপলব্ধির অনেক ঊর্ধ্বে"।

২। হযরত ঢাকুবী হুযূর রহ. বলতেন : "লালবাগ কুতুবখানায় এমন কোন কিতাব নেই, যেটা হেদায়েতুল্লাহ ছাহেব মুতালাআ করেননি।"

৩। শাইখুল হাদীস মুফতী ফযলুল হক আমীনী ছাহেব রহ. বলেন : "হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব রহ. এর ইলমী মাকাম এত উঁচু ছিল যে, হযরত মুফতী দ্বীন মুহাম্মাদ খান ছাহেবের মত ব্যক্তি বুখারী শরীফ ২য় খন্ড পড়ানোর সময় অনেক বিষয় হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব রহ. কে জিজ্ঞেস করতেন"।

৪। দেশবরেণ্য আলেম হযরত মাওলানা সালাহুদ্দীন ছাহেব রহ. বলেন : "ইলমে তরীকতে হয়ত হাফেজ্জী হুযূর রহ. বড় ছিলেন, কিন্তু হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব রহ. জাহেরী ইলমে বড় ছিলেন"।

৫। উম্মুল মাদারিস হাটহাজারী মাদরাসার শাইখুল হাদীস মাওলানা আব্দুল আযীয ছাহেব রহ. বলেন: "মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ ছাহেব



আসলে পূর্বের যুগের আওলিয়ায়ে কেরামের নমূনার একজন বুযুর্গ আলেম ছিলেন। ঢাকার এমন পরিবেশে এই ধরনের আলেম পাওয়া খুবই মুশকিল"।

৬। বিশিষ্ট আলেম ও মুফাসসির মাওলানা দ্বীন মুহাম্মাদ খান ছাহেব রহ. বলেন: "মুহাদ্দিস অনেক পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের মুহাদ্দিস ছাহেব হুযূরের মত মুহাদ্দিস সহজে পাওয়া যায় না"।

## সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দের দৃষ্টিতে হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব রহ. এর ইলমী মর্যাদা

**১। হযরত যফর আহমাদ উসমানী রহ. এর দৃষ্টিতে :**

(ক) একবার মুফতী ফযলুল হক আমীনী ছাহেব রহ. পাকিস্তানে হযরত যফর আহমাদ উসমানী রহ. এর দরসে বসে একটি প্রশ্ন করেছিলেন। তখন যফর আহমাদ উসমানী রহ. বললেন : "তোমাদের নিকট হেদায়েতুল্লাহ ছাহেবের মত মুহাদ্দিস বিদ্যমান থাকতে আমাকে প্রশ্ন করছ কেন?"

(খ) মাওলানা ওয়াহিদুল হক ছাহেব রহ. বলেন: হযরত যফর আহমাদ উসমানী রহ. মুহাদ্দিস ছাহেব হুযূর রহ. এর বুখারীর দরসের উচ্ছসিত প্রশংসা করতেন।

(গ) হযরত যফর আহমাদ উসমানী রহ. মাঝে মাঝে মুহাদ্দিস ছাহেবের তিরমিযীর দরসে গিয়ে বসতেন।

**২। হযরত ছদর ছাহেব হুযূর রহ. এর দৃষ্টিতে :**

(ক) "আমাদের লালবাগ মাদরাসায় দুটি কুতুবখানা আছে। একটি বাহ্যিক কুতুবখানা, যা তোমরা দেখতে পাচ্ছ। আরেকটি হল যিন্দা কুতুবখানা। আর তা হল মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ ছাহেব"।

(খ) "আমাদের মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ ছাহেবকে আল্লাহ ইলমের দরিয়া দান করেছেন"।

(গ) "যদি কারো বুযুর্গীর প্রয়োজন হয়, হাফেজ্জীর কাছে যাও। আর যদি কারো ইলমের প্রয়োজন হয় হেদায়েতুল্লাহ ছাহেবের কাছে যাও"।

**৩। হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ. এর দৃষ্টিতে**

(ক) একবার ছাত্রদেরকে উদ্দেশ্য করে হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ. বলেন : "আমি আগামী বছর মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ ছাহেবের দরসে বসব। কারণ হাদীসে তাঁর মত মাহারাত ও লিয়াকাত এ যুগে আল্লাহ তাআলা আর কাউকে দান করেন নি"।

(খ) হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ. এর কামরায় কোন মাসআলা নিয়ে আলোচনা হলে বিভিন্ন হুযূর বিভিন্ন মত পেশ করতেন। তখন হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ. বলতেন: "ভাই! আমাদের মুহাদ্দিস ছাহেব কী বলল?" আর মুহাদ্দিস ছাহেব যেটা বলতেন, হুযূর তার উপরই আস্থা রাখতেন, এবং সবাই সেটা মেনে নিত।

(গ) শাইখুল হাদীস মাওলানা মুজীবুর রহমান ছাহেব বলেছেন: হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ. হাদীসের কিতাব বুকে করে মুহাদ্দিস ছাহেব রহ. এর কাছে চলে যেতেন সমস্যা সমাধান করার জন্য। আমাদের দরসে বলতেন: "এ মাসআলাটি মুহাদ্দিস ছাহেবকে জিজ্ঞেস করুন"।

## হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব রহ. এর পারিবারিক জীবন

### শুভ বিবাহ

১৯৪০ ঈসায়ী মুতাবিক ১৩৫৯ হিজরীর কোন এক সময় হযরতের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়।

### সন্তান-সন্ততি

হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব রহ. এর ঘরে মোট পাঁচ ছেলে তিন মেয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ইন্তিকালের সময় তিনি তিন ছেলে দুই মেয়ে রেখে যান।

ছেলেরা হলেন ১। হাফেয মাওলানা ফযলুর রহমান ছাহেব রহ.। সাবেক শিক্ষক মুমিনপুর মাদরাসা চাঁদপুর। ২। হাফেয মাওলানা হিফযুর



রহমান ছাহেব দা. বা. মুহতামিম ও প্রবীণ মুহাদ্দিস জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, মুহাম্মাদপুর ঢাকা। ৩। হাফেয ফয়যুর রহমান ছাহেব দা. বা. শিক্ষক মাদরাসায়ে দাওয়াতুল হক, দেওনা কাপাসিয়া গাজীপুর।

বড় জামাতা মরহুম মাওলানা হাশমাতুল্লাহ ছাহেব। সাবেক শিক্ষক, বড় কাটারা মাদরাসা, ঢাকা। প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম মিফতাহুল উলূম মাদরাসা দক্ষিণ দীঘল, মতলব, চাঁদপুর।

ছোট জামাতা মাওলানা আব্দুল মান্নান ছাহেব। ঢাকার একটি মাদরাসার মুহাদ্দিস ও বিভাগীয় প্রধান।

## হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব রহ. এর অসাধারণ গুণাবলী

কম কথা বলা

সাধারণ পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করা

নাজুকতা ও লাজুকতা

গাম্ভীর্যতা ও আত্মবিলোপ

বিনয় ও নম্রতা

খেদমত গ্রহণে অনীহা

প্রাণীকুলের প্রতি দয়া ও মায়া

যিম্মাদারী বা দায়িত্ব সচেতনতা

নির্দোষ কৌতুক ও হাস্য রসিকতা

ধৈর্য ও সহনশীলতা

তালিবে ইলমদের প্রতি সীমাহীন স্নেহশীলতা

প্রতিটি কাজে সুন্নাতে নববীর অনুসরণের স্পৃহা

দান ও আতিথেয়তা ইত্যাদি।

## ইন্তিকাল, জানাযা ও দাফন

১৪১৬ হিজরীর ২রা যিলকদ মুতাবিক ১৯৯৬ ঈসায়ীর ২২ মার্চ শুক্রবার, বাদ ফজর হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব হুযূর রহ. লাখো ভক্তবৃন্দ,

ছাত্র ও গুণগ্রাহীদেরকে শোকসমুদ্রে ভাসিয়ে মাওলায়ে হাকীকীর সাথে গিয়ে মিলিত হন। জাতীয় ঈদগাহে হযরতের জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। পঙ্গপালের মত মানুষ সেখানে ছুটে আসে। হযরতের মেঝ ছাহেবযাদা ঐতিহ্যবাহী জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়ার তদানীন্তন শিক্ষাসচিব বর্তমান প্রিন্সিপ্যাল হযরত মাওলানা হিফযুর রহমান ছাহেব দা. বা. জানাযার নামায পড়ান।

হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব হুযূর রহ. এর ওসিয়ত অনুযায়ী তাঁর শেষ কর্মস্থল জামি'আ ইসলামিয়া দারুল উলূম মাদানিয়া যাত্রাবাড়ী মাদরাসা প্রাঙ্গনে মসজিদের ঠিক উত্তরপার্শ্বে হুযূরকে দাফন করা হয়। হাজারো মানুষের চোখ ছিল তখন অশ্রু ভারাক্রান্ত। অশ্রু ভারাক্রান্ত আকাশও তখন কেঁদে ফেলেছিল।

আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত পর্যন্ত হযরত রহ. এর কবরে রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করুন। আমীন।

### তথ্যসূত্র

হায়াতে মুহাদ্দিস ছাহেব রহ. (বিভিন্ন রচনা) সংকলক : মাওলানা মুফতী আহমাদুল্লাহ ছাহেব দা. বা. মুহাদ্দিস জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া মুহাম্মাদপুর ঢাকা।

প্রকাশনায় : মাকতাবাতুল আশরাফ, বাংলাবাজার ঢাকা।



(৮)

## মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক ছাহেব হক্কী রহ.

(১৩৩৯-১৪২৬ হিঃ। ১৯২০-২০০৫ ইং)

সর্বশেষ খলীফা : হাকীমুল উম্মাত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত
হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.

### পবিত্র জন্ম

১৩৩৯ হিঃ মোতাবেক ২০ ডিসেম্বর ১৯২০ ইং

### সম্মানিত পিতা

হযরত রহ. এর পিতা হলেন জনাব উকীল মওলভী মাহমূদুল হক ছাহেব রহ.। তিনি আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসায় নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি হাকীমুল উম্মাত হযরত থানভী রহ. এর পরিপূর্ণ ফয়েয অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। অপরদিকে হযরত থানভী রহ. তাঁর উপর অবিচল আস্থার ভিত্তিতে তাঁকে মুজাযে সোহবতদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন।

### সম্মানিতা মাতা

হযরত রহ. এর সম্মানিতা মাতা খুবই বিনম্র মিশুক এবং সম্ভ্রান্ত পরিবারের ভদ্র মহিলা ছিলেন।

### বিসমিল্লাহ

হযরতের লেখাপড়ার বিসমিল্লাহ (হাতেখড়ি) দারুল উলূম দেওবন্দের মুহাদ্দিস বিশিষ্ট বুযুর্গ হযরত মাওলানা আসগার হুসাইন ছাহেবের মাধ্যমে করানো হয়।

## পবিত্র কুরআন হিফয

মহান রাব্বুল আলামীন হারদূয়ী হযরতকে শৈশবকাল থেকেই ইলমী, দ্বীনী ও আধ্যাত্মিক পরিবেশ দান করেছিলেন। এজন্য যখন তাঁকে পড়াশোনার জন্য বসানো হয় এবং পবিত্র কুরআনের হিফয শুরু করানো হয়। তখন তিনি খুবই অল্প সময়ে তা সমাপ্ত করতে সক্ষম হন। মাত্র ৮ বছর বয়সে তিনি পূর্ণ কুরআন শরীফ হিফয সমাপ্ত করেন।

## মাযাহিরুল উলূম মাদরাসায় অধ্যয়ন

১৩৪৯ হিঃ মোতাবেক ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ১০ বছর বয়সে তিনি ভারতের সাহারানপুরের বিখ্যাত মাদরাসা মাযাহেরুল উলূমে ভর্তি হন। এবং টানা নয় বৎসর এখানে পড়াশোনা করে অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত করেন। বার্ষিক পরীক্ষায় তিনি তাঁর দরসের সব সাথীকে পিছনে ফেলে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং মূল্যবান ৯টি কিতাব পুরস্কার লাভ করেন।

## মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক ছাহেব রহ. এর বিশিষ্ট উস্তাদগণ

**১। হযরত মাওলানা শাহ মুহাম্মাদ আসআদুল্লাহ ছাহেব রহ.।**

তিনি হাকীমুল উম্মাত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর বিশিষ্ট খলীফা ছিলেন, হযরত থানভী ছাত্রদেরকে বাইআত করতেন না। কিন্তু তাঁর অসাধারণ যোগ্যতা এবং সম্ভাবনাময় উজ্জ্বল ভবিষ্যত অনুভব করে ছাত্র যমানাতেই তাঁকে বাইআত করে নেন।

১২৭৪ হিজরীর ১লা মুহাররাম থেকে তিনি মাযাহেরুল উলূম সাহারানপুরের প্রধান নাযেম মনোনীত হন।

২। **রাঈসুল আসাতিযাহ মাওলানা আব্দুর রহমান কামেলপুরী রহ.।** তিনি টানা ২৩ বছর মাযাহিরুল উলূমের সাদরুল মুদাররিসীন তথা প্রধান শিক্ষক ছিলেন। এবং মোট পঁয়ত্রিশ বছর এখানে শিক্ষকতা করেন। হযরত মাওলানা উর্দূ, ফার্সী, আরবী, পশতু, পাঞ্জাবী ও বাংলা ভাষা খুব ভালো জানতেন।



তিনি সর্বপ্রথম হযরত মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী মুহাজিরে মাদানীর সাথে ইসলাহী সম্পর্ক স্থাপন করেন। তাঁর ইন্তিকালের পর তিনি হাকীমুল উম্মাত হযরত থানভী রহ. এর সঙ্গে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেন। মাওলানা থানভী বলতেন: মাওলানা ‘কামেলপুরী’ নন বরং কামেলপুরে অর্থাৎ, পরিপূর্ণ।

তিনি মাযাহিরুল উলূমের প্রধান শিক্ষক থাকা অবস্থায় হযরত হাকীমুল উম্মাত থানভী তাঁকে খিলাফত দান করেন।

**৩। হযরত মাওলানা সায়্যিদ আব্দুল লতীফ ছাহেব রহ.। ভূতপূর্ব শিক্ষাসচিব, মাযাহিরুল উলূম মাদরাসা, সাহারানপুর।**

তিনি বহু বছর হাদীস শাস্ত্রের সর্বোচ্চ কিতাব বুখারী শরীফের পাঠদান করেন। ১৩৪৫ হিঃ থেকে নিয়ে ১৩৭২ হিঃ পর্যন্ত টানা ২৭ বছর তিনি বুখারী শরীফ দ্বিতীয় খন্ডের পাঠদান করেন। তিনি হযরত মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী রহ. এর নিকট বাইআত হন এবং শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া ছাহেব রহ. এর নিকট থেকে ইজাযত ও খিলাফত লাভ করেন।

**৪। ফকীহুল উম্মাত হযরত আকদাস মুফতী মাহমূদ হাসান গাঙ্গুহী রহ.**

তিনি তাফসীর, হাদীস, ফিকহ-ফাতাওয়া, সীরাত, তারীখ, রিজাল, আদব, নাহব, সরফ, মানতিক, ফালসাফা ও অন্যান্য বহু শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

তিনি একদিকে মুফতীয়ে আযম, অপরদিকে শাইখুল আদব। একদিকে নাহব-সরফের ইমাম, অপরদিকে শাইখে তরীকত। তাঁর মজলিস জ্ঞান-বিজ্ঞানের উত্তাল তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সাগর বলে মনে হত। তাঁর ফাতাওয়াসমগ্র বিশ ভলিউমে মুদ্রিত হয়ে বিশ্বব্যাপী ব্যাপক সুনাম ও গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে। তিনি মুহিউস সুন্নাহ হারদূয়ী হযরতকে খুবই স্নেহ করতেন।

হযরত মুফতী ছাহেব রহ. এর একথা প্রসিদ্ধ যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা যখন জিজ্ঞেস করবেন যে, দুনিয়া থেকে কী এনেছ?

তখন মাওলানা ক্বারী সিদ্দীক আহমাদ এবং মাওলানা আবরারুল হক ছাহেবের নাম পেশ করব।

**৫। শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া ছাহেব রহ.**

১৩১৫ হিজরীতে তাঁর জন্ম। তাঁর শাইখ হযরত মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী রহ. সুনানে আবূ দাউদের ভাষ্যগ্রন্থ বাযলুল মাজহুদ লিখার জন্য তাঁকে প্রধান সহযোগী বানিয়েছিলেন। ১৩৩৫ হিজরীর মুহাররাম মাসে তিনি মাযাহিরুল উলূম মাদরাসায় খুব অল্প বেতনে উসতায নিযুক্ত হন।

১৩৪৪ হিজরীতে তাঁর শাইখের পক্ষ থেকে পূর্ণ খেলাফত লাভ করেন।

তিনি হাদীস শাস্ত্রের জীবন্ত কিংবদন্তী ছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর অসাধারণ কিছু রচনা আছে। ফাযায়েলে আমাল তাঁকে দিয়েছে বিশ্বব্যাপী খ্যাতি। তিনি মুহিউস সুন্নাহ হযরত ওয়ালা হারদূয়ীকে খুবই স্নেহ করতেন। হারদূয়ী হযরত রহ. তাঁর কাছে বুখারী শরীফ প্রথম খন্ড ও আবূ দাউদ শরীফ পূর্ণ কিতাব পড়েছেন।

১লা শাবান ১৪০২ হিজরী সোমবার মাদীনা মুনাওয়ারায় শাইখুল হাদীস ছাহেব রহ. ইন্তিকাল করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে দাফন করা হয়।

## মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক ছাহেব রহ. এর অধ্যাপনা বা কর্মজীবন

### মাযাহিরুল উলূমে নিয়োগ প্রাপ্তি :

মাযাহিরুল উলূমের সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ তাঁদের বহুগুণের অধিকারী প্রিয় ছাত্র ঐ মাদরাসারই সদ্য ফারেগ সন্তানের যোগ্যতা ও তাকওয়া পরহেযগারীর ব্যাপারে ভালোভাবেই অবগত ছিলেন। ফলশ্রুতিতে ১৩৫৮ হিজরীতে মাত্র ১৯ বছর বয়সে হযরত ওয়ালা হারদূয়ী রহ. কে অত্র মাদরাসার সহকারী শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। হযরত ওয়ালাও খুব সুন্দর ভাবে এ গুরুদায়িত্ব আঞ্জাম দেন।



বছর দুয়েক পর হাকীমুল উম্মাত হযরত থানভী রহ. কানপুর জামিউল উলূম মাদরাসা কর্তৃপক্ষের অনুরোধে হারদূয়ী হযরতকে সেখানে নিয়োগ দান করেন। হারদূয়ী হযরত এখানেও অত্যন্ত সুনামের সাথে দুই বছর অধ্যাপনা করেন। পরবর্তীতে ফতেহপুর হানসূয়ার দায়িত্বশীলগণ হযরত থানভী রহ. এর কাছে একজন দক্ষ শিক্ষকের দরখাস্ত করলে হযরত হাকীমুল উম্মাত হযরত ওয়ালা হারদূয়ীকে সেখানে যাওয়ার পরামর্শ দেন। হযরতও আপন শাইখের পরামর্শ অনুসারে জামিউল উলূম কানপুর ছেড়ে ফতেহপুর হানসূয়া মাদরাসায় শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। সেখানেও তিনি তালীম ও তারবিয়্যাত তথা শিক্ষা ও দীক্ষার দায়িত্ব সুচারুরূপে আঞ্জাম দান করেন। আর সেখানেও তিনি প্রায় দু'বছর অবস্থান করেন।

### আশরাফুল মাদারিস হারদূয়ীতে অবস্থান

হাকীমুল উম্মাত হযরত থানভী রহ. বিভিন্ন দ্বীনী কল্যাণ ও প্রয়োজনের ভিত্তিতে হারদূয়ী হযরতকে হারদূয়ীতে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ প্রদান করেন। সে মতে হযরত নিজ জন্মভূমি হারদূয়ীতে ১৩৬২ হিজরীর শাওয়াল মাসে নিজের শাইখের নামানুসারে 'আশরাফুল মাদারিস' নামে একটি মাদরাসার ভিত্তি স্থাপন করেন।

এটি কেবল একটি মাদরাসাই নয় বরং এটি একটি আদর্শিক আন্দোলনের সূতিকাগার। যার মাধ্যমে সংস্কার ও সংশোধনের বহুমুখী দ্বীনী খেদমতের বিশাল এক কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

হারদূয়ী হযরত একটা লম্বা সময় প্রথম শ্রেণী থেকে নিয়ে মাধ্যমিক স্তরের কিতাবাদি নিজে পড়াতেন। জীবনের পড়ন্তবেলায় অসুস্থতা ও দুর্বলতা সত্ত্বেও মাদরাসার সকল বিভাগের নেগরানী করতেন। হযরতের অক্লান্ত পরিশ্রমের বদৌলতে ভারতসহ বহির্বিশ্বে এই মাদরাসার সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে।

### মুহিউস সুন্নাহ হারদূয়ী হযরত ও মজলিসে দাওয়াতুল হক

হাকীমুল উম্মাত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. এর বিখ্যাত উক্তি : "যখন উম্মতের দূরবস্থা নিয়ে চিন্তা করি,

তখন ক্ষুধার অনুভূতি থাকেনা। শোয়ার সময় যদি উম্মতের দূরবস্থা চিন্তায় আসে তখন ঘুম গায়েব হয়ে যায়, আর এপাশ-ওপাশ করে রাত কেটে যায়"।

এই দরদ ও ব্যথা থেকেই হাকীমুল উম্মাত ইন্তিকালের মাত্র ৪বছর পূর্বে ১৩৫৮ হিজরীতে প্রতিষ্ঠা করেন 'মজলিসে দাওয়াতুল হক'। ইন্তিকালের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনিই ছিলেন এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক। হযরত ওয়ালা থানভী রহ. এর ইন্তিকালের পর (১৩৬২ হি:) এই কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ফলশ্রুতিতে ১৩৭০ হি: মুহিউস সুন্নাহ হারদূয়ী হযরত মজলিসে দাওয়াতুল হককে পুনরায় চালু করেন। এর জন্য হযরত নিজ জীবন-যৌবন আরাম আয়েশ সব ওয়াকফ করে দেন। দাওয়াতুল হকের প্রচার-প্রসারে যুগ ও সময়ের দাবী অনুযায়ী ছোট-বড় মূল্যবান পুস্তক ও লিফলেট প্রকাশ করেন। ওয়ায-নসীহত, বক্তৃতা-বয়ানের মাধ্যমে মজলিসে দাওয়াতুল হকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তুলে ধরেন।

১৯৯৩ ঈসায়ীতে হযরতের বাংলাদেশ সফর অত্র অঞ্চলে দাওয়াতুল হকের কাজে নতুন প্রাণ সঞ্চার করে। সুন্নাত তরীকায় আযান-ইকামাত, বিবাহ-শাদী, কাফন-দাফন ইত্যাদি কাজে জোয়ার সৃষ্টি হয়। যার সুফল সমগ্র জাতি আজ প্রত্যক্ষ করছে।

## বড়দের চোখে হারদূয়ী হযরত রহ.

### মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ.

"জনাব মাওলানা আবরারুল হক ছাহেব তাঁর মুরশিদের বাতলানো পদ্ধতিতে আখলাক ও মুআমালাতের সংশোধন এবং শিক্ষা-দীক্ষা, আত্মশুদ্ধি ও পাঠদানের খেদমতসমূহ পূর্ণ নিবিষ্টতার সাথে আঞ্জাম দিচ্ছেন। পুরো হিন্দুস্তানে তাঁর ফয়েয অব্যাহত আছে"।

### মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ বানূরী ছাহেব রহ.

"হযরত হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. নিজ যুগের অতুলনীয় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর খলীফাগণের মধ্যে আমাদের মাওলানা আবরারুল হক ছাহেব অন্যতম। আলহামদুলিল্লাহ তাঁকে আমি আমার ধারণা থেকে



আরো উপরে পেয়েছি। মাশাআল্লাহ হযরত থানভী রহ. এর জযবের নিসবত তাঁকে মাজযূব বানিয়ে তাঁর যবানকে মূল্যবান বয়ান শোনানোর জন্য নির্বাচন করেছে"।

### ডা: মুহাম্মাদ আব্দুল হাই ছাহেব আরেফী রহ.

"আমার মুহতারাম স্নেহাস্পদ ভাই মাওলানা আবরারুল হক ছাহেবকে আল্লাহ তাআলা জাহেরী ও বাতেনী গুণসমূহে গুণান্বিত করেছেন। মাশাআল্লাহ তিনি আলেম, হাফেয, ক্বারী এবং আমাদের হযরত ওয়ালা থানভীর খলীফা । তিনি দরসী উলূম শেষ করার পর নিজ যিন্দেগী দ্বীনের প্রচার-প্রসার ও উম্মতের ইসলাহ সংশোধনের জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছেন। এবং আল্লাহ পাকের সাহায্যে অসংখ্য দ্বীনী মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছেন। এছাড়াও তিনি স্থানে স্থানে মাওয়ায়েয ও মালফূযাতের মাধ্যমেও মুসলিম সমাজকে উপকৃত করছেন"।

### হযরত হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. এর মুজাযে সোহবত বাবা নাজম আহসান ছাহেব নেগরামীর মন্তব্য :

"বন্ধুবর মাওলানা আবরারুল হক ছাহেবের বয়ান ও বয়ানের সৌন্দর্যের কথা না হয় বাদই দিলাম। মাশাআল্লাহ তিনি ইলমী ও আমলী শানেও খাস আবরারী বৈশিষ্ট্য রাখেন। বরং তাঁর মাধ্যমে উপকৃত হওয়া সুনিশ্চিত। এছাড়া তাঁর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁর সংশোধন পদ্ধতিতে কোন দুর্বলতা বা প্রশ্রয় না থাকায় কলব ও রূহ উভয়টিই তাঁর মাধ্যমে প্রচুর আনন্দ ও উপকার লাভ করে"।

### আশরাফুল মাদারিস করাচীর মুহতামিম হযরত মাওলানা মুফতী রশীদ আহমাদ ছাহেব রহ. এর অভিমত :

"আমি প্রশংসার ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন এবং একজনের প্রশংসা করতে গিয়ে অন্যকে খাটো করা থেকে আশ্রয় কামনা করত: একথাটি না বলে পারছিনা যে, মহান আল্লাহ অন্যায় সংশোধনের যে কাজ হযরত

মাওলানা আবরারুল হক ছাহেব থেকে নিচ্ছেন, সেটা আজ পৃথিবীর কোথাও দেখা যায় না।

তাছাড়া আল্লাহ তাআলা তাঁকে নাহী আনিল মুনকারের জযবার সাথে সাথে এমন সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী বয়ানের ক্ষমতা দিয়েছেন যে, তাঁর বকাঝকা বিরক্তির কারণ হয় না বরং তাঁর আলোচনার দ্বারা অন্যায় কর্মকান্ডসমূহের অনিষ্টতা দিলের গভীরে বসে যায়। এটাই দিলের ব্যথা এবং ইখলাস ও কবূলের আলামত।"

**হারদূয়ী হযরত সম্পর্কে তাঁর উসতায কুতুবুল আকতাব শাইখুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া ছাহেব রহ. এর বাণী**

"তালিবে ইলম যদি তালিবে ইলমী যমানায় ছাহেবে নিসবত না হয়, তবে সে কিছুই হল না। হযরত মাওলানা আবরারুল হক ছাহেব কে আল্লাহ তাআলা ছাত্রযমানাতেই এ দৌলত দান করেছিলেন।"

(তাযকিরাতুস সিদ্দীক ২:৪৬০)

**হারদূয়ী হযরতের বিশিষ্ট উসতায ফকীহুল উম্মাত হযরত আকদাস মুফতী মাহমূদ হাসান গাঙ্গুহী রহ. এর উক্তি : প্রধান মুফতী দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত।**

"কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা যদি জিজ্ঞাসা করেন যে, মাহমূদ! তুমি কী এনেছ? তাহলে আমি ক্বারী সিদ্দীক আহমাদ ছাহেব বান্দাভী এবং মাওলানা আবরারুল হক ছাহেবের নাম পেশ করব"।

## মুহিউস সুন্নাহ হযরত হারদূয়ী রহ. এর অবদান ও বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ

উসতাযে মুহতারাম হযরত মাওলানা আব্দুল মালেক ছাহেব হাফিযাহুল্লাহু তাআলা আমি অধম কর্তৃক অনূদিত মাজালিসে আবরার বাংলা সংকলনের ভূমিকায় হযরত ওয়ালা হারদূয়ী রহ. এর অসাধারণ দশটি অবদান ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন। সেখান থেকেই শুধুমাত্র শিরোনামগুলো উল্লেখ করছি।



১. উম্মাহের প্রতি দরদ ও মাখলূকের প্রতি স্নেহ-মমতা।
২. উম্মাহের কল্যাণের অকল্পনীয় স্পৃহা।
৩. দ্বীনী গাইরত (আত্মমর্যাদাবোধ) এবং নাহী আনিল মুনকার বা অসৎকাজে বাধা দান।
৪. মানুষকে কুরআনের সাথে সম্পৃক্ত করার ফিকির।
৫. ইহইয়ায়ে সুন্নাত বা সুন্নাত যিন্দা করার জযবা।
৬. ব্যাপক দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ এবং এতে সহজতা অবলম্বন।
৭. মাদরাসা ও মসজিদ সুন্নী বানানোর তাগিদ।
৮. জরূরী বিষয়গুলোর পুনরাবৃত্তি।
৯. নিয়ম-কানূন ও শৃংখলা।
১০. তাহকীকের আগ্রহ।

## ইন্তিকাল

৮ই রবীউস সানী ১৪২৬ হিজরী, মোতাবিক ১৭ই মে ২০০৫ ঈসায়ী মঙ্গলবার রাত ৮টার দিকে হযরত লক্ষ লক্ষ ভক্তকে শোক সমুদ্রে ভাসিয়ে মাওলায়ে হাকীকীর সঙ্গে মিলিত হন। তখন হযরতের বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। (হিজরী বর্ষ হিসেবে)

আল্লাহ তাআলা হযরতকে জান্নাতের সর্বোচ্চ মাকাম নসীব করুন। আমীন

## খলীফা ও মুজাযীন

হযরত ওয়ালা হারদূয়ী রহ. এর মুজাযীনে বাইআতের সংখ্যা ১০৩ জন এবং মুজাযীনে সোহবতের সংখ্যা ৩৬ জন।

## বাংলাদেশে হযরত ওয়ালা হারদূয়ী রহ. এর কয়েকজন বিশিষ্ট খলীফা

১। হযরত মাওলানা মুফতী আব্দুর রহমান ছাহেব রহ.। ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বসুন্ধরা, ঢাকা।

২। হযরত মাওলানা মুফতী মাহমূদুল হাসান ছাহেব, মুহতামিম যাত্রাবাড়ী মাদরাসা, ঢাকা।

৩। জনাব প্রফেসর হামীদুর রহমান ছাহেব (দাঃ বাঃ) (অধম লেখকের পরম শ্রদ্ধেয় বড় চাচা)

৪। মরহুম মাওলানা সালাহুদ্দীন ছাহেব রহ. মুহাদ্দিস, যাত্রাবাড়ী মাদরাসা।

৫। হযরত মাওলানা মুফতী মনসূরুল হক ছাহেব (দাঃ বাঃ) প্রধান মুফতী ও শাইখুল হাদীস জামি‘আ রাহমানিয়া আরাবিয়া মাদরাসা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা। (অধম লেখকের শাইখ ও মুরশিদ)

৬। হযরত মাওলানা হিফযুর রহমান ছাহেব (দাঃ বাঃ) মুহতামিম, জামি‘আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা। (অধম লেখকের পরম শ্রদ্ধাভাজন উসতায)

৭। প্রিন্সিপ্যাল মিযানুর রহমান ছাহেব (দা. বা.) নাযেম, মাদরাসা দাওয়াতুল হক দেওনা, গাজীপুর।

৮। মাওলানা মুফতী আরশাদ ছাহেব (দা. বা.) বসুন্ধরা বড় মাদরাসা, ঢাকা।

৯। জনাব মুফতী মিযানুর রহমান ছাহেব মা‘হাদুশ শায়েখ যাকারিয়া।

১০। জনাব মুফতী মুহাম্মাদ উবাইদুল্লাহ ছাহেব, মুহাদ্দিস, জামি‘আ আরাবিয়া ফরিদাবাদ মাদরাসা, ঢাকা।

১১। জনাব প্রফেসর গিয়াসুদ্দীন ছাহেব (দা. বা.)। নায়েবে আমীর, লালবাগ থানা ঢাকা।

১২। মরহুম মাওলানা সাইয়েদ আহমাদ ছাহেব (দা. বা.) সাবেক মুহতামিম, উলামা বাজার মাদরাসা, নোয়াখালী।

১৩। মরহুম মাওলানা তৈয়ব ছাহেব রহ. সাবেক মুহতামিম, জিরি মাদরাসা, চট্টগ্রাম,

১৪। মাওলানা মুহিববুল্লাহ বাবুনগরী, (দা. বা.) চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

১৫। মুফতী সুহাইল ছাহেব (দাঃ বাঃ) বসুন্ধরা বড় মাদরাসা, ঢাকা প্রমুখ।



**তথ্যসূত্র**

১। হায়াতে আবরার মূল : মাওলানা মুহাম্মাদ ফারূক ছাহেব মিরাঠী রহ. অনুবাদ : মাওলানা জালালুদ্দীন ছাহেব দা. বা. প্রকাশনায় : মাকতাবাতুল আশরাফ

২। বাযমে আশরাফ কে চেরাগ : প্রফেসর আহমাদ সাঈদ ছাহেব রহ. পৃঃ ৫০

৩। খুলাফায়ে হাকীমুল উম্মাত : ডাঃ ফুযূযুর রহমান পৃঃ ২১৪-২১৬

৯

# আরেফ বিল্লাহ
# হযরত মাওলানা সিদ্দীক আহমাদ বান্দাভী রহ.

[১৩৪১-১৪১৮ হিজরী
১৯২৩-১৯৯৭ ঈসায়ী]

## জন্ম ও বংশ পরিচয়

**জন্ম :** ১৩৪১ হিজরী মুতাবিক ১৯২৩ ঈসায়ী

**নাম :** সিদ্দীক আহমাদ

**পিতা :** সায়্যিদ আহমাদ

**দাদা :** আবদুর রহমান

**মাতা :** খাইরুন নিসা

## পিতার ইন্তিকাল

হযরতের বয়স যখন মাত্র ছয় বা সাত, তখন তাঁর সম্মানিত পিতা ইন্তিকাল করেন। হযরত ইয়াতীম হয়ে যান। মাত্র দশ বছর বয়সে হযরতের দাদাও দুনিয়া থেকে বিদায় নেন।

## শৈশবে ঘরের দ্বীনী হালত

ছোটকালে হযরতের ঘরের অর্থনৈতিক অবস্থা খুব দুর্বল ছিল। কিন্তু দ্বীনী হালত খুব মযবূত ছিল। ঘরের প্রত্যেক সদস্য যথা দাদা-দাদী, আব্বা-আম্মা, চাচা প্রমুখ দ্বীনদার ছিলেন। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেকেই নামাযের পাবন্দ, ইবাদতে আগ্রহী, তিলাওয়াতে কালামে পাকের আশেক, পুরুষেরা জামাআতের সাথে নামায আদায়কারী এবং সকলেই তাহাজ্জুদগুযার, শরীয়ত ও সুন্নাতের অনুসারী ছিলেন।



## প্রাথমিক শিক্ষা-দীক্ষা

হযরতের প্রাথমিক শিক্ষা-দীক্ষা নিজ বাসার পবিত্র পরিবেশে হয়েছে। পিতা-মাতার স্নেহের পাশাপাশি দাদা-দাদীর অতুলনীয় মায়া মহব্বতও ছিল। যা ঘরের শিশুদের মধ্যে হযরতের প্রতিই সবচেয়ে বেশি নিবদ্ধ ছিল।

এর কারণ এটা ছাড়া আর কিছুই নয় যে, হযরতের মুহতারাম দাদা নিজ ঈমানী বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার মাধ্যমে স্বীয় নাতির উজ্জ্বল ভবিষ্যত দেখছিলেন। এজন্যই তিনি ইন্তিকালের সময় হযরতের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ রাখার অসিয়্যত করেছিলেন।

## শিক্ষার ধাপ

নিয়মতান্ত্রিকভাবে শিক্ষার ধাপ চার-পাঁচ বছর বয়সে আরম্ভ হয়। আনুমানিক সাত/আট বছর বয়সে সম্মানিত দাদার কাছে তাজভীদসহ নাযেরা সমাপ্ত করেন। এরপর দাদা হিফয আরম্ভ করিয়ে দেন। দাদার কাছে আট পারা হিফয করেছিলেন। এর মধ্যেই দাদা আখেরাতের সফরে রওয়ানা হয়ে গেলেন।

হাতুরা ও বান্দার পর আনুমানিক দেড় দুই বছর কানপুরের তাকমীলুল উলূম ও জামিউল উলূমে পড়ালেখা করেন। সেখান থেকে আজমীর ও দিল্লীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন। কিন্তু কুদরতে ইলাহী হযরতকে পানিপথ পৌঁছে দেয়। সেখানে তিনি তিন বছর অবস্থান করেন। এ সময়ে হযরত আরবী নেসাবের তালীম কাফিয়া পর্যন্ত পূর্ণ করেন এবং কুরআনে মাজীদ এর দাওর খুব গুরুত্বসহ শোনান এবং উলূমে কুরআন ও তাজভীদ পরিপূর্ণ করেন।

পানিপথে পড়ালেখা শেষে হযরত সাহারানপুর গমন করেন। সেখানে পাঁচ বছর শিক্ষার ধারা চালু ছিল। শরহে জামী থেকে দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত। মাঝে অবশ্য কয়েক মাস মুরাদাবাদেও থাকা হয়েছে।

## সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ

১. মাওলানা আমীনুদ্দীন ছাহেব রহ.
২. মাওলানা উবাইদুর রহমান ছাহেব ইলাহাবাদী
৩. মাওলানা সোহরাব আলী ছাহেব
৪. মাওলানা মুফতী সাঈদ আহমাদ ছাহেব লাখনভী
৫. ক্বারীউল কুররা ফাতাহ মুহাম্মাদ ছাহেব পানিপথী
৬. হযরত মাওলানা আব্দুল লতীফ ছাহেব
৭. শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়্যা ছাহেব
৮. হযরত মাওলানা আব্দুর রহমান ছাহেব কামেলপুরী
৯. হযরত মাওলানা আসআদুল্লাহ ছাহেব রামপুরী
১০. মাওলানা সায়্যিদ যহুরুল হক ছাহেব দেওবন্দী
১১. মাওলানা জামীল আহমাদ ছাহেব থানভী
১২. আল্লামা সিদ্দীক আহমাদ ছাহেব কাশ্মীরী
১৩. মাওলানা আব্দুশ শাকূর ছাহেব কেম্বলপুরী
১৪. মাওলানা আমীর আহমাদ কান্ধলবী
১৫. মুফতী সাঈদ আহমাদ ছাহেব সাহারানপুরী
১৬. মাওলানা যারীফ আহমাদ ছাহেব
১৭. ফকীউল উম্মাত মুফতী মাহমূদ হাসান গাঙ্গুহী
১৮. মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া কুদ্দুসী
১৯. মাওলানা মনসূর আহমাদ খান ছাহেব এলাহাবাদী
২০. মাওলানা আব্দুর রহমান খান ছাহেব এলাহাবাদী
২১. মাওলানা জামীল আহমাদ ছাহেব মুযাফফারপুরী
২২. আল্লামা ইবরাহীম বলিয়াভী ছাহেব
২৩. মাওলানা আজব নূর ছাহেব, প্রমুখ।



## হাকীমুল উম্মাত হযরত থানভীর রহ. খানকায় উপস্থিতি

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. থানাভবনে কয়েকবার হাযিরী দিয়েছেন। অবশ্য প্রথম হাযিরীর সৌভাগ্য কবে হয়েছিল এটা বলা মুশকিল। এতদসত্ত্বেও একাধিকবার যে সফর হয়েছে এটা নিশ্চিত। কেননা একবার হযরতকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। আপনি কি হযরত থানভী রহ.কে দেখেছেন? তখন হযরত বললেন : অনেক অনেক।

এছাড়া একবার স্বয়ং হযরত লিখেন : "থানাভবনে আমার আসা-যাওয়া ছিল এবং হযরত হাকীমুল উম্মাতের সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য হতে থাকল।" (হায়াতে সিদ্দীক)

হযরত এটাও বলেন : "হযরত নাযেম ছাহেবের সাথে আমি থানাভবন যেতাম। একবার এক সপ্তাহ অবস্থান হয়েছিল।"

(ইফাদাতে সিদ্দীক)

## হযরত থানভী রহ.এর নিকট বাইআতের দরখাস্ত

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. হযরত হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. এর নিকট বাইআতের দরখাস্ত করেছিলেন। কিন্তু তখন হযরত থানভী নিজ শারীরিক দুর্বলতা ও অসুস্থতার কারণে বাইআতের সিলসিলা স্থগিত করে দিয়েছিলেন। এজন্য ইরশাদ করলেন :

میرے خلفاء اور مجازین میں سے جس سے زیادہ مناسبت محسوس ہو اسی سے تعلق قائم کرلو

অর্থাৎ "আমার খলীফা ও অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁর সাথে মনের বেশি মিল হয়, তাঁর সাথেই (ইসলাহী) সম্পর্ক স্থাপন কর।"

## মুরশিদ তো হযরত থানভীই কিন্তু পরোক্ষভাবে

হযরত থানভী রহ. এর খেদমতে পেশকৃত দরখাস্ত নামঞ্জুর হওয়ার পর হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. নিজেকে হযরত নাযেম ছাহেব মাওলানা আসআদুল্লাহ ছাহেব রামপুরী রহ. এর নিকট পুরোপুরি সঁপে দেন। আর যেহেতু হযরত নাযেম ছাহেব থানভী দরবারেই তারবিয়াতপ্রাপ্ত ও তৈয়ারকৃত মানুষ ছিলেন, এজন্য এটা বললে ভুল হবে না যে, হযরত বান্দাভীর রহ. মূল মুরশিদ বা শাইখ হযরত থানভীই ছিলেন কিন্তু পরোক্ষভাবে।

## বাইআত ও খেলাফতের তারিখ ও সন

হযরত নাযেম ছাহেব রহ. এর সাথে হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. -এর সম্পর্কের শুরু সেই ১৩৫৮ হিজরীর শাউয়াল মাস থেকে। যা হযরত নাযেম ছাহেবের ইন্তিকাল পর্যন্ত অর্থাৎ ১৩৯৯ হিজরী পর্যন্ত টানা ৪০ বছর অব্যাহত ছিল।

হযরত নাযেম ছাহেব রহ.এর নিকট তিনি বাইআত হন ১৩৬০ হিজরীর দিকে। এবং বাইআতের আনুমানিক ষোল বৎসর পরে ১৩৭৬ হিজরীতে খেলাফত লাভ করেন। যখন হযরতের বয়স ছিল প্রায় ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) বছর।

## নিজ শাইখের দৃষ্টিতে হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ.-এর মর্যাদা

**মন্তব্য-১**

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত মাওলানা আসআদুল্লাহ ছাহেব (নাযেম ছাহেব)-এর দৃষ্টিতে হযরতওয়ালা হাফেয সিদ্দীক আহমাদ বান্দাভী রহ. এর বিশেষ মাকাম ও মর্যাদা ছিল। কখনো তিনি হযরতের নাম নিতেন না বরং সম্মানস্বরূপ "হাফেয ছাহেব" উপাধিতে স্মরণ করতেন।

হযরত নাযেম ছাহেব রহ. বলতেন :

اگر کل قیامت کے دن حق تعالی مجھ سے پوچھیں کہ دنیا سے کیالایا؟ میں حافظ صدیق احمد کو پیش کردونگا۔

অর্থাৎ "যদি কাল কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা আমার নিকট জিজ্ঞেস করেন যে, তুমি দুনিয়া থেকে কী এনেছ? তখন আমি হাফেয সিদ্দীক আহমাদ ছাহেবকে পেশ করে দিব।"

(ইয়াদে সিদ্দীক মাওলানা ইযহার ছাহেব পৃ. ১০১)

**মন্তব্য-২**

একবার হযরত নাযেম ছাহেব মাওলানা আসআদুল্লাহ রামপুরী আরাম করছিলেন। তখন হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. নিজ শাইখের পা দাবিয়ে দিচ্ছিলেন। তো হযরত নাযেম ছাহেব জিজ্ঞেস করলেন,



হাফেয সিদ্দীক ছাহেব কোথায়? উত্তরে বলা হল : হযরতের পা দাবিয়ে দিচ্ছেন। এটা শুনে নাযেম ছাহেব বললেন : "আমার পা দাবিয়ে দিচ্ছে?

میرے اوپر حق ہے کہ میں انکا پاؤں دبا دؤں

"আমার উপর হক হল আমি তাঁর পা টিপে দিব"।

হযরত নাযেম ছাহেব যখন এ কথা বললেন, তখন হযরত বান্দাভী রহ. বিনয়ের দরুন একেবারে নত হয়ে যাচ্ছিলেন আর বারবার বলছিলেন: "হযরত এমন নয়, হযরত এমন নয়।"

**মন্তব্য-৩**

মাওলানা নাসর আহমাদ বেনারসী রহ. বলেন : একদিন আসর বা মাগরিব এর নামাযের পর আমি হযরত মাওলানা আসআদুল্লাহ ছাহেব রহ. এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন :

میں نے اپنے شاگردوں میں دو مادرزاد ولی دیکھے مفتی عبد القیوم اور مولانا صدیق احمد باندوی

অর্থাৎ "আমি আমার শিষ্যদের মধ্যে দু'জন জন্মগত ওলী দেখেছি। মুফতী আব্দুল কাইয়ূম এবং মাওলানা সিদ্দীক আহমাদ বান্দাভী।"

(মাহমূদ দেওবন্দ, পৃষ্ঠা : ২০২)

**মন্তব্য-৪**

শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়্যা রহ.-এর সুযোগ্যপুত্র মাওলানা মুহাম্মাদ তালহা ছাহেব রহ. বলেন : হযরত নাযেম ছাহেব রহ. বলতেন :

حافظ صدیق احمد کی کرامتیں مجھ پر واضح اور روشن ہیں

অর্থাৎ "হাফেয সিদ্দীক আহমাদের কারামতসমূহ আমার উপর সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল।" (রেসালায়ে নাসিরুদ্দীন লক্ষ্মীপুরী মাযাহেরে উলূম, ওয়াক্‌ফ)

## হযরত বান্দাভী রহ. এর খলীফাবৃন্দ

**(মুজাযীনে বাইআত)**

১. মাওলানা আব্দুস সালাম ছাহেব বারাহবাঙ্কাভী
২. মাওলানা মুহাম্মাদুল্লাহ ইবনে মাওলানা আসআদুল্লাহ
৩. মাওলানা মুহাম্মাদ মুরতাযা ছাহেব বাঙ্গালী
৪. মাওলানা আব্দুল গণী ছাহেব আহমাদাবাদী
৫. মাওলানা আব্দুস সামী ছাহেব কাসেমী নেপালী
৬. মাওলানা মুফতী শিব্বীর আহমাদ ছাহেব মিরাঠী
৭. মাওলানা গোলাম মুহাম্মাদ ছাহেব বিস্তানভী
৮. মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া ছাহেব দরভাঙ্গাভী
৯. মাওলানা মুফতী আতীকুর রহমান ছাহেব রামপুরী

**(মুজাযীনে সোহবত)**

১০. মাওলানা আহমাদ আবদুল্লাহ তায়্যিব ছাহেব হায়দারাবাদী
১১. মাওলানা মুহাম্মাদ মুহসিন ছাহেব আফেলাবাদী
১২. মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ যায়েদ ছাহেব মাযাহেরী কানপুরী
১৩. মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ছাহেব সূরাতী

## অসুস্থতা ও ইন্তিকাল

কিছু কিছু কষ্ট যেমন প্রচণ্ড মাথাব্যথা, মাথাচক্কর দেয়ার সমস্যা হযরতের ছেলেবেলা থেকেই ছিল। যা ধীরে ধীরে কমে এসেছিল। কিন্তু একেবারে নিঃশেষ কখনো হয়নি। যৌবনকালের পর অসুস্থতা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিশেষত অর্শরোগ, ঘাড়ের ব্যথা, ইন্তিকালের কয়েক বছর পূর্বে হার্টের ব্যথা এবং সর্বশেষে পায়ের ঐ ব্যথা যা হযরতকে বিলকুল শয্যাশায়ী বানিয়ে দেয়। এমনকি এই শয্যাশায়ী অবস্থায় হঠাৎ করেই আপন মালিকে হাকীকীর সাথে গিয়ে মিলিত হয়েছেন।

১৪১৮ হিজরীর ২৩ রবিউছ ছানী মুতাবিক ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ২৭ আগস্ট বুধবার যোহরের পর উযূ অবস্থায় প্যারালাইসিস ও ব্রেন



হ্যামরেজের হামলা হয়। সকাল হতে হতে বেহুঁশ হয়ে পড়েন। ততক্ষণে হযরতকে লক্ষ্ণৌ পৌঁছানো হয়েছিল। সেখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ফলাফল এটাই আসল যে, আর কোন আশা নেই। সকাল ১০ টা বেজে ১০ মিনিটে মিল্লাতে মুসলিমাকে ইয়াতীম করে হযরতওয়ালা বান্দাভী আখেরাতের সফরে রওয়ানা হলেন। إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ

## জানাযার নামায ও দাফন

সঙ্গে সঙ্গে হযরতের লাশ নিয়ে লক্ষ্ণৌ থেকে বান্দার উদ্দেশ্যে বিশাল কাফেলা রওয়ানা হয়ে গেল। আনুমানিক বিকেল পাঁচটার দিকে হাতুরা পৌঁছল। মাগরিবের নামাযের পরপরই গোসল দেয়া হল। এবং ইশার নামাযের পরপরই মাদরাসা সংলগ্ন পূর্বপার্শের মাঠে জানাযার নামায আদায় করা হল। রাত ১১ টায় মাদরাসার দক্ষিণপ্রান্তে অবস্থিত গ্রামের সাধারণ কবরস্থানের ঐ অংশে হযরতকে দাফন করা হল, যেখানে হযরতের মুহতারামা আম্মা ও সম্মানিতা স্ত্রী পূর্ব থেকেই আরাম করছিলেন।

## সূত্র

তাযকিরাতুস সিদ্দীক (আরেফ বিল্লাহ হযরত মাওলানা হাফেয ক্বারী সায়্যিদ সিদ্দীক আহমাদ ছাহেব বান্দাভী রহ.-এর জীবনী) মাওলানা মুহাম্মাদ উবাইদুল্লাহ আলআসআদী (দা: বা:) কৃত।

(১০)

# শাইখুল ইসলাম
# মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী ছাহেব দা. বা.

**(জন্ম : ১৩৬২ হিঃ মুতাবিক ১৯৪৩ ইং)**

## জন্ম এবং নাম ও বংশ

তাঁর নাম মুহাম্মাদ তাকী উসমানী বিন হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী উসমানী বিন মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াসীন।

তাঁর বংশ পরিক্রমা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অন্যতম প্রধান সাহাবী এবং তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান বিন আফফান রাযি. এর সাথে গিয়ে মিলিত হয়। এজন্যই তাঁর নামের সাথে 'উসমানী' যুক্ত করা হয়। তাঁর জন্ম ভারতের দেওবন্দের পবিত্র মাটিতে ১৩৬২ হিজরীর ৫ শাওয়ালুল মুকাররম মুতাবিক ১৯৪৩ ঈসায়ী বর্ষের ৩রা অক্টোবর।

## সম্মানিত পিতা ও শ্রদ্ধেয় দাদা

তাঁর দাদা হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াসীন ছাহেব রহ. স্বীয় যুগের একজন বড় আলেম ও বুযুর্গ ছিলেন। তিনি দেওবন্দের প্রথম যুগের ছাত্র ছিলেন। দেশবরেণ্য উলামায়ে কেরাম বিশেষত হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকূব ছাহেব নানূতভী, হযরত মাওলানা সায়্যিদ আহমাদ দেহলভী, হযরত মোল্লা মাহমূদ, শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদ হাসান দেওবন্দী রহ. প্রমুখের কাছ থেকে তিনি ইলম অর্জন করেন। টানা ৪০ বছর দারুল উলূম দেওবন্দের ফার্সী বিভাগের প্রধান শিক্ষক হিসেবে খেদমত আঞ্জাম দেওয়ার সৌভাগ্য হাসিল করেন।



শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী ছাহেব (দাঃ বাঃ) এর আব্বা হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. এর জন্মও দেওবন্দেই ১৩১৪ হিজরীতে হয়েছে। তিনিও দারুল উলূম থেকেই নিজ শিক্ষা জীবনের সূচনা করেন। যুগশ্রেষ্ঠ আলেমদের শিষ্যত্ব বরণ করেন এবং দেশের অন্যতম সেরা আলেম, যুগশ্রেষ্ঠ মুফাসসির, তুলনাহীন ফকীহ ও মুফতী হয়েছেন। পরবর্তী সময়ে দারুল উলূম দেওবন্দেই বিভিন্ন উলূম ও ফুনূনের দরস দানের পাশাপাশি প্রধান মুফতী হিসেবে অসামান্য খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন।

## প্রাথমিক শিক্ষা এবং পাকিস্তানে হিজরত

তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা বাসাতেই সম্মানিত পিতা ও সম্মানিতা মাতার তত্ত্বাবধানে হয়েছে। যখন তাঁর বয়স মাত্র পাঁচ বছর তখন ভারত বিভক্ত হয়। যেহেতু তাঁর আব্বা পাকিস্তানের সমর্থক ছিলেন এজন্য তিনি নিজ পরিবার নিয়ে পাকিস্তানে হিজরত করেন। ফলশ্রুতিতে তাঁর খান্দান ১৯৪৮ ইং বর্ষের পহেলা মে দেওবন্দ থেকে বের হয়ে ৩রা মে করাচী পৌঁছায়। এভাবে করাচী তাঁর বাড়ী হয়ে যায়। তাঁর আব্বা করাচী পৌঁছে জামি'আ দারুল উলূম করাচী নামে এক বিশাল দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন।

## শিক্ষা ও দীক্ষা

পাকিস্তান পৌঁছার পর তিনি দারুল উলূম করাচীতে ভর্তি হন। প্রাথমিক পর্যায়ে কিছু ফার্সী ও উর্দূ সবক পড়ার পর দরসে নেযামী সম্পন্ন করেন। ফিক্‌হ, তাফসীর, উসূলে তাফসীর, আদব, ইফতা ও হাদীস শাস্ত্র অত্যন্ত পরিশ্রম ও একনিষ্ঠতার সাথে অর্জন করেন। পরবর্তীতে নিজ সম্মানিত পিতার নির্দেশে ইংরেজী শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন।

১৯৫৮ ঈসায়ীতে পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি থেকে কৃতিত্বের সাথে পাস করেন। ১৯৬৪ ঈসায়ীতে করাচী ইউনিভার্সিটি থেকে বি.এ পরীক্ষায় এবং ১৯৬৭ ইংরেজীতে একই বিশ্ববিদ্যালয় হতে এল.এল. বি পরীক্ষায় অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। ১৯৭০ ইংরেজীতে পাঞ্জাব

বিশ্ববিদ্যালয় হতে আরবী পরীক্ষায় সারা দেশে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

আধুনিক অর্থনীতি অধ্যয়ন করেন এবং এ বিষয়ে শুধু পারদর্শিতাই নয় বরং মুজতাহিদ সুলভ দূরদর্শিতা অর্জন করেন। শুধু তাই নয় তিনি আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে ব্যাপক আলোচিত তিনটি ভাষা তথা আরবী, ইংরেজী ও উর্দূতে সুগভীর পান্ডিত্য অর্জন করেন। এভাবে তিনি নতুন ও পুরাতন, দুনিয়াবী ও দ্বীনী উলূম ও মাআরিফের এক মহারত্নে পরিণত হন।

## বাইআত ও সুলূক

যাহেরী ইলমের পাশাপাশি বাতেনী ও রূহানী গুণাবলীতে গুণান্বিত হওয়ার জন্য তিনি প্রথমে হাকীমুল উম্মাত হযরত থানভী রহ. এর বিশিষ্ট খলীফা, ওলীয়ে কামেল হযরত মাওলানা ডা: আব্দুল হাই আরেফী রহ. এর দিকে রুজু করেন। দীর্ঘ সময় তাঁর থেকে উপকৃত হন। তাঁর ইন্তিকালের পর হাকীমুল উম্মাত হযরত থানভী রহ. এর আরেকজন প্রসিদ্ধ খলীফা মাসীহুল উম্মাত হযরত মাওলানা শাহ মাসীহুল্লাহ খান জালালাবাদী রহ. এর সাথে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং খেলাফত লাভের সম্মানে ভূষিত হন।

## কীর্তিসমূহ

তাঁর জীবন অসংখ্য কীর্তিসমূহে সুসজ্জিত। তিনি ঐ সব মানুষদের মধ্যে একজন, কামিয়াবী ও সাফল্য যাঁদের পদচুম্বন করে। তাঁর অনন্য ব্যক্তিত্ব এমন সব অবিস্মরণীয় কীর্তি এবং মহান খেদমত আঞ্জাম দিয়েছে ও দিচ্ছে যার দৃষ্টান্ত বর্তমান যুগে অসম্ভব না হলেও দুঃসাধ্য তো বটেই।

## দরস ও তাদরীস/তাসনীফ ও রচনা

দ্বীনী শিক্ষা ও জাগতিক শিক্ষা অর্জন থেকে ফারেগ হওয়ার পর জামি‘আ দারুল উলূম করাচীর দরসের মসনদে সমাসীন হন এবং অত্যন্ত সফল শিক্ষক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর তিরমিযী শরীফের



দরস সীমাহীন কাবূলিয়্যাত লাভ করে। আর দেখতে দেখতেই কয়েক খন্ডে এইসব দরসের সমষ্টি প্রকাশিত হয়ে আলেম উলামা ও ছাত্র মহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়।

দরসে তিরমিযীর মাকবূলিয়্যতের পর বুখারী শরীফ তাঁর দায়িত্বে আসে। ফলে এর দরসসমূহ দ্বারা ইলমের তৃষ্ণার্তদেরকে খুব পরিতৃপ্ত করেন। ইলম ও মারিফাতের মুক্তা ছড়িয়ে দেন। এই সব দরসের সমষ্টিও “ইনআমুল বারী” নামে কয়েক খন্ডে প্রকাশিত হয়ে মাকবূলিয়্যাতের সর্বোচ্চ পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। দরস-তাদরীসের পাশাপাশি তাসনীফ বা লেখালেখিও তাঁর প্রিয় একটি শোগল। তাঁর কলমে বিভিন্ন এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মূল্যবান রচনাবলী প্রকাশিত হয়ে ইলম পিপাসুদের তৃষ্ণা নিবারণ করছে।

তাঁর গুরুত্বপূর্ণ একটি ইলমী কীর্তি হল হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমাদ উসমানী রহ. এর “ফাতহুল মুলহিম শারহু সহীহ মুসলিম” এর তাকমিলা বা অবশিষ্টাংশ। যেটাকে তিনি “তাকমিলায়ে ফাতহুল মুলহিম” নামে বিশাল বিশাল ছয় খন্ডে প্রায় চার হাজার পৃষ্ঠায় সম্পন্ন করেছেন। ইলমী দুনিয়ায় কিতাবটি বোদ্ধা মহলের ভূয়সী প্রশংসা কুড়িয়েছে।

তাইতো বর্তমান যুগের বিশিষ্ট আরব আলেম আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী (হাফিযাহুল্লাহ) “তাকমিলায়ে ফাতহুল মুলহিমের” ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন : “আমি এই ব্যাখ্যাগ্রন্থে বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য পেয়েছি। তার মধ্যে মুহাদ্দিস সুলভ সৌন্দর্য, ফকীহের যোগ্যতা, শিক্ষকের বিচক্ষণতা, বিচারকের চিন্তা-ভাবনা, পরিবেশ-পরিস্থিতির উপর পরিপূর্ণ দৃষ্টি এবং প্রত্যেকটি ব্যাপারে ব্যাপক ফিকির পেয়েছি। আমি মুসলিম শরীফের অনেক ব্যাখ্যাগ্রন্থ দেখেছি কিন্তু মাওলানা মুফতী তাকী উসমানীর এই শরাহ বাস্তবিক পক্ষেই অত্যন্ত উঁচুমানের।”

এছাড়া তিনি আরবী, ইংরেজী এবং উর্দূ ভাষায় বেশ কয়েকটি অনবদ্য রচনা পেশ করেছেন। তাঁকে অধিক রচনাবলী আলেম হিসেবে গণ্য করা হয়। এতদ্ব্যতীত পাকিস্তানের বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা “আল বালাগ” তাঁর সম্পাদনাতেই প্রকাশিত হয়।

## বরেণ্য মনীষীদের দৃষ্টিতে আল্লামা তাকী উসমানী

জামি'আ দারুল উলূম করাচীর সাবেক শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা সাহবান মাহমূদ ছাহেব রহ. বলেন, "যখন এই ছেলেটি আমার কাছে পড়ার জন্য আসে তখন তার বয়স মাত্র এগারো বা বারো ছিল, কিন্তু ঐ সময় থেকে তাঁর মধ্যে যুহদ ও তাকওয়ার ছাপ অনুভূত হচ্ছিল। ধীরে ধীরে তাঁর যোগ্যতায় আরো উন্নতি ও বরকত হয়েছে।"

অন্য এক স্থানে তিনি লিখেছেন : "একদিন হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. একটি খাস মজলিসে মাওলানা তাকী উসমানীর আলোচনা প্রসঙ্গে আমাকে বললেন : "তোমরা মুহাম্মাদ তাকীকে কী মনে কর? সে আমার থেকেও অনেক যোগ্য মানুষ। আর এটাই বাস্তব কথা"।

নিজ সম্মানিত পিতার জীবদ্দশাতেই তিনি "উলূমুল কুরআন" নামে একটি চমৎকার কিতাব রচনা করেন। এর উপর তাঁর আব্বা অসাধারণ ভূমিকা লিখেছেন। আকাবিরীনের অভ্যাস হল কোন কিতাবের প্রশংসা করলে খুব সতর্কতার সাথে মন্তব্য করেন যাতে করে অতিরঞ্জন হয়ে না যায়। কিন্তু হযরত মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. উলূমুল কুরআন গ্রন্থের ভূমিকায় (পৃ: ১৪) লিখেন : "এ পুরো কিতাবটি মাশাআল্লাহ এমন যে, যদি আমি নিজেও স্বীয় সুস্থতার যুগে লিখতাম তাহলে এমন লিখতে পারতাম না। যার দুটি কারণ স্পষ্ট। প্রথম কারণ তো হল স্নেহাস্পদ এ কিতাব রচনায় যে পরিমাণ তাহকীক, তাদকীক তথা বিশ্লেষণ ও সূক্ষ্মতার সাথে এবং সংশ্লিষ্ট কিতাবসমূহের বিশাল স্তূপ অধ্যয়নের মাধ্যমে কাজ নিয়েছে, সেটা আমার সাধ্যের অতীত। যেসব কিতাব থেকে বিষয়বস্তু আহরণ করা হয়েছে সেগুলোর উৎসসমূহের উদ্ধৃতি অধ্যায় ও পৃষ্ঠা নং সহ টীকায় উল্লেখ আছে। এগুলোর উপর উড়ন্ত দৃষ্টি দেয়ার দ্বারা তাঁর তাহকীকী পরিশ্রম অনুমান করা যায়। আর দ্বিতীয় কারণ যেটা এর থেকেও বেশি স্পষ্ট সেটা হল আমি ইংরেজী ভাষার ব্যাপারে অজ্ঞ হওয়ার কারণে প্রাচ্যবিদদের ঐসব গ্রন্থের ব্যাপারে একেবারেই অনবগত ছিলাম। যেগুলোতে তারা কুরআনে কারীম এবং উলূমে কুরআন সম্পর্কে বিষাক্ত মিশ্রণের আশ্রয় নিয়েছে। স্নেহাস্পদ ছোট ছেলে যেহেতু ইংরেজী



ভাষায় অত্যন্ত দক্ষ, এজন্য সে ঐ সমস্ত বিভ্রান্তিমূলক রচনার মুখোশ উন্মোচন করে সময়ের একটি বড় প্রয়োজন পূর্ণ করেছে"।

আরব বিশ্বের বিখ্যাত হাদীস গবেষক শাইখ আব্দুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাহ রহ. "তাকমিলায়ে ফাতহুল মুলহিম প্রথম খন্ডের চতুর্থ পৃষ্ঠায় শাইখুল ইসলাম আল্লামা তাকী উসমানী ছাহেব সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেন: আল্লামা শাব্বীর আহমাদ উসমানী রহ. স্বীয় গ্রন্থ "ফাতহুল মুলহিম শারহু সহীহ মুসলিম" পূর্ণ করার পূর্বেই মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেছেন। এজন্য এ ভাল কাজটা পূর্ণ করা খুব জরুরী ছিল। ফলশ্রুতিতে আমাদের শাইখ আল্লামা মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. মুফতীয়ে আযম পাকিস্তান নিজ মেধাবী ছেলে, বিশিষ্ট মুহাদ্দিস, ফকীহ, আদীব মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানীকে এ ব্যাপারে উৎসাহিত করেন। কেননা ব্যাখ্যাকার, হযরত শাব্বীর আহমাদ উসমানী রহ. এর মাকাম সম্পর্কে খুব অবগত ছিলেন। আর তিনি এটাও খুব ভালভাবে জানতেন যে, এই যোগ্য ছেলের হাতে এই খেদমত ইনশাআল্লাহ যথাযথভাবে পরিণতিতে পৌঁছবে।

## সফরসমূহ এবং ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যসমূহ

দাওয়াত, ইসলাহ, তাবলীগ ও ইরশাদের উদ্দেশ্যে তিনি প্রায় পুরো দুনিয়া সফর করেছেন। তাঁর একটি অনবদ্য বৈশিষ্ট্য হল সফর থেকে ফেরার পর ঐ অঞ্চলের অবস্থা ও চাক্ষুষ হালাত কলমবন্দ করেন। সেটা শুধু সফরনামাই নয় বরং বিচিত্র তথ্যাবলীর এক ভান্ডার হয়। তাঁর সফরনামাসমূহে যবান ও বয়ানের মিষ্টতার পাশাপাশি এমন চিত্তাকর্ষক দৃশ্যের অবতারণাও হয় যে, পাঠক দুনিয়া এবং এর মধ্যস্থিত সব কিছু থেকে বেখবর হয়ে এমন অনুভব করে কেমন যেন সে ঐ সব দৃশ্য স্বয়ং নিজের চোখে দেখছে।

তাঁর আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল সময়ের মূল্যায়ন এবং ইলমের পথে মেহনতের স্পৃহা। যেটা তিনি নিজ সম্মানিত পিতা রহ. থেকে মীরাছ হিসেবে পেয়েছেন। তিনি নিজ যিন্দেগীর এক একটি মুহূর্তের দারুণ মূল্য

দেন, কোন সময় নষ্ট হতে দেন না। এমনকি সফরেও তিনি লেখালেখি এবং অধ্যয়ন ইত্যাদি কাজে ব্যস্ত থাকেন।

তিনি একজন সফল শিক্ষক, মহাজ্ঞানী মুফতী এবং অদ্বিতীয় লেখক। এর পাশাপাশি তিনি একজন কামিয়াব আইনজ্ঞও বটে। এজন্যই মরহুম জেনারেল যিয়াউল হক শহীদ রহ. এর সময়ে তিনি আইন প্রণেতা কমিটির একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্যও ছিলেন। ১৯৮০ ইং থেকে ১৯৮২ইং পর্যন্ত তিনি ফেডারেল শরীয়া কোর্ট অব পাকিস্তানের জজ পদে সমাসীন ছিলেন। অতঃপর ১৯৮২ইং থেকে ২০০২ ইং পর্যন্ত শরীয়া বেঞ্চ সুপ্রীম কোর্ট অব পাকিস্তানের জজের গুরুদায়িত্বে সমাসীন ছিলেন।

এছাড়া তিনি একজন সুদক্ষ অর্থনীতিবিদও বটে। এ কারণে এ ব্যাপারে তিনি আন্তর্জাতিক প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন। এর আলোকেই তিনি ইসলামিক ব্যাংকিং এর ফর্মুলা পেশ করেছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তাঁর সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতায় এর মারকায প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেগুলো ধীরে ধীরে উন্নতির শিখরে আরোহণ করছে।

## অতুলনীয় খতীব

ওয়ায ও নসীহতের ময়দানেও তিনি অনন্য সাধারণ এক ব্যক্তি। তিনি করাচীর প্রসিদ্ধ জামে মসজিদ বাইতুল মুকাররামের খতীব। তাঁর শিষ্যগণ তাঁর ইলম ও হেকমতে ভরপুর, যাদুময়ী, অতুলনীয়, সহজবোধ্য বয়ান সংকলনসমূহকে “ইসলাহী খুতুবাত” নামে একত্র করে প্রকাশ করেছে। যা সর্ব মহলে ব্যাপকভাবে কবূল হয়েছে।

শুধু তাই নয় তিনি একজন খ্যাতনামা মুহাদ্দিস, বিশিষ্ট সাহিত্যিক, উঁচুস্তরের কবি এবং নিজ পিতার ইলমী ও আমলী উত্তরাধিকারী।

## সারকথা

সারকথা এই যে, তিনি গত প্রায় সাত দশক ধরে একের পর এক এমন সব মহান ইলমী কীর্তি আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন যার দৃষ্টান্ত মেলা ভার। দ্বীনী, ইলমী, আদবী, রাজনৈতিক এবং কানূনী খেদমতসমূহের ক্ষেত্রে তাঁর কোন জুড়ি নেই। অর্থনীতির ময়দানে কদম রেখেছেন তো



ইসলামী অর্থনীতিতে নিজ জাত চিনিয়েছেন। আইনশাস্ত্রে পা দিয়েছেন তো আইন শাস্ত্রের সবচেয়ে বড় পদবী জজের আসনে সমাসীন হয়েছেন। দরসের মসনদে বসেছেন তো অসাধারণ শিক্ষক হিসেবে নিজেকে মেলে ধরেছেন।

তাঁর এই প্রখর ব্যক্তিত্বের কারণে সারা পৃথিবীতে তাঁর সুখ্যাতির ডংকা বাজছে। দুনিয়ার বড় বড় বিভিন্ন পদবী তাঁর পবিত্র সাহচর্যের বরকতে স্বীয় সৌভাগ্যের উপর গর্ব করছে।

আমরা মহান রাব্বুল আলামীনের নিকট দু'আ করি যেন তিনি তাঁর খেদমতসমূহের ধারাবাহিকতা এভাবেই অব্যাহত রাখেন। তাঁর ফযল ও কামাল, বয়স ও স্বাস্থ্যে খুব বরকত দান করেন। আমীন।

## পদ ও দায়িত্বসমূহ

**তাঁর সাবেক ও বর্তমান দায়িত্বসমূহ নিম্নরূপ :**

১। জাস্টিস : সুপ্রীম কোর্ট পাকিস্তান শরীয়া আদালত ১৯৮২ ইং হতে ২০০৪ পর্যন্ত।

২। রোকন ও সাবেক নায়েবে সদর : ওআইসির গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন ইসলামিক ফিকহ একাডেমী, জেদ্দা, সৌদী আরব।

৩। নায়েবে সদর : জামি'আ দারুল উলূম করাচী ও শাইখুল হাদীস।

৪। সদর : আল মাজলিসুশ শারয়ী, বাহরাইন। এছাড়াও বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের শরীয়া বোর্ডের প্রধান বা সদস্য।

কিন্তু এতসব গুণ, বড় পদ ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে সমাসীন হওয়ার পরও তিনি কৃত্তিমতা থেকে বহু দূরে অবস্থান করেন। এমন সাদাসিধে কিন্তু গাম্ভীর্যপূর্ণ জীবনযাপন করেন যে, তাঁকে দেখে হযরত সাহাবায়ে কিরাম রাযি. এর গুণাবলী

اَقَلُّهُمْ تَكَلُّفًا، أَعْمَقُهُمْ عِلْمًا، أَبَرُّهُمْ قُلُوْبًا

অর্থাৎ, “তাঁরা কৃত্রিমতায় সবচেয়ে কম, ইলমে সবচেয়ে গভীর এবং অন্তরে সবচেয়ে বেশি পরিচ্ছন্ন ছিলেন মনে পড়ে।”

[সাহাবায়ে কিরাম রাযি. এর ব্যাপারে প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. এর মন্তব্য। মিশকাত শরীফ পৃ: ৩২ ভারতীয় সংস্করণ রাযীনের সূত্রে]

কবি মুতানাব্বীর ভাষায় :

مَضَتِ الدُّهُورُ وَمَا أَتَيْنَ بِمِثْلِه

وَلَقَدْ اَتٰى فَعَجَزْنَ عَنْ نُظَرَائِه

কেটে গেল কত দিবস রজনী কেটে গেল কত কাল,
তুলনা তাঁহার হলনা ধরায় বে-নযীর বে-মেসাল।

**তথ্যসূত্র**

খুতুবাতে দাওরায়ে হিন্দ গ্রন্থের পাকিস্তানী সংস্করণের ভূমিকা।

সংকলক : মাওলানা সাআদাতুল্লাহ খান কাসেমী (মু: আ:)। ইমাম ও খতীব মসজিদে হাশিম। আমবূর, মাদ্রাজ। ভারত।

আলহামদুলিল্লাহ আজ ৫ শাওয়ালুল মুকাররাম ১৪৪২ হি: যেদিন শাইখুল ইসলাম মুফতী তাকী উসমানী ছাহেব দা: বা: পৃথিবীতে আগমন করেছেন ঠিক ৮০ বছর পূর্বে অর্থাৎ ১৩৬২ হিজরীতে। হযরতের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও অবদানের কাজ সমাপ্ত হল।

**হাসান সিদ্দীক**
৫ শাওয়াল ১৪৪২ হি:
১৮ মে ২০২১ ইং



## লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

১. বড়দের ছেলেবেলা
২. ফেরেশতাদের বিস্ময়কর জীবনকথা
৩. আখেরাতের পাথেয় (মাওয়ায়েযে আবরার-১)
৪. আদর্শ জীবন গঠনের ইসলামী পদ্ধতি (মাওয়ায়েযে আবরার-২)
৫. আমাদের অধঃপতন ও উত্তরণের পথ (মাওয়ায়েযে আবরার-৩)
৬. আহকামে যাকাত
৭. ইসলাহী মাজালিস (২য় খণ্ড)
৮. মাজালিসে আবরার
৯. রাসায়েলে আবরার
১০. বিষয়ভিত্তিক বক্তৃতা
১১. বিষয়ভিত্তিক প্রবন্ধ
১২. সহীহ হাদীসের আলোকে নামায
১৩. আহকামে মুসাফির
১৪. শিয়া মতবাদ ইরানী বিপ্লব ও ইমাম (?) খোমিনী
১৫. বিনয় : সম্মান ও মর্যাদার সোপান
১৬. কুরআন-হাদীসের আলোকে মাযহাব ও তাকলীদ
১৭. তোমারই কুদরত দেখতে পাই (কবিতামালা)
১৮. বিষয়ভিত্তিক বয়ান
১৯. বিষয়ভিত্তিক মাসআলা-মাসায়িল
২০. ছোটদের ইসলামী কাহিনী
২১. মালফূযাতে ফুলপুরী
২২. মাআরিফে মাসীহুল উম্মাত
২৩. রাসূলুল্লাহ (সা.) কি নূরের তৈরী?
২৪. মালফূযাতে রায়পুরী
২৫. আত তাকসীমুস সাবয়ী (আরবী পুস্তিকা)
২৬. ইরশাদাতে গাঙ্গুহী
২৭. মাজালিসে সিদ্দীক
২৮. ইরশাদাতে হাকীমুল ইসলাম
২৯. ধূম্রজালে জিহাদ
৩০. মালফূযাতে মাসীহুল উম্মাত

## পাঠকের মতামত

বরেণ্য দশ মনীষী–১

বরেণ্য দশ মনীষী–২

বরেণ্য দশ মনীষী–৩

বরেণ্য দশ মনীষী–৪

বরেণ্য দশ মনীষী–৫

বরেণ্য দশ মনীষী–৬

বরেণ্য দশ মনীষী–৭

বরেণ্য দশ মনীষী–৮

বরেণ্য দশ মনীষী–৯

বরেণ্য দশ মনীষী–১০

মালফূযাতে মাসীহুল উম্মাত–১

মালফূযাতে মাসীহুল উম্মাত–২

মালফূযাতে মাসীহুল উম্মাত–৩

মালফূযাতে মাসীহুল উম্মাত–৪

মালফূযাতে মাসীহুল উম্মাত–৫

মালফূযাতে মাসীহুল উম্মাত–৬

মালফূযাতে মাসীহুল উম্মাত–৭

মালফূযাতে মাসীহুল উম্মাত–৮

মালফূযাতে মাসীহুল উম্মাত–৯

মালফূযাতে মাসীহুল উম্মাত–১০

মালফূযাতে মাসীহুল উম্মাত–১১

মালফূযাতে মাসীহুল উম্মাত–১২

মালফূযাতে মাসীহুল উম্মাত–১৩

মালফূযাতে মাসীহুল উম্মাত–১৪

মালফূযাতে মাসীহুল উম্মাত–১৫

মালফূযাতে মাসীহুল উম্মাত–১৬

মালফূযাতে মাসীহুল উম্মাত–১৭

মালফূযাতে মাসীহুল উম্মাত–১৮

মালফূযাতে মাসীহুল উম্মাত–১৯

মালফূযাতে মাসীহুল উম্মাত–২০